পঞ্চম অধ্যায়

বাৎস্যগোত্র সিংহবংশ

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অনাদিবর সিংহ। তাঁহার পরিচয় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপুত্র সূর্য্যবর পিতার ন্যায় একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। ইনি "সকল কুলের ভূপ" বলিয়া কুলগ্রন্থে সম্মানিত হইয়াছেন। তৎপুত্র বরাহ। বরাহের দুই পুত্র মদন ও ভৈরব। সংস্কৃত কারিকায় লিখিত আছে, সুরাপান, অশ্ববিক্রয় প্রভৃতি অস্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা বন্ধুগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলেও ভৈরব পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কালিকাদেবীর বরে মদন 'রাণা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, মদনই অস্বাভাবিক সুরাপান হেতু সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া হিলোড়া যাজিগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশই যাজিগ্রামের অধিপতি ছিলেন।[১]

ভৈরবের পুত্র ডোমন, তৎপুত্র এমন। এমনের পুত্র করণগুরু লক্ষ্মীধর। কোন কোন কুলগ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপিতে ইনি 'লক্ষ্মীবর' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার তিন পুত্র—গদাধর, ভগীরথ ও ব্যাসসিংহ। গদাধর জ্যেষ্ঠ হইলেও অহঙ্কার হেতু পিতাকে উপযুক্ত সম্মান না করায় কুলমর্য্যাদায় হীন হইয়াছিলেন। ভগীরথ বঙ্গে বঙ্গজ কায়স্থের সহিত মিশিয়াছিলেন। ব্যাসসিংহ কনিষ্ঠ হইলেও নিজ জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য রাজা বল্লালসেনের গৃহে ভোজন করেন নাই। তিনি প্রকাশ্য সভায় বল্লালী কুলপ্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজাদেশে করাত দিয়া তাঁহাকে চিরিয়া ফেলা হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ 'করাতিয়া সিংহ' বলিয়া পরিচিত। ব্যাসসিংহ কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার বংশধরগণ কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। ব্যাসসিংহের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ব্যাসের দুই পুত্র বামদেব ও বনমালী। বামদেব গোপকন্যা পরিগ্রহ করায় তাঁহার কনিষ্ঠ বনমালী ও বামদেবের প্রথম পক্ষের পুত্রগণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। বামদেব প্রথম পক্ষের পুত্রগণ ছাড়িয়া গোপকন্যার সহিত কল্যাণপুরে বাস করেন। "বসতি কল্যাণপুর, ভাব হৈতে হৈলা দূর।" বনমালী বন কাটিয়া

---

(১) "অস্বাভাবিকী সুরাপান করিল মদন। পিণ্ডদানত্যাগ হেতু হিলোড়া গমন।"
(মূলপঞ্জিকা)

"মদন-পরিবারেতি যাজিগ্রামস্যাধিপতিঃ॥" (কুলদীপিকা)

ময়ূরাক্ষীতটে কান্দীতে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। তিনি কুলীনসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। "বনমালী বনকাটী, সকল কুলের জাটী।" তিনটি শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুমূর্ত্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং বহু পুষ্করিণী খনন দ্বারা ইনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

কান্দি-রাজবাটীর সিংহবংশকারিকায় লিখিত আছে—

"বনমালী সিংহকে রাজা বহু ভূমি দিল। বন কাটিয়া তিঁহ কান্দি গ্রাম বসাইল॥
সিংহপুরে ছিল সিংহরাজের বসতি। গঙ্গায় ভাঙ্গিল বাটী কান্দিতে কৈল স্থিতি॥
ঠাকুরসেবার তিঁহ বন্দোবস্ত করি। কান্দী জামুয়া বাগডাঙ্গা আদি গ্রাম করি॥
বহুগ্রাম প্রকাশিয়া প্রজা বসাইল। দোহালিয়া বেত্রারণ্যে দক্ষিণাকালী স্বপ্ন দিল॥
স্বপ্ন দেখি বেত্র কাটি মাটির ভিতর। পাইল দক্ষিণাকালী প্রতিষ্ঠা তৎপর॥
মন্দির করিয়া রাজসেবা বসাইল। ব্রাহ্মণ দেবল দ্বিজ তথি বসাইল॥
বহুভূমি দান করি সেবা বসাইল। নানা পরিচর্য্যা সেবার করিল॥
নিত্য দশ সের চাউলের ভোগ স্থাপন। ব্রাহ্মণ দেবল করেন প্রসাদ ভোজন॥
রাজা বনমালী পরম বৈষ্ণব হয়। কান্দীতে রাজধানী করি শিববিষ্ণু অতিথি সেবয়॥
বনকাটী রাজা তাঁনে সর্ব্বলোকে ঘোষে। অতিথি বৈষ্ণবে তোষে অশেষ বিশেষে॥
পরিখা খনন আর সরাংসি খনিলা। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য জাতি বসাইলা॥
পরম সুখেতে তিঁহ রাজ্য করয়। ডিহি ডিহি গিয়া সেবাদি নিরখয়॥
মধ্যে মধ্যে যান সিংহরাজ সিংহেশ্বরে। ডিহি জৈনপুরী কিরীটেশ্বরী গোকর্ণপুরে॥
ডিহি জগন্নাথপুর ডিহি রাঙ্গামাটী চাঁদপুর। ঠাকুর অতিথিসেবার প্রতি সুচেষ্টা প্রচুর॥
শালগ্রামপুরে বহু সেবা পূর্ব্বাপর। দেখিয়া বেড়ায় রাজা গ্রাম গ্রামান্তর॥
কখন সাটুই কাঁঠালিয়া কণ্টকনগর। সর্ব্বত্রে কাছারীবাটী আছয়ে প্রচুর॥
কভু যান নবদ্বীপে মহারাজার গোচর। জয়দেব[২] মহাভক্ত সঙ্গী ভূপেশ্বর॥
সৎসঙ্গ করয়ে সিংহ থাকি নিরন্তর। অতিশয় দয়া করেন লক্ষ্মণ নরেশ্বর॥
মহারাজার বৈষ্ণবেতে বড়ই ভকতি। সিংহে বৈষ্ণব জানি স্নেহাধিক্য অতি॥
রাজার স্নেহের পাত্র দেখিয়া সকলে। বনমালী সিংহরাজে মানয়ে সকলে॥"

বনমালী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন। বনমালী স্বপ্নাদেশে দোহালিয়া বেত্রবন হইতে কালিকাদেবীকে উদ্ধার করিয়া স্থাপিত করেন। দক্ষিণাকালিকা প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই দক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান। বর্ত্তমান ভূম্যধিকারিগন তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

---

(২) মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ও তাঁহার সভাকবি গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব গোস্বামী বনমালীর সমসাময়িক ছিলেন।

বনমালীর দুই পুত্র কেশব ও শ্রীপতি। কেশব একজন সাধক ছিলেন, তিনি অন্তিম কালে কাশী প্রাপ্ত হন। কেশবের পুত্র রাজা বিনায়ক, শ্রীপতির পুত্র জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারী।

সংস্কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"ব্যাসসিংহসুতাবেতৌ কক্ষাসৌ বিশ্ববিখ্যাতৌ।
বনমালী কনিষ্ঠাখ্যো বনকাটী প্রসিদ্ধতা।
বনমালী বসেৎ কান্দিপুরে সিংহো নরেন্দ্রবৎ।
বনমালীসুতাবেতৌ রাঢ়ে কক্ষান্বিতৌ বৃতৌ।
জ্যেষ্ঠ কেশবসিংহোঽপি শ্রীপতি স্তদনন্তরং॥
বিনায়কো কেশবপুত্র স্তৎসুতো বিশ্ববিখ্যাতৌ।
গোপালঃ প্রতিরাজাখ্যো রাজা লক্ষ্মীধরোঽপরঃ॥
ততঃ শ্রীপতিসিংহস্য জগন্নাথো মহাত্মজঃ।
খ্যাতো সর্ব্বাধিকারীতি দৃষ্টকক্ষা প্রজায়তে॥
তস্য পুত্রাঃ ত্রয়ো খ্যাতাঃ শ্রীধরাদ্যা কুলেশ্বরাঃ
শ্রীধরশ্চৈব গোবিন্দঃ মাধসিংহশ্চ নন্দনঃ॥"

এদিকে বাঙ্গালা কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"ব্যাসের হইল দেখ যুগলনন্দন। কল্যাণপুরে বাস করে করাড় বামন॥
ব্যাসের হইয়া সুত কুলে তোলে ডালি। তাহার অনুজ ভাই নাম বনমালী॥
তাহার হইল পুত্র কেশব শ্রীপতি। তাহার যুগল সুত দেশেতে খেয়াতি॥
বিনায়ক জগন্নাথ দুই সহোদর। বিনায়কের দুই হইল কোঙর॥
লক্ষ্মীধর প্রতিরাজ দুই সহোদর। কুলে রাজা লক্ষ্মীধর শুন কুলবর॥"

যাহা হউক, কুলগ্রন্থে কেশব ও শ্রীপতির বংশধর সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। এই কারণেই ১২৯৩ সালে মুদ্রিত কান্দি-পাইকপাড়ার রাজবংশাবলীতে বিনায়ক ও জগন্নাথ-সিংহকে শ্রীপতির পুত্র বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, সংস্কৃত কুলপঞ্জিকা অনুসারে কেশব সিংহের বংশধর হইতেছেন রাজা বিনায়ক সিংহ। তাঁহার সময়ে উত্তররাঢ়ে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথমতঃ মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সামন্ত সিংহবংশকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিনায়কসিংহ মুসলমান নৃপতির সচিব হইয়াছিলেন, এই সূত্রে মুসলমান নৃপতি তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময় জগন্নাথসিংহ গৌড়াধিপের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধি লাভ করেন।

রাজা বিনায়কসিংহের দুই পুত্র রাজা লক্ষ্মীধর (২য়) ও গোপাল। গোপাল জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য চালাইতেন বলিয়া 'প্রতিরাজ' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 'রাজার ভাই গোপাল সিংহ আমগাঁয় বসতি প্রতিরাজ বলি তার কুলের খেয়াতি' (কারিকা) মতান্তরে গোপাল

রুদ্রসিংহ-প্রতিষ্ঠিত জামুয়ার রুদ্রদেব নামে প্রসিদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি

জ্যেষ্ঠ ও লক্ষ্মীধর কনিষ্ঠ। রাজা ২য় লক্ষ্মীধরের সভায় কুলজ্ঞগণ সমবেত হইয়া সমীকরণ করেন। রাজা ২য় লক্ষ্মীধরের পাঁচ পুত্র, প্রথম পক্ষে রুদ্র, দামোদর ও বিদ্যাধর এবং দ্বিতীয় পক্ষে আস ও বাস। রুদ্রসিংহ একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে কামদেব নামে এক ব্রহ্মচারী তাঁহার রাজধানীতে এক বুদ্ধমূর্ত্তি ও কালাগ্নিরুদ্র নামে এক ভৈরবমূর্ত্তি[৩] লইয়া আসেন। রাজা রুদ্রসিংহ জামুয়ায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মূর্ত্তি তাঁহার নামানুসারে 'রুদ্রদেব' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কান্দীশো রুদ্রসিংহোঽভূৎরুদ্রসেবাপরায়ণঃ।"

কান্দী-রাজবাটীর সিংহবংশকারিকায় লিখিত আছে—

"রাজা লক্ষ্মীধরের চারি পুত্র জনমিল। রাজা রুদ্রকান্ত উদ্ধারণ তারাপতি বল্লাল॥
রাজা রুদ্র কান্দীর রাজা রুদ্রসেবা প্রকাশিল। ভকতি করিয়া নৃপ পূজিতে লাগিল॥
রুদ্রদেবের মন্দির শিবের মন্দির। প্রকাশিয়া নিত্যসেবা বিবিধ প্রকার॥
চৈত্র মাসে বাণব্রত মহাপূজা মহোৎসব। ময়ূরাক্ষীতে যান তথায় হোমাদিক সব॥
রাত্রিদিবা রুদ্রদেব রহেন তথায়। দেশদেশান্তর হইতে লোক দেখিতে আইসয়॥
মহাধূম হয় পঞ্চদিন স্থানদ্বয়। সংক্রান্তিতে নগর ভ্রমণ করায়॥
মহাধূমধামে রাজা বাণব্রতাচরে। দীন দরিদ্রগণেরে বিদায় করে॥
সংক্রান্তির দিন নদীর পর পার। চড়কপূজা হয় তথি জনতা বিস্তার॥
হোম রাত্রে হয় ত খেচুরি ভোগাদি। এক ডুবে ভক্ত ধরত মৎস্যাদি॥
সেই ভোগ পায় রুদ্রানুচর। পাতার ভক্তগণ তাহার অধিকার॥
বিকট বিষম বেশ মরা খেলা করে। বহু বহু আচরণ সাজসজ্জা ধরে॥
রাজার আদেশে বিপ্র কায়স্থগণ। সভে মেলি করে বাণব্রতাচরণ॥
সকল জাতিতে ভক্ত হয় সে সময়। কেহ মৈলে সভে অশৌচ আচরয়॥
অনেক সেবাইত তারা নিত্যসেবা করে। যে যাহা মানস করে সেই ফল ধরে॥"

রুদ্রসিংহের কনিষ্ঠ দামোদর সাসপাড়ায় গিয়া বাস করেন এবং সমগ্র রাঢ়দেশে মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"সাসপাড়াগতশ্চেতি দামোদর উদারধীঃ।
অতিবীরঃ গুণযুতো বিখ্যাত রাঢ়মণ্ডলে॥"

বিদ্যাধর নিজ সমাজ ত্যাগ করিয়া আনুলিয়ায়[৪] গিয়া বাস করেন। স্বসমাজ পরিত্যাগ

---

(৩) এই মূর্ত্তি উদ্ধারণপুরে বিরাজ করিতেছেন।

(৪) নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রাম। এই আনুলিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় সিংহবংশের একটি প্রধান সমাজ। বিদ্যাধর হইতে এই সমাজের সূত্রপাত হইল, কি তৎপূর্ব্ব হইতেই ইহা বর্ত্তমান ছিল, তাহা অনুসন্ধেয়।

করায় কোন কুলগ্রন্থে ইনি কুলত্যাগী, কোন কুলগ্রন্থে জাত্যন্তরপ্রাপ্ত বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন।

রুদ্রসিংহের তিন পুত্র—উদ্ধারণ, গণপতি ও বিষ্ণু। রাজা গণপতি কুলজ্ঞগণের নিকট কুলপতি বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন—

"গণপতি রাজার বেটা, যে ধরে গুয়ার বাটা।"

তাঁহার মৃত্যুর পর এক হাড়ি-সর্দ্দার সিংহবংশের অধিকৃত বহু জনপদ অধিকার করে। এই সময়ে দামোদরসিংহ যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়া নিজ অধিকার কিছুদিন বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উদ্ধারণ সিংহ প্রভৃতি নিজ অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

কান্দী রাজবাটীর সিংহবংশকারিকায় লিখিত আছে—

"রুদ্রপুত্র গণপতি রাজা হইল। অন্য পুত্র সাসপাড়াদিতে বাস কৈল॥
বিদ্যাধরাদি দুই বঙ্গ বরেন্দ্রে মিশিল। বল্লাল তারাপতি দেশেতে রহিল॥
পুন্নায় বসতি বিষ্ণু ত্যাজ্যপুত্র হইল। মন্দ আচরণে তারে দূর করি দিল॥
রাজা গণপতির পুত্র শ্রেষ্ঠ প্রভাকর। জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল মণ্ডল জীবধর॥
দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র নারদ মধুসূদন। তৃতীয়া পত্নীর পুত্র নন্দন বিকর্ত্তন॥
সুখের সময়ে ভাগ্য মন্দ হইল। দিল্লীশ্বরের সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল॥
স্বরূপ ফতেসিংহ নামে হাজরা হাড়ি জাতি। দুই সহস্র সঙ্গে সৈন্য সঙ্গে ঘোড়া হাতী॥
শিবির স্থাপিল আসি পরিখা উত্তরে। যুদ্ধ ঘোষণা করি দিল সমাচারে॥
সিংহ রাজার সৈন্য অনেক চণ্ডাল। মহাপরাক্রমী তারা ধরে সিংহবল॥
হড্ডীপ সৈন্যের ছিল নূতন অস্ত্রগণ। অগ্নি বারুদযোগে করয়ে চালন॥
অহোরাত্র যুদ্ধ করি চণ্ডাল হারিল। সিংহবংশ হড্ডীপ সহ সন্ধি করিল॥
পাঁচখানি গ্রাম দিয়া যত ছিল ডিহি ফতেসিংহ স্বনামে নাম রাজ্যের রাখি॥
সিংহকুলের সামন্তরাজ্য হইল অবসান। হড্ডীপ হইল রাজা সামন্ত বলবান্॥
অকারণে রাজ্যভ্রষ্ট যবনরাজ হৈতে। বিচার না করিল না পারিল ফিরাইতে॥
সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিল হড্ডীপের সহায়। সেই হেতু কোনই বিচার নাহি হয়॥
অমাত্য জানায়ে পাতসায় চক্র করিয়া। সিংহঘোষকুলের রাজ্য নিল তো কাড়িয়া॥"

ইহার কিছু পরে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে সবিতারায় আসিয়া হাড়িরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার বিজিত জমিদারী দখল করেন। হাড়িরাজ যে সকল স্থান দখল করিয়াছিল, তাহা তাহার নামানুসারে 'ফতেসিংহ' নামে পরিচিত হইয়াছিল। সবিতারায়ের পরিচয় অন্যত্র সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।* সবিতারায় যে সময়ে হাড়িরাজের

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৫ম অংশ, ঝিঝোতিয়া-ব্রাহ্মণ-বিবরণ, ৩—৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, উদ্ধারণসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র তারাপতি সবিতারায়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রবাদ, তারাপতি ও সবিতারায় রুদ্রদেবের মানত করিয়া হাড়িরাজকে সহজে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উভয়ে মহাসমারোহে রুদ্রদেবের পূজা দিয়াছিলেন; এমন কি, সবিতারায় রুদ্রদেবের কৃপায় সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন আশা করিয়া জামুয়াতে রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি সবিতারায়ের বংশধরগণ জামুয়ায় বাস করিতেছেন এবং রুদ্রদেবের পূজার ব্যয় তাঁহারাই বহন করিয়া আসিতেছেন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে প্রতিবৎসর ৺রুদ্রদেবের নীলপূজা উপলক্ষে তারাপতিসিংহের বংশধর পুরুষপরম্পরায় সর্ব্বাগ্রে পূজা ও বলিদানের অধিকারও পাইয়া আসিতেছেন। জামুয়ার উক্ত পুণ্ডরীক গোত্র ব্রাহ্মণ-রাজগণ নিজ অধিকার মধ্যে তারাপতির পুণ্যস্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে দ্বিজ সদানন্দ রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"কুলপতি পুণ্ডরীগোত্রে আদ্যোপান্ত মান।
ভণে সদানন্দ তারাপতি মূর্ত্তিমান্॥"

প্রথমে হাড়িরাজ ও পরে সবিতারায় উত্তররাঢ়ীয় সিংহ ও ঘোষবংশের রাজ্যসম্পদ অধিকার করেন। তাহাতে উভয় বংশের পূর্ব্বপ্রতাপ অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

জীবধরের বংশপরিচয়।

গণপতির ছয় পুত্র—জীবধর, প্রভাকর, নারদ, মধুসূদন, নন্দন ও বিকর্ত্তন। এই ছয়-জনের মধ্যে প্রথম তিন জন উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশের অগ্রগণ্য ও নিরাবিল বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। জীবধরের পূর্ব্বপুরুষ রাজ্য হারাইলেও পরে এই বংশের পরিচয় পাইয়া রাজা মানসিংহ জীবধরকে 'মণ্ডল' পদ বা ১০টী বিষয়ের শাসকপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সিংহবংশের অনেকের সম্পদ পরহস্তগত হওয়ায় তাঁহাদের অবস্থা ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জীবধর 'মণ্ডল' হইবার পর তাঁহার পুনরায় সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজে ইনি 'অগ্রগণ্য' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন—

"অগ্রগণ্য জীবধর, তবে বলি প্রভাকর॥" (কুলকারিকা)

এই জীবধরের সভায় উত্তররাঢ়ীয় কুলীনগণের ভাবনির্ণয় ও ১৬৭টি মূলকক্ষা বা সমাজ-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

কুলানন্দ ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কারিকায় জীবধরবংশ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"জীবে হল দশ ধারা লোহাগড় সামন্ত। হাড়ো কুতূহলসিংহ বিখ্যাত শ্রীকান্ত॥
শম্বরারি সত্যবান্ চিত্রাঙ্গদ পরে। রুক্মাঙ্গদ অনিরুদ্ধ পঞ্চানন বরে॥
একাদশ মধ্যে লোহাগড় নাম। কবিরাম রামচন্দ্র অমর গুণধাম॥
কবিরাম-সুত লোচন চক্রপানি মকরন্দ। লোচনকুলে বল্লভ যুগল গৌরী অনুবন্ধ॥
বল্লভে দেখি যুগলধারা গঙ্গারাম আগে। রামকৃষ্ণ অনুজ তায় লিখি সমান ভাগে॥

গঙ্গারাম-সুত গোবিন্দ অনুজ অভিমন্যু। বনমালী অনুজ মধুসিংহ অগ্রগণ্য॥
লোহাগড়-সুত কবিরাম সুত চক্রপাণি। চক্রপাণ্যে যুগলধারা গোপাল হরি গণি॥
লোহাগড়ে রামচন্দ্র তাথে ধারা তিন। উদয় যাদব লক্ষ্মীকান্ত কক্ষায় প্রবীণ॥
উদয়ে খেতাব কারফরমা গৌরীকান্ত হরি। গৌরীতে পাতগুা চলে ধারা দীপ্ত চারি॥
রঘুনাথ কাশীনাথ শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ। স্বভাব অনুজ কুলে ভাল ডাকে বিষ্ণুদাস॥
গৌরীসুতে রঘু জ্যেষ্ঠ তৎসুত মহেশ। তাহে দয়ারাম গোপী হরি সর্ব্বশেষ॥
দয়ারাম পাঁচথুপী মাঝে রামকান্তসুতা। প্রথম হাজরা পরে মাধব-দুহিতা॥
নিজের আদান বেলুন মিত্র পুত্র বলরাম চামু। প্রদান ঝিল্লি উদয় মিত্র কড়ি না ছাড়েন তমু॥
তাপর দাসে চন্দ্রপাড়া পরে পঞ্চথুপী। পরে দান মিত্রপুরা কাশীনাথে গুপী॥
বলরামে নরসিংহসুতা একব্বরপুরে। দাসে পান অনায়াসে মান শোন কুলবরে॥
সুত একুসিংহ অনুপচন্দ্র বিরাজিত। প্রদান সন্তোষসুতে আনন্দী সেবিত॥
রসড়া সে হৃষীকেশে সেহ নিন্দি নহে। সুরুড়া সুতে যাদব-সুতা একু দীপ্ত তাহে॥
অনূপে রতন বেনড়া বীরু সেহ তুঙ্গ গণি। শেষে বসে নাশে কুল আনন্দীনন্দিনী॥
হাজরা গোপীরমণসুত জগাইসুতা সুতে। কচুচে অরুচে জীব পাল্যা আচম্বিতে॥
এ বোলে ভাল হল হাজরা শাণ্ডিল্যের দায়। উভয় কুলে সমান মেল্যা তেঞি সে শোভা পায়॥
বলাই-সুতে একু সে তাজা সুরুড়া যাদব তায়। জ্যেষ্ঠ প্রতাপ মানকরে তায় শুকদেব রায়॥
অনুজ মুক্তারামে মিত্র আনন্দীনন্দিনী। প্রদান রামেশ্বরসুতে পীতাম্বর গণি॥
কাশীপুরবাসী সে বিষের ভাঙ্গে ফণা। হেথা কালীপুরে রামকৃষ্ণ উদি হয় দুনা॥
প্রতাপ প্রতাপে পড়ি চলিলা যশোর। বাবুরাম-সুতা আনি অনূপ সোসর॥
উঠা পড়া বলাই-বংশ কলাংশে না পাই। কেশরী সোসরি কন তেজে দোষ নাই॥১॥

দয়ারাম-সুত চামু নন্দীবাণেশ্বরে। অগ্রে ভীমঘোষকন্যা বিকারাম পরে॥
পুত্র দীপচন্দ্র সম সানন্দে আদান। বৃন্দাবনঘোষপুত্রী তারে করে মান॥
প্রদান সমান মেলে মল্লিকে প্রদান। রামকৃষ্ণসুত গঙ্গাধর অভিধান॥
দীপচন্দ্রনন্দিনী রামগোপাল-নন্দনে। শ্রীনন্দদুলাল আখ্যা সে বংশবদনে॥
আদান প্রদান সমান কুলে মেঘবংশ শেষে। নন্দিবাণেশ্বরে দান সাহেবরাম-ঘোষে॥
পিতৃধারা রক্ষা হেতু জগন্নাথ সুতে। গোটা দুই তিন চোটা ধার সড়া পাঁচথুপীতে॥
বলাই হৈতে চামুর ধারা তেজবন্ত ধরি। বংশ মাঝে সমান সাজে ভণেন কেশরী॥২॥

গৌরীসুত রঘুনাথ তস্য সুত গোপী। তাথে লিখি যুগলধারা যাদব কাশুপী॥
বৃন্দাবনে বামুনিগ্রাম মাড়কোলাতে পরে। যাদব বড়ার শ্রীরায় সমস্ত সংহারে॥
সর্ব্বানুজ কৃষ্ণদেব তাতে ভোলানাথ। গৌরীকান্ত গোপীর সুতে যাদব ধারাপাত॥
যার কুলে নয়ান কানু আর বীরু বৈকুণ্ঠ। পাটুলীতে কাশী হল্যান লণ্ডভণ্ড॥
নয়ানে কুড়ুমগা জীবনমিত্রের নন্দিনী॥ কানু যজানে নেউগীকুলে সীতারামে তনি॥

বীরু দর্পনারায়ণ আদান তাজা রায়। বৈকুণ্ঠ বরকুণ্ডাগত মনোহর তায় ॥
দ্বিপক্ষে চৌধুরী হরিদাস ঘোষহাটে। কল্যাণে কল্যাণ করি রঙ্গ ভাল লুটে ॥
প্রদান গণেশবংশে মণ্ডল ভরতে। যাত্তুর বংশের কুলধারা তুলনা দিব কাথে ॥
গৌরীসুতে রঘুর বংশ ধ্বংস করি ভাব। না যায় কঙ্কার খ্যাতি জুড়ে লাভালাভ ॥
গৌরীতে যুগলধারা লিখি কাশীনাথ। সুতত্রয় দুর্গা শিব কল্যাণ বিখ্যাত ॥
শিবে বহড়ান দাস বনমালী-নন্দিনী। দ্বিপক্ষেতে বিষ্ণুদাস-সুতাতে বামুনি ॥
কল্যাণে রামভদ্র দত্ত পাটুলীতে কেশে। প্রদান ঘোষ-বাণেশ্বরে সুত যাদু দাসে ॥
শিবে ধারা লিখি তিন গুরুপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ। হরিবল্লভমিত্র-সুতা ঝিল্লিতে উৎকৃষ্ট ॥
দ্বিপক্ষে টগরা বাসুঘোষে বহড়ান। নিবাস কুড়ুমগ্রাম এ তিন আদান ॥
প্রদান শাণ্ডিল্যে মুলুক বিখ্যাত মাগুরা। জ্যেষ্ঠ সুতে এবন্তুতে ভাব করিলেক সারা ॥
ভিখারী বামুনীগ্রামে নরোত্তম দাসে। দ্বিপক্ষে আদান শেষে গুরুপ্রসাদঘোষে ॥
রামকৃষ্ণে প্রাণকৃষ্ণদত্ত বিরামপুরে। সমী ছাড়া কুলে খোড়া কাশীবংশ দূরে ॥
তৃতীয় গৌরীর ধারা শ্রীকৃষ্ণ বিখ্যাত। মুকুট দেবী মুনিরাম বিনোদসিংহ তাত ॥
মুকুটে নায়েক পরভু শ্রীরামজীবন। দ্বিপক্ষে সুরূঢ়া যত্নন্দন গ্রহণ ॥
দেবীরামে শিবরামদত্ত সে পাটুলী। তেজীয়ান তেঞি পান কন্যা বিষাঞ্জলি ॥
মুনিরামে বামুনিগ্রাম ভৃগুরামদাসে। দ্বিপক্ষে সাবলপুর দণ্ডপাণিঘোষে ॥
বিনোদে বহড়ান দাস বাস নতিডাঙ্গা। পাঁচথুপী রসড়া দান আদান কেনে ভাঙ্গা ॥
বিশ্বনাথ হাজরা ধারায় বল্লভে প্রদান। এ দুই বলে দেবীরাম করে বিষপান ॥
মুকুটে কিশোর গেলা দক্ষিণখণ্ডেতে। দোষ গাইলে শেষ করিবে কানগোই সাক্ষাতে ॥
পক্ষশেষে শুকদেব জীবন দুটি ভাই। শুকদেবে রামচন্দ্র দাস চান্দপাড়াতে পাই ॥
জীবন মানকরে গোকুল বরকুণ্ডা ঘোষে। বাটী জিতুঘোষসুতা দেখি পক্ষশেষে ॥
দান মুকুটের দাসপলসা রামচন্দ্রে পাই। যজান দেবীপুরে হরিশঙ্করে মিশাই ॥
তৃতীয়া বিজয়রাম দাসে বহড়ান। না দেখি করণে সমী কড়ি ভিন্ন মান ॥
কিশোরসুত হৃদয়রামে প্রথমে রসড়া। দ্বিপক্ষে সন্তোষে পাই ঝিল্লি মিত্রপাড়া ॥
ত্রিপক্ষে বিহারীদাস নিজের আদান। প্রদান মিত্র বামুনিগ্রাম গোবিন্দ প্রমাণ ॥
কৃষ্ণসুত বাবুরাম সিংহ লিখি। আদান কার্ত্তিকসুতা নয়ানসিংহে দেখি ॥
বাবুসুত বাঞ্ছারাম তস্যানুজ জয়। বাঞ্ছারামে গোপাল জয়ে মল্লিকে আশ্রয় ॥
বাঞ্ছারামসুতা এক কৃপারাম সুতে। নয়ান যুগল সুতা সেহ ক্ষেম্য যূথে ॥
বাবুর আদান প্রদান গোটা দুই তিন দেখি। অতেব কৃষ্ণরাম বাবুতে তুঙ্গ লেখি ॥
শুকদেবতনয় দীনু অনুজ কৃষ্ণচন্দ্র। দীননাথে জয়-সুতা গোপীসুতে বন্ধ ॥
কৃষ্ণে রাধাকৃষ্ণসুতা বিখ্যাতি কুলাই। প্রদান নারাণীসুতে কিনু সেহ তুঙ্গ পাই ॥
দীনু সুতে আদান যথে ভগবানুনন্দিনী। কৃষ্ণসুত অশ্বঘাটে কুলাই রাজধানী ॥

রমানাথরায়-সুতা রাজেন্দ্রে রাজিত। শুকদেব সন্তানে কক্ষা ভাল বিরাজিত॥
জীবন পরাণ ঘোষে বরকুণ্ডা মাঝে। প্রদান নন্দিনী এক কমলে বিরাজে॥
পরে পীতাম্বরসুতে সিংহেশ্বর ডাকে। তৃতীয়া উচিতে করি ভাব মাত্র রাখে॥
দেবীসুত রামেশ্বর ভূধর গঙ্গারাম। রামেশ্বরে রামভদ্র মল্লিকে বিশ্রাম॥
ভুবন চান্দপাড়া অভিরামের নন্দিনী। উভয়কুল ক্ষেম্যভাব কিন্তু অগ্রগণি॥
দেবীসুত রামেশ্বর তাথে ধারা দুই। পার্ব্বতীপ্রসাদ সিংহ অনুক্রমে কই॥
পার্ব্বতী সন্তোষে দীপ্ত প্রদান বৃন্দাবনে। সুত গরীবসিংহ সুতা উচিতনন্দনে॥
পার্ব্বতীতনয় সিংহ শঙ্কর সম্প্রতি। গোপীরমণ হাজরা-সুতা দান শুদ্ধগতি॥
তাপর সুরূড়া দাসে দেবীরাম রায়। সুত হরিসিংহ লিখি দীপ্তিমন্ত তায়॥
সম্প্রদান পঞ্চথুপী গোপীবংশে পাই। সাম্যভাব কাটামেঘ বংশেতে মিশাই॥
ভূধর বামুনিগ্রামে দাসে তৎসুত মহেন্দ্র। আদান মেহুগ্রাম মিত্র দেখি অনুবন্ধ॥
দ্বিপক্ষে সুফল যুতে হৃদয়রাম-সুতা। তেকু হাজরায় সম্প্রদান ভুবন-দুহিতা॥
সিংহের ঈশ্বর যজানে অপরা প্রদান। কৃষ্ণপ্রসাদ-সুত রাধাবল্লভে সম্মান॥
তৃতীয়া বৈকুণ্ঠবংশে রঘুনাথসুতে। আদ্যোপান্ত মাঝে না পাই করণ সমান যূথে॥
সুত গুলাপচন্দ্রসিংহ আদান কুলাই। রামকৃষ্ণে ধরমপুর তাজা গুটি দুই তিন পাই॥
গৌরীবংশে দেবীর অনু লিখি মুনিরাম। নিজের আদান বামুনীগ্রাম সাবলপুরে ধাম॥
দাসে ঘোষে গ্রহণবশে চারিপুত্র লেখি। রামশরণ কুঞ্জ ধীর ইষ্টচরণ দেখি॥
জ্যেষ্ঠ রামশরণসিংহ দত্তে গত চোঞা। হরিশনন্দিনী তায় অন্তে ঊর্দ্ধে বোঞা॥
কুঞ্জতে রসড়া পাই জগন্নাথ ধামে। পক্ষশেষে লক্ষ্মীনারায়ণ দাসে হাড়োগ্রামে॥
ধীরে ধারা স্থির দেখি লক্ষ্মণনন্দিনী। ইষ্টসিংহে চন্দ্রপাড়া কার্ত্তিকে অগ্রণী॥
প্রদান রামদেবসুতে দুর্ল্লভে সে গাড়া। পরে দেখি যাদু দাসে সেই চন্দ্রপাড়া॥
রামশরণে প্রদান চন্দ্রপাড়া গোপীনাথে। কুঞ্জসুতে কিনু দীনু রসিক তাথে॥
কুলাই হিদু বলাই রসিক কিনুর পুজি বিয়া। সভাই বোলে আদপাগলা ফিরে পরমান খাইয়া॥
ধীরে জগমোহনবংশ বদলে আদান। রামরাম-নন্দিনী খ্যাত কক্ষায় টিয়ান॥
প্রদান কুলাই দীপ্ত জগদীশ-সুতে। মুনিরাম সন্তানে করণ কারণ যূথে॥
বিনোদ বহড়ান সুত কৃষ্ণপ্রসাদ তায়। আদান জজান পাঁচথুপী রামকান্ত হাজরায়॥
সুত ফকিরচন্দ্র সিংহ তাথে চন্দ্রপাড়া। গঙ্গানারায়ণদাস সুতা প্রদান দেখি গাড়া॥
আনন্দীনন্দনে বাটী খোসালে প্রদান। সুতে বিন্ধারপুর সর্ব্বানন্দে অধিষ্ঠান॥
আদান নরম-প্রদান তেজা হরিশচন্দ্রসুতে। নির্দ্দোষ না হোক তবু পাই কক্ষ যূথে॥
গৌরীকান্তে বেদসুতে খ্যাত বিষ্ণুদাস। সুরূড়া পাইকপাড়া দাসে তনয় প্রকাশ॥
হরিবংশ মধুসূদন আদি পক্ষে পাই। হরিবংশে ষাটিতরা নাথরা মিশাই॥
মধুসূদনে বলরাম ঘোষ পঞ্চথুপী মাঝে। দ্বিপক্ষেতে হরেকৃষ্ণ কুশল বিরাজে॥

ভগবতীনন্দিনী হরেকৃষ্ণতে আদান। সুতা বলাই হাজরা সুতে খ্যাত ভগবান্‌ ॥
কুশল অনুজ পরশুরাম রত্নেশ্বর। পরশু বরকুণ্ডা পাঁচথুপী তারপর ॥
হরিবংশে বাণেশ্বর সীতারাম দুই। বাণেশ্বরে শুরুল্যা ঘোষ পরে দাস থুই ॥
সীতারাম মানকরে পরে ঝিল্লি জয়মিত্র। ত্রিপক্ষে চন্দন পর‍্যা হইলা পবিত্র ॥
অনুজা সুরূড়া দাসে বীরেশ্বরে দান। কেশরী সোমরি নাঞি এমন ধারা গান ॥৩॥

রাধাকৃষ্ণ পীতাম্বর হরিশ্চন্দ্র তিন দেখি। রাধাকৃষ্ণে বহড়ান দুই শেষে মিত্র লিখি ॥[৬]
পীতাম্বর সড়া জরা কল্যাণনন্দিনী। হরিশ্চন্দ্রে ভূপতি দাসে বৃন্দাবন গণি ॥
কালিকাপুরে কিশোরসিংহে করাড় বামদেবে। কেহ কয় কেহ নয় বোলে তারে এবে ॥
রাধাকৃষ্ণে ধারা চারি দুই পক্ষে দেখি। জ্যেষ্ঠ পক্ষে গোপীনাথ আনন্দীকে লেখি ॥
গোপীনাথে গড়াগাছা দামোদর-দাসে। দ্বিপক্ষেতে নেউগী বজান আদান ভর্গ্ভঘোষে ॥[৭]
দ্বিপক্ষে সুমেরে সদানন্দমিত্র-সুতা। ঝাড়ুশেখপাড়া ধন্য কাশ্যপ-দুহিতা ॥
সুতা সানন্দেতে দান দীপ্ত বিজু ঘোষে। ভুবি সুত রামচন্দ্রে পাটুলীতে শেষে ॥
বহড়ানে রামচন্দ্র পরে একব্বরপুরে। শচীনন্দন-দাসে দান শুন কুলবরে ॥
কাশ্যপান্ত ভাবে শান্ত আদ্যোপান্ত গায়। একা ব্রজঘোষ বলে ঢাকা নাঞি যায় ॥
গোপীতে শম্ভু পরমানন্দ দেখি দুই ধারা। সুমেরে চন্দ্রশেখরসিংহ গ্রহণগুণে সারা ॥
সুমের-সুতা দত্তবাটী ইন্দ্রমণিঘোষে। এখন আছে এক কন্যা কেমন করে শেষে ॥
গৌরীসুত বিষ্ণুদাসে শ্রীমধুসূদন। পীতাম্বরে কল্যাণতনয়া বিলক্ষণ ॥
সুত কালীচরণসিংহ বিজয়রাম। কালীচরণে গৌরীসুতা মল্লিকে বিশ্রাম ॥
বিজয়রামে পদ্মনাভ মল্লিকনন্দিনী। সুদাম সুতনাম্বিতে সুতা উচিত অগ্রগণি ॥
আদান প্রদান তুঙ্গ কালীর সুতে কড়ির খেলা। লিখন পড়ন ছাড়ি কালী ঘনশ্যামের চেলা ॥
সভার অনুজ বিষ্ণুসুতে হরেকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ। যাহার নন্দন তিন বঙ্গেতে উৎকৃষ্ট ॥
বিষ্ণুসুত কুশলে কৃষ্ণসুত শচী। না দেখি করণে তাজা কন্যায় অরুচি ॥
ভণে কুল কুলানন্দ করণ বলে ধন্য। করণে যে হোক কুল বংশে অগ্রগণ্য ॥ ৪ ॥

উক্ত কুলকারিকা অনুসারে পর পৃষ্ঠায় বংশলতা প্রদত্ত হইল, এই বংশলতা হইতে কারিকার অর্থ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

---

(৬) "জয় রাধাকৃষ্ণ সীতা হরিশ্চন্দ্র তিন।
রাধাকৃষ্ণে বহড়ান দুই শেষে মিত্র ক্ষীণ ॥" (পাঠান্তর)

(৭) "দ্বিপক্ষেতে নেউগী উজান আদান নবঘোষে।" (পাঠান্তর

১৬ মণ্ডল জীবধর সিংহ

১৭ সামন্ত লোহাগড় হাড়ো কুতূহল শ্রীকান্ত শম্বরারি সত্যবান্ চিত্রাঙ্গদ রুক্মাঙ্গদ অনিরুদ্ধ পঞ্চানন

১৮ কবিরাম ১৮ রামচন্দ্র অমর মাণিক গোবিন্দ

১৯ লোচন চক্রপাণি মকরন্দ ১৯ উদয় যাদব লক্ষ্মীকান্ত

২০ বল্লভ গৌরী গোপাল হরি ২০ গৌরীকান্ত কারফরমা (পাতণ্ডা) হরি

২১ গঙ্গারাম রামকৃষ্ণ পু গঙ্গাধর ২১ রঘুনাথ কাশীনাথ ২১ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুদাস

২২গোবিন্দ অভিমন্যু বনমালী মধু ২২ মহেশ গোপী দুর্গা শিব কল্যাণ ২৪ বলরাম

২৩ দয়ারাম গোপী হরি যাদব কাশী কৃষ্ণদেব গুরুপ্রসাদ ভিখারী রামকৃষ্ণ ২৫একু অনূপ

ভোলানাথ ২৬ যাদব রতন বীরু

২৪ বলরাম চামু ২৪ নয়ান কানু বীরু বৈকুণ্ঠ ২৭ প্রতাপ শুকদেব মুক্তারাম

দীপচন্দ্র

মণ্ডল জীবধরবংশ

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকায় আছে।

মণ্ডল জীবধরবংশ
২১ শ্রীকৃষ্ণ
২২ মুকুট
২২ দেবীরাম
২২ মুনরাম
বিনোদ
২৩ কিশোর
২৩ শুকদেব
জীবন
২৩ রামেশ্বর
ধীরনারায়ণ
২৪ কৃষ্ণরাম
২৪ দীননাথ
২৪ রামভদ্র
পার্ব্বতী
প্রসাদ
গৌরামোহন (?)
জগমোহন
২৫ বাবুরাম
২৫ জয়চন্দ্র
২৫ বল্লভাকান্ত
২৫ শঙ্কর
হরনারায়ণ
২৬ জয়রাম
২৬ নন্দদুলাল
জগন্নাথ
২৬ কৃষ্ণকান্ত
২৬ হরি
ব্রজমোহন
ভবানাচরণ
পঞ্চানন
রামরাম ২৭শ্যামরাম
২৭চন্দ্রশেখর
তারাদাস
চন্দ্রকান্ত
২৭পূর্ণানন্দ
গঙ্গাধর
২৭ কালীকান্ত
বেণীমাধব
কৈলাসচন্দ্র
২৮শিবরাম কৃষ্ণসুন্দর
২৮রামলাল কৃষ্ণলাল
২৮বিশ্বনাথ
কেদার
তারিণী
২৮ তারাকান্ত
যোগেন্দ্রচন্দ্র
কালাপদ
ননীগোপাল
২৯কৃষ্ণনাথ
ভুবনমোহন
লালমোহন
হরিমোহন
গোপাল
মোহিনী
২৯ সূর্য্যকান্ত
শ্রীশচন্দ্র
৩০তারিণীচরণ
ভূদেব
বলরাম
৩০ রামকমল
কৃষ্ণকমল
প্রফুল্লকমল
বিমলাকান্ত
২৯ঈশ্বরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শশীভূষণ শ্রীশচন্দ্র হরিশচন্দ্র
৩১নরেন্দ্র
দেবেন্দ্র
সুরেন্দ্র
৩০কুমারীশ
৩১ ক্ষিতীশ
মুণীন্দ্র
ধীরেন্দ্র
ফণীন্দ্র
রমেন্দ্র রতীন্দ্র রত্নেন্দ্র
৩৩ মেঘেন্দ্র
বিজয়েন্দ্র
সমরেন্দ্র
অমরেন্দ্র
জগদীন্দ্র

জীবধরের ধারা শ্রীকৃষ্ণবংশ।

এই বংশে ঈশান সিংহ জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গুস্করা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মাহাতা গ্রামে বাস করেন। তথায় কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। ঈশানের পুত্র বিশ্বম্ভর। তাঁহার তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণ, মধ্যম উদয়নারায়ণ ও কনিষ্ঠ প্রতাপনারায়ণ। সূর্য্যনারায়ণ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাক্তার হইয়া নানাস্থানে কার্য্য করিয়া শেষে পেনসন ও রায়বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে হাথুয়ার বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরের গার্জেন নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্র হাথুয়ার রাজ-উকীল হইয়া ছাপরায় রহিয়াছেন; মধ্যম যোগীন্দ্র, তৃতীয় নরেন্দ্র ও কনিষ্ঠ গোপাল। সুরেন্দ্রের ২টী পুত্র, তন্মধ্যে এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

উদয়নারায়ণ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার খাল বা কেনেল তাঁহারই কীর্ত্তি। উক্ত কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া কলিকাতা-করপোরেশন যখন কলিকাতায় প্রথম জলের কল হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে সহরের লেভেল লইবার ও পাইপ বসাইবার সম্পূর্ণ ভার দিয়াছিলেন। তদবধি জীবনকাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা-কর্পোরেশনের কার্য্য করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের ৬টী পুত্র,—জ্যেষ্ঠ কান্তিচন্দ্র, মধ্যম চারুচন্দ্র, তৃতীয় কৃষ্ণচন্দ্র, চতুর্থ কালিদাস, পঞ্চম রামচন্দ্র ও ষষ্ঠ রাধারমণ। চারুচন্দ্র কলিকাতা-মেডিকেল-কলেজের ডাক্তার ছিলেন, সম্প্রতি ঢাকা-মেডিকেল-স্কুলে রহিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। কালিদাসও ডাক্তার এবং রামদাস ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। প্রতাপনারায়ণও ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার পুত্রাদি নাই এবং পত্নীবিয়োগের পর হইতে এক্ষণে কেবল ইষ্টচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবংশে মুকুটের ধারায় কৃষ্ণনাথসিংহ শাণ্ডিল্যবংশে বিবাহ করিয়া প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মীরপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী আমলা-সদরপুর গ্রামে বাস করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, এজন্য বালিয়া রঘুনাথবংশ হইতে একটী বালককে আনাইয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বালকের নাম তারিণীচরণ রাখা হয়। তারিণীচরন সাবালক হইলে সদরপুরের শাণ্ডিল্যবংশের জ্ঞাতি পাটনা ভিখনা-পাহাড়ী-নিবাসী রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তারিণীচরণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু তারিণীচরণ উক্ত মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। তারিণী-চরণ বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মদক্ষ লোক ছিলেন এবং স্বীয় ক্ষমতায় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সহরমধ্যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারিণীচরণের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম দেবেন্দ্রনারায়ন ও কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনারায়ণ। নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ফণীন্দ্র, সুরেন্দ্রনারায়ণের বিজয় প্রভৃতি ৪ পুত্র। দেবেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে জীবিত আছেন।

জীবধর-শ্রীকৃষ্ণবংশে রাজেন্দ্র দিনাজপুরে রাজা রামনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন ও রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি উক্ত বংশ দিনাজপুরেই বাস করিতেছেন। মহেশচন্দ্র সিংহরায়ের তিনটী কন্যামাত্র, তাঁহার পুত্র নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহরায়ের চারি পুত্র ইন্দ্র, চারু, অনুকূল ও যোগীন্দ্র। ইন্দ্র পুলিস বিভাগে কার্য্য করেন। রাজেন্দ্র সিংহের ভ্রাতা রূপচন্দ্রও তৎসহ দিনাজপুরে বাস করেন। ঐ বংশে হরিশ্চন্দ্র সিংহের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে দিনাজপুর জেলার হেল্থ-অফিসারের কার্য্য করিতেছেন। রাজেন্দ্র সিংহের অপর ভ্রাতার পৌত্র উদয়চন্দ্র বিবাহ করিয়া জগদলে বাস করেন। [৮১ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

জীবধর শ্রীকৃষ্ণবংশে হরনারায়ণ সিংহ ভাগলপুরে মহাশয় পরেশনাথ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভবানীচরণ সিংহ প্রায় ১০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি পাইয়া ভাগলপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র বেণীমাধব সিংহ ও তৎপুত্র যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্র। মুনীন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র কন্যার বিবাহ পাঁচথুপীর সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিকের সহিত হইয়াছে। যোগীন্দ্রচন্দ্রের ঔরস পুত্র নাই। শ্রীশচন্দ্র সিংহ তাঁহার দত্তকপুত্র। বর্ত্তমানে ইনিই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া ভাগলপুরে বাস করিতেছেন। কান্দীর রাজা শরচ্চন্দ্র সিংহের পত্নী রাণী বসন্তকুমারী উক্ত বেণীমাধব সিংহের দৌহিত্রী।

বর্ত্তমানে কান্দী-জীবধরপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণবংশীয়গণ যাঁহারা বাস করিতেছেন তন্মধ্যে (১) সূর্য্যকান্ত সিংহের চারি পুত্র রামকমল, কৃষ্ণকমল, প্রফুল্লকমল ও বিমলাকান্ত। রামকমল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আফিসে কার্য্য করিতেছেন, কৃষ্ণকমল ডুমকা জেলার ইঞ্জিনিয়ার, প্রফুল্লকমল ভাগলপুর ট্রেণিং স্কুলের চিত্রকলার শিক্ষক। ইনি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। কনিষ্ঠটী ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্য হইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ আনিয়া কলিকাতায় ব্যবসায় করিয়া থাকেন। (২) ভবানীচরণের ভ্রাতা পঞ্চানন সিংহের পুত্র কৈলাসচন্দ্র সিংহ। ইঁহার দুইটী পুত্র। (৩) সারদাকণ্ঠ সিংহের পুত্র উমেশচন্দ্র সিংহ। ইঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ভাগলপুর সুলতানগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার, মধ্যম ভুবনমোহন ওরফে ভূতনাথ সিংহ, তৃতীয় তারাপদ সিংহ। সারদাকণ্ঠের চারিটী ভগিনী, তন্মধ্যে একটির বিবাহ ভাগলপুরে মহাশয় উমানাথ ঘোষের সহিত হইয়াছিল, সেজন্য উমেশ বাবু মহাশয়জীর এষ্টেট্ হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। (৪) গঙ্গাধর সিংহের পুত্র গোপালচন্দ্র সিংহ, সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র গৌরহরি সিংহ বর্ত্তমানে কান্দীর বাড়ীতে বাস করিতেছেন। গঙ্গাধর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র মোহিনীমোহন সিংহ যাজিগ্রামের লালবেহারী দাসচৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। গঙ্গাধর সিংহের মধ্যম সহোদর পূর্ণানন্দ (বিনাম পরশুরাম সিংহ) ভাগলপুরে মহাশয়জীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র কেদারেশ্বর, বিশ্বনাথ ও তারিণীপ্রসাদ ভাগলপুরেই বাস করিতেছেন। গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রকান্ত সিংহ

ভাগলপুরের মহাশয় শম্ভুনাথঘোষের কন্যা শিবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তদুপলক্ষে পূর্ণানন্দসিংহের ও গঙ্গাধরসিংহের বংশধরগণ মহাশয়জীর এষ্টেট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। (৫) ললিতমোহন সিংহের পুত্রগণ।

জীবধরবংশ বিষ্ণুদাসের ধারা।

শুকদেবসিংহ জীবধরবংশীয় বিষ্ণুদাসের ধারা সম্বন্ধে এইরূপ কুলপরিচয় দিয়াছেন—

"জীবে বিষ্ণু উভয় হাঁড়ি, সুরুড়া পত্তিপাড়ি। আগে দুই দুই সুতাসুত, দানে তুঙ্গ রাজ্য যূথ।
রঘুকুলে মাণিক মণি, বংশে হরি মধু মানি। বিষ্ণু শেষে পঞ্চ ধারা, দাসে যুগল দান খরা।
আশ্রয় মাগুরা পরে, সাটে খাটে মুকুট ঘরে। সুত হরিকিষণ নাম, কুশল পরে পরশুরাম।
জগন্নাথ রত্নেশ্বর, আগে পাছে দুই ধারাধর। হরিবংশে চারি বিয়া, আগে দুই সুদাসে দিয়া।
শ্রীবল্লভ সাটিতড়া ধাম, বংশে বেলুন সীতারাম। দান তিন কক্ষায় দেখি, পালটি জোড়া ঘোষে লিখি।
আনন্দী হাজরার কুলে, গোপাল সরস কুলে মূলে। একব্বরপুর দাসে ডাক, পার বগুলা বান্নুর থাক।
বৈকুণ্ঠ করণী মাঝে, রামচরণে গ্রহন সাজে। পক্ষ শেষে বহড়ান, মাঝে লিখি সাজা মান।
দান বহড়ান চলে সুখে, হাজরা রাজবল্লভ দুখে। সীতারামে তিন গ্রহন বটে, জোড়া কুড়া মোড়লঘাটে।
শেষে গোসাঞি ঝিল্লি দেবী, যজান ভাটো সিংহ সেবি। মধুসূদনে কক্ষ বড়, মণির বলে গ্রহণ দড়।
দানে ভবানী গয়তাবাসী, মধুর দান মধুরভাষী। ধারা রাধা বহে বড়, পীতাম্বর হর্ষ দড়।
রাধা হাসালে জীবের বাড়ী, * * * *
পাটুলি ভূপতি ঘোষে, এই তিনেতে রাধা হাসে। জীবে তুঙ্গ পীতাম্বর, হর্ষ লিখি তারপর।
পীতাম্বর কল্যাণ হাড়ি, দিগম্বরে সানন্দ বাড়ী। দান উচিতে সুদাম সুতে, ধারা চতুর কক্ষ পথে।
কালীচরণ মলুক নাম, কেবল পরে বিজয়রাম। কালী বিজয় লিখি জয়, মাঝের যুগল বংশক্ষয়।
আগে পাছে রাজার গ্রামে, গৌরী ক্ষুদ্র রাম বামে। বিবাহ হর্ষানন্দে ভূপতিসুতে, দাসে বামনি ছাতিনাতে।
দানে রসড়া ঠাকুরবংশ, হাজরাবাটী বাবুর অংশ। হরিকিষণে গ্রহণ বরা, ভগবতী যদু শম্ভু ধারা।
বেণী সানন্দে দান থ্ুই, কল্যাণে কন্যা নিধুই। শচীসুতে সানন্দেতে, দান তিন এই কক্ষপথে।
ধারা তিন নারায়ণ জ্যেষ্ঠ, গৌর বিহারী গ্রহণ শ্রেষ্ঠ। গুরণ্যা হেতু নারায়ণ মাটো, রাজমিত্র গ্রহণ খাটো।

চারি পুরুষে শুদ্ধ হাঁড়ি, হরিকিষণে যত্নর বাড়ী। বংশ যুগল তুঙ্গ জড়া, নন্দলাল ঘর নিখড়া।
সিদ্ধি গোপাল নন্দলাল, জয়মণি কুল দানে ভাল। মুরলী সানন্দে শুনি, হরিশ্চন্দ্রে গ্রহণ মানি।
সানন্দে গৌরাঙ্গ হাঁড়ি, যোগজীবন বল্লভবাড়ী। শচী ধারা কুবের শেষে, যুগল গ্রহণ যুগল দেশে।
পোষ্য পুত্র রাধাকান্ত, রাধা হটু সিদ্ধানন্দ। গৌর শেষে তুঙ্গ দান, শরণ সুতে রাধার মান।
বিহারী বেহার দাসে, চান্দপাড়া সবাই বাসে। সধর বংশ অংশ করণ, দীনদয়াল রাধাচরণ।
দীনদয়ালে রতনচাঁদ, মধুর সুতে সুতা দান। বিষ্ণু সুবুদ্ধি কুশল ভাষে, গুরলিয়া কৃষ্ণ গেলা শেষে।
শচী সনাতন যুগল ধারা, কটু বাসুতে শচী হারা। ঠেঙ্গাপুরা মোনাই শেষে, সনাতনে যজান ঘোষে।
ইতি কহিল করণ কুল, ভাব ভাষি ভাই তুলাতুল। জীবে বড় গৌরাঙ্গে বড়, পীতাম্বর হর্ষ দড়।
আগে হরিবংশ দানে ঢাক, বিহারী পরে নারায়ণ তাক। শেষে মধুর ডাক পাক, হরিবংশে মধুর পাক।
ডাকে বিহারী নারায়ণ পরে, কহিয়া দিল থরে থরে। সনাতন কুশল আসে, শচী অকুশল বাসু বাসে।
গোপী জড়া রাধা গেলে, পাইক সুমারে সুমের রল্যে। জীবে বিষ্ণু ভাব ইতি,
কহে শুদ্ধ ঘনুর নাতি।”

☞ উক্ত কারিকা অনুসারে বংশলতা ৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

তেলগড়িয়ার বাড়ী—জীবধর বিষ্ণুদাসের ধারা।

কান্দীর রাজবংশে হরেকৃষ্ণসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বেহারীসিংহ ও তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের ধারা এবং উক্ত বেহারী সিংহের তৃতীয় পুত্র রাধাচরণ সিংহ ও তৎপুত্র বিজয়গোবিন্দসিংহ হইতে তেলগড়িয়া-বাড়ীর ধারা চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ আছে যে, বিজয়গোবিন্দ একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক লালাবাবু নামে বিখ্যাত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে থাকিলে তৎপত্নী ও তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহ উক্ত বিজয়গোবিন্দসিংহের অত্যাচারের ভয়ে কান্দী ত্যাগ করিয়া পাইকপাড়ায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বিজয়গোবিন্দ সিংহ স্বীয় বাসের জন্য যে বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। উক্ত বাটী বর্ত্তমান কান্দীরাজবাটীর উত্তরে বিজয়বাগ নামে খ্যাত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমানে উক্ত বাটীতে বাস করেন না। তাঁহারা রাজবাটীর দক্ষিণাংশে যে বাটীতে বাস করিতেছেন, সে বাটীর নাম তেলগড়িয়ার বাড়ী। প্রবাদ যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তৈল রাখিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা “গড়ে”

মণ্ডল জীবধরবংশ—বিষ্ণুদাসের ধারা (উদ্ধৃত কুলকারিকা অনুসারে)
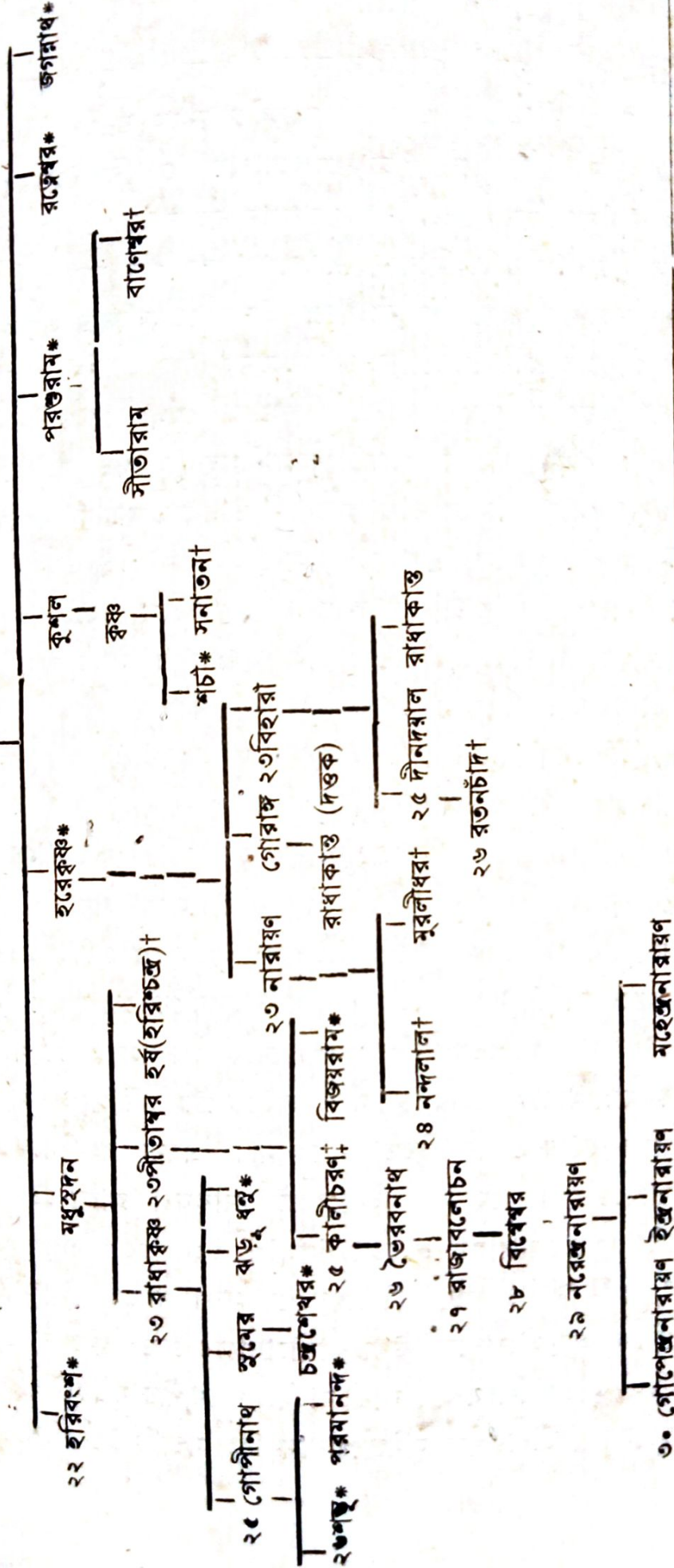
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত ঘটককেশরীর কারিকায় দৃষ্ট হয়।

† শুকদেব সিংহের কারিকায় এই নাম পর্য্যন্ত আছে।

‡ ইনি কুলাচার্য্য ঘনশ্যাম মিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে ঘটককেশরী লিখিয়াছেন—

"লিখন পড়ন ছাড়ি কালী ঘনশ্যামের চেলা"

(১) বিহারী সিংহের অধস্তন বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম কান্দী রাজবংশ বিবরণের শেষে প্রকাশিত বংশলতায় দ্রষ্টব্য।

প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইষ্টকমণ্ডিত উক্ত গড়িয়াটী বর্ত্তমান তেলগড়িয়ার বাটীর মধ্যেই ছিল।

বিজয়গোবিন্দসিংহের ৪টী পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মধ্যম কৃষ্ণমোহন, তৃতীয় রামমোহন ও কনিষ্ঠ লাড়লীমোহনকে রাখিয়া বিজয়গোবিন্দ পরলোকগত হন। রামমোহনের দুই পুত্র গৌরগোপাল ও নিতাইসুন্দর। কৃষ্ণমোহনের একটী মাত্র কন্যা ছিল। তাঁহারও পুত্রসন্তান হয় নাই, এজন্য কৃষ্ণমোহন গৌরগোপালকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরগোপালের পুত্র শরচ্চন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র এবং নিতাইসুন্দরের পুত্র হেমচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র বর্ত্তমানে তেলগড়িয়ার বাটীতে বাস ও শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ ঠাকুরের সেবা পরিচালনা করিতেছেন। বিজয়গোবিন্দসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ অনুপযুক্ত থাকায় তাঁহাদের অংশের জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত লাট কাশিমপুর এবং জেলা বীরভূম পরগণে স্বরূপসিংহের অন্তর্গত লাট তারাপুর রাজস্বদায়ে নীলাম হইয়া গেলে তৎকালে রাণী কাত্যায়নী তাঁহাদের অন্যান্য সম্পত্তি নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়াছিলেন এবং মূল সম্পত্তি অবিভাজ্য অবস্থায় পূর্ব্ব হইতেই এজমালী এষ্টেটভুক্ত ছিল। রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহ ও রাণী কাত্যায়নীর মৃত্যু হইলে বিজয়গোবিন্দসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র লাড়্লীমোহন সিংহ রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আজ কাল করিয়া কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব করিলে লাড়্লীমোহন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে সাড়ে তিন কোটী টাকার দাবিতে 'পপার' নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল অর্থশালী বিপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার আবশ্যক মত অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় মোকদ্দমাটী খারিজ হইয়া যায়। পরে মেটেবুরুজের তদানীন্তন নবাব বাহাদুরকে স্বীয় অবস্থা জানাইয়া লাড়লীমোহন তাঁহার সাহায্যে পুনর্ব্বার কলিকাতা হাইকোর্টে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করেন। বলা বাহুল্য, গৌরগোপাল ও নিতাইসুন্দর রাজ-এষ্টেট হইতে বৃত্তি পাইতেন বলিয়া এই মোকদ্দমায় পক্ষ হইতে সম্মত হন নাই। এবার মোকদ্দমার খরচের অভাব ছিল না। হাইকোর্টের ওরিজিনাল্ আদালতে কবে মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না। এজন্য পক্ষদিগকে নিয়ত এ বিষয়ের সংবাদ রাখিতে হয়। যে সময় হাইকোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল তখন লাড়্লীমোহন অনুপস্থিত থাকায় আদালত হইতে "Dismissed for non-appearance of the plaintiff" অর্থাৎ "বাদীর অনুপস্থিতি হেতু মোকদ্দমা খারিজ হইল" এইরূপ আদেশ হইল। এদিকে লাড়্লীমোহনের উপর কান্দীরাজাদের ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণের বিশেষ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। লাড়্লীমোহন আর কান্দী না গিয়া পাঁচথুপীর সন্নিকটে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে বাস করিলেন। তাঁহার পুত্র নৃসিংহগোপাল সিংহ সম্প্রতি উক্ত হরিশচন্দ্রপুরে বাস করিতেছেন।

বিষ্ণুদাসবংশে মনোমোহন সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা বালিয়ায় বাস করেন। মনোমোহনের পুত্র ব্রজনাথ ও তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র বালিয়ায় বাস করিয়া আসিতেছেন। মনোমোহনের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চানন ও নিতাইসুন্দর। পঞ্চানন ভাগলপুর জেলায় রাজাপুর এষ্টেটের একজন শরিক জমিদার গোপীমোহন ঘোষের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার চারিটী পুত্র, জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন, মধ্যম লাডলীমোহন, তৃতীয় মোহিনীমোহন ও কনিষ্ঠ রমণীমোহন। ইঁহারা সকলেই ভাগলপুরে বাস করিতেছেন। নিতাইসুন্দরের পুত্রগণ বালিয়ায় বাস করেন। বিষ্ণুদাসবংশীয় মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং রাসবেহারী সিংহের তিন পুত্র ম.ধ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যম পুত্র কান্তিচন্দ্রের বংশধরগণ ও কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ এক্ষণে কান্দীতে বাস করিতেছেন।

কান্দী ও পাইকপাড়ার রাজবংশ।

এক্ষণে কান্দী-রাজবংশ বলিলে কেবল মাত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বংশই বুঝাইয়া থাকে। জীবধরের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ বিষ্ণুদাসের ধারা বলিয়া এই বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন। জীবধরের অপর বংশধরগণ ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং নিরাবিল বলিয়া পরিগণিত হইলেও বিষয়সম্পদ হারাইয়া রাজোচিত সম্মান লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিষ্ণুদাসের সাত পুত্র— হরিবংশ, মধুসূদন, রত্নেশ্বর, কুশল, পরশুরাম, হরেকৃষ্ণ ও জগন্নাথ। ৬ষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ সিংহের বংশ হইতে বর্ত্তমান কান্দী বা পাইকপাড়া-রাজবংশের উৎপত্তি। ১০৫৭ বঙ্গাব্দে হরেকৃষ্ণের জন্ম। প্রথমে তিনি কান্দীতেই কুসীদজীবীর ব্যবসায় করিতেন, পরে রেশমের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। পরে তিনি ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বোয়ালিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবকে অনেক টাকা নজর দিয়া তিনি ঐ গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই গ্রাম আজও এই বংশের অধিকারে আছে। হরেকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিবারবর্গ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

বাঙ্গালা ১১৩২ সনে হরেকৃষ্ণ পরলোকগত হন। তিনি নারায়ণ, গৌরাঙ্গসুন্দর ও বিহারী এই তিন পুত্র রাখিয়া যান। মধ্যম পুত্র গৌরাঙ্গ বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি একজন কার্য্যদক্ষ ও দেবভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় চেষ্টায় তিনি বহু অর্থ ও ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লীর তৎকালীন বাদসাহ শাহ আলমের নিকট হইতে তিনি কান্দীতে রাধাবল্লভবিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চিরস্থায়ী সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। তিনি নবাবের এমতাজ মহলের কার্ণিসের অনুরূপ এক অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নবাবের আদেশে সেই অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া ফেলা হয়। ঐ ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। গৌরাঙ্গসুন্দরের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিহারীসিংহের

দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। বিহারীসিংহের অপর তিন পুত্রের নাম দীনদয়াল, রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দ। রাধাকান্ত বঙ্গাধিকারী মহাশয়দের অধীনে কার্য্য করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংরাজগণের বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তিকালে ইনি বহু প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইংরাজদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে সাএর মহল অর্পণ করেন ও হুগলীতে শুল্ক আদায়ের অধিকার দিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিতেন বলিয়া রাধাকান্ত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিষনয়নে পতিত হন। রাজা দুর্ল্লভরামের পরামর্শে তিনি নদীয়ায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন।

মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলে ক্লাইব রাধাকান্তকে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা দুর্ল্লভরামের সহিত রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও দেবসেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি কান্দীর ঠাকুরবাড়ীর উন্নতি সাধন করেন। ১১৬৮ সালে রাধাকান্ত অনেকগুলি গ্রাম ক্রয় করেন। ১১৭৮ সালে ঐ সকল গ্রাম এবং তৎসহ অপর চারি গ্রাম তিনি ৺রাধাবল্লভজীর নামে অর্পণ করেন। ১১৭৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দকে ৺রাধাবল্লভজীর সেবায়ত ও সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া যান।

রাধাচরণ সিংহ ১১৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১৩৪ সাল পর্য্যন্ত কান্দী হইতে কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। ১১৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র রামানন্দ ও বিজয়গোবিন্দ। তেলগড়িয়ার বিষ্ণুদাসের ধারা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দের নাম এদেশে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ নামেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ ১১৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বঙ্গাধিকারীর অধীনে বাদসাহের রাজস্ব সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা রাধাকান্তের অবসরগ্রহণের পরে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে তিনি কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতাগুণে তিনি ওয়ারেন-হেষ্টিংসের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ গবর্ণর জেনারেল হইলে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার দেওয়ান ও কাশিমবাজারের কান্তবাবু তাঁহার বাটীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষ প্রবল হইলে গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পদচ্যুত হন, কিন্তু কর্ণেল মন্‌সনের মৃত্যু হইলে গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর পুনর্ব্বার ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ানিপদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প শুনা যায়। গঙ্গাগোবিন্দ এক সময়ে কাজকর্ম্মের আশায় মুর্শিদাবাদে কান্তবাবুর পল্লীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

বাৎস্য-সিংহবংশ।]

এই সময়ে কান্তবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। একদিন কান্তবাবু হেষ্টিংসের জীবনরক্ষার বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলেন ও হেষ্টিংস্‌প্রদত্ত কাগজখানি তাঁহাকে দেখান। তখন হেষ্টিংস্ ভারতের গবর্ণর জেনারেল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া হেষ্টিংসের দর্শনমানসে কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতা আসিয়া তাঁহারা প্রতিদিন অপরাহ্নে লাটপ্রাসাদের ফটকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং হেষ্টিংস্ যখন ভ্রমণার্থ বাহির হইতেন তখন তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। কয়েকদিন এইরূপ করিলে একদিন হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া প্রতিদিন উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গঙ্গাগোবিন্দ কান্তবাবুর নিকট হইতে তল্লিখিত কাগজখানি লইয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। তখন সকল কথা হেষ্টিংসের মনে পড়িয়া গেল। তিনি কান্তবাবুকে নিজ বাটীর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং গঙ্গাগোবিন্দকে তাঁহার দপ্তরে মুহুরী নিযুক্ত করিলেন। এই সামান্য পদ হইতেই ক্রমে ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে গঙ্গাগোবিন্দ দেওয়ানী পদ এবং অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। শাসনকার্য্যে গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সহায়তাবলেই হেষ্টিংস্ এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংসের পর তাঁহাকেই দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দরবার অসাধ্য পুত্র অবাধ্য, কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।" ফলতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভয় করিতেন।

১১৪৮ সালে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার দত্তকপুত্র রাধানাথ ও কান্তনাথের মধ্যে যখন উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শেই হেষ্টিংস্ রাধানাথকে জমিদারী প্রদান করেন। গঙ্গাগোবিন্দ রাজার নাবালক অবস্থায় তাঁহার অভিভাবক ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ এদেশে সুপ্রসিদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত ও বহু রাজা মহারাজ ও জমিদার কান্দীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি রাখিবার জন্য এক একটী পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণকে অপরিমিত দান করা হইয়াছিল। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অসুস্থতাবশতঃ নিজে আসিতে না পারিয়া পুত্র শিবচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। দেওয়ানপ্রদত্ত সিধা শিবচন্দ্র ভিক্ষুকগণকে দান করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সিধা প্রদত্ত হইলে তাহাও তিনি ঐ ভাবে দান করেন। তৃতীয় বার সিধা প্রেরিত হইলে শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "দেওয়ানজি, এ যে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন।" গঙ্গাগোবিন্দ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "এ দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশী, কারণ এ যজ্ঞে শিবের আগমন হইয়াছে।" এ শ্রাদ্ধে গঙ্গাগোবিন্দ নিজ ভূস্বামী জামুয়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দানোৎসর্গকালে নিজ ব্যবহার্য্য দোশালা খুলিয়া আসনরূপে প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। শুনা যায়, এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশনকালে গঙ্গাগোবিন্দ স্বর্ণপাত্রে খোদিত লিপিদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে

নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সোণামুখীর পুরাণ-কথক গদাধর শিরোমণির কথকতা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার নিমিত্ত বহু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। তিনি কান্দীতে রাধাবল্লভের সেবা ও নিত্যভোগের বিরাট্-বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া হইয়াছেন। তিনি বিদ্বান্ পণ্ডিতগণকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ১২০৬ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ১১৬২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাধাকান্ত অপুত্রক হওয়ায় তিনি প্রাণকৃষ্ণকে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে কলিকাতা পিতার নিকটে কার্য্য শিক্ষা করিয়া পরে আজিমাবাদ বন্দোবস্তের সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নায়েবদেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকা কালে প্রাণকৃষ্ণ গোলাম আসরফ, রামচন্দ্র সিংহ এবং গোপী নাজির নামক তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, নবাব মজঃফরজঙ্গের নামীয় নকল ফৌজদারী দাখিলা সাহায্যে কোম্পানীর ট্রেজারি হইতে টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আনয়ন করেন। গোলাম আস্‌রফ্‌ও প্রাণকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পাল্টা অভিযোগ করেন। এই মোকদ্দমা বোর্ডের হাতে গেলে বোর্ড চার্ল্‌স্ উইল্কিন্স, জেম্‌স্ গ্রাণ্ট, জোনাথান্ ডান্‌কান্ ও জন্ হোয়াইটকে মোকদ্দমার তদন্তকারী নিযুক্ত করেন। ইঁহারা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া বোর্ডে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে গোপী নাজির নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন এবং রামচন্দ্র ও গোলাম আস্‌রফ্ অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ বীরভূম জেলার লাট শ্রীহাটী ও লাট জোবীর এবং নদীয়া জেলার বোগোয়ান পরগণার ৮০ আনা ও নলদী পরগণার ষোল আনা অংশ বোর্ড অব্‌ রেভিনিউয়ের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। পিতাপিতামহের ন্যায় প্রাণকৃষ্ণও দেবাতিথি পরায়ণ ছিলেন এবং নানাস্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ১২১৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্রই প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণচন্দ্র বা লালাবাবু। ইনি সংসারে অনাসক্তি ও ভগবৎপ্রেমের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই মহাত্মা ১১৮২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় ইনি বেশ মনোযোগী ছিলেন। ইনি সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কঠিন শ্লোকগুলি ইনি বেশ বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন। ইঁহার বদান্যতা বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পায়। একবার কন্যাদায়-গ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণচন্দ্র ১০০০৲ টাকা দান করিলে প্রাণকৃষ্ণ মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হন। কৃষ্ণচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজ ক্ষমতায় অর্থোপার্জ্জনমানসে বর্দ্ধমানে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদারী কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাপ্রদেশ ইংরাজের

অধিকৃত হইলে তিনি উড়িষ্যা-বন্দোবস্তের কার্য্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজুন, সায়ার ও চাব্বিসাকুদ প্রভৃতি পরগণা ক্রয় করেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার লাট বিশালাক্ষীপুরও ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান গমনের পর তিনি আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সম্পত্তি দেখা শুনা করিতেন। শোভাবাজারের রাজা ও জোড়াসাঁকোর সিংহবংশ ভিন্ন আর কোন বড় ঘরের সহিত মিশিতেন না। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের মাতা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার 'লালাবাবু' নাম রাখেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যজীবনে সংসারত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায় যে, একদা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জনৈক পরিচারিকা বলিয়া উঠে, "সন্ধ্যা হইল, বাস্‌নায় আগুন দিতে হইবে।" কথাগুলি কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, জীবনেরও সায়ংকাল উপস্থিত, সুতরাং বাসনার ইন্ধনে বৈরাগ্যরূপ অনল সংযোগ করিবার সময় আসিয়াছে। এই ঘটনার পরেই তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও চোরবাগানের নীলমণি বসুকে জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিবার ভার দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ভরতপুরের মহারাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক বাটীতে তিনি বাসস্থান স্থির করেন। তিনি ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দস্যুরা পথে ৩ লক্ষ টাকা অপহরণ করিয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে ৺কৃষ্ণচন্দ্রবিগ্রহ স্থাপন করিয়া বিগ্রহের জন্য এক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

লালাবাবুর মন্দির বৃন্দাবনে সর্ব্বোচ্চ মন্দির। ইহার একটী মাত্র চূড়া। ইহা পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের আদর্শে নির্ম্মিত। ইহার নাটমন্দিরটী অতীব সুন্দর এবং স্থাপত্য-শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দেবসেবা ও অতিথিসেবা তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। বৃন্দাবনে তাঁহার অসাধারণ দানের কথা ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সমগ্র উত্তরভারতের লোক লালাবাবুর জয়কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বিবিধ সদনুষ্ঠানকল্পে তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অনুপসহর পরগণা ও মথুরার কিয়দংশ খরিদ করেন। তিনি মথুরা জেলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃষভানুপুর (বর্সান), নন্দগ্রাম ও জাবটগ্রাম খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে রাধাকুণ্ডের চারিধার চুণার পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে দেবগৃহনির্ম্মাণকালে রাজপুতানার এক রাজা প্রস্তর ও মর্ম্মর প্রদান করিয়া লালাবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ রাজার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। রাজা সম্মতিপ্রদানে ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করায় দিল্লীর তৎকালীন বৃটিশ রেসিডেণ্ট সার চাল্‌স্ মেটকাফ সন্দেহ করেন যে, লালাবাবুর পরামর্শেই রাজা এরূপ বিলম্ব করিতেছেন। তিনি লালাবাবুকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে লইয়া চলিলেন। প্রায় দশ-

সহস্র লোক লালাবাবুর অনুগমন করিল। লালাবাবুর লোকপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিলে মেটকাফের ফার্সিনবীশ মহুরী শান্তিপুরনিবাসী দেবীপ্রসাদ রায় ও অপরাপর সকলে লালাবাবুর সংসারত্যাগ ও ধর্ম্মপ্রবণতার কথা সাহেবকে নিবেদন করিলেন। সাহেব লালাবাবুকে ডাকাইয়া লইলেন এবং তাঁহার নির্দ্দোষিতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মহারাণীর দেওয়ানী কার্য্য প্রদান করিতে চাহিলেন। লালাবাবু বলিলেন, "আমি বহুদিন মানবের দাসত্ব করিয়া আসিতেছি, এখন ভগবানের দাসত্বকার্য্যেই আমার মনপ্রাণ অনুরক্ত।" পরদিন মেটকাফ সাহেব লালাবাবুকে দিল্লীর বাদসাহের একজন বিশ্বাসী প্রজা ও উপকারী ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন। বাদসাহ তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করিতে চাহিলে তিনি সেই উচ্চ সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া ত্যাগ ও তেজস্বিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। এক মাস পরে তিনি যখন মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মথুরাবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না।

গোবর্দ্ধনের পরম ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজীকে লালাবাবু গুরু নির্ব্বাচন করেন। পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর বৈরাগ্যবিনয়াদি গুণের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। একদিবস লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে গিয়া দীক্ষাগ্রহণে অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এইবার গুরুশিষ্যের পরীক্ষা। উভয়েই উভয়ের বিষয় একপ্রকার অবগত আছেন, অথচ এই প্রথম আলাপ। কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিয়া অতি দীন ও করুণবচনে কহিলেন, "বাবা! তোমার দীক্ষাগ্রহণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আরও কিছুদিন বিলম্ব কর।" বাবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া লালাবাবু দুঃখিত হইয়া নিজ ত্রুটি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি ত' সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছি। দিনান্তে নিজ ঠাকুরবাড়ীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করিতেছি। আমার দীক্ষার এখনও বিলম্ব আছে। কি দুর্ভাগ্য আমার!" অনন্তর নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "অহো! আমার এখনও অহংজ্ঞান যায় নাই। 'আমার ঠাকুর,' 'আমার ব্যয়নিষ্পন্ন ঠাকুরের প্রসাদ'—এই 'আমার আমার' জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়াছে। যথার্থই আমার দীক্ষাগ্রহণে বিলম্ব আছে।" লালাবাবু সেই মুহূর্ত্তে নিজ ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদভোজন ত্যাগ করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন অহংজ্ঞান হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল, তখন একদিন ধীরে ধীরে বাবাজীর চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়া দীনকরুণভাবে পুনর্ব্বার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এবার বাবাজী নিশ্চয়ই তাঁহাকে করুণা করিবেন। বাবাজী তাঁহাকে সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুরবচনে বলিলেন, "বাবা! তোমার দীক্ষাগ্রহণের এখনও একটু বিলম্ব আছে।" লালাবাবু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে নীরবে অধোমুখে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি দোষে তিনি বাবাজীর কৃপা-

লাভে বঞ্চিত হইলেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি ত' অহঙ্কার ও বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, শেঠবাবুদের কুঞ্জে ত' তিনি ভিক্ষার্থ গমন করিতে পারেন নাই। শেঠবাবুরা জয়পুরের মহাধনী জমিদার ও মহাভক্ত ছিলেন। বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। জমিদারী সম্পর্কে ইঁহাদের সহিত লালাবাবুর বহুদিন হইতে ঘোর মনোমালিন্য ও বিবাদ ছিল। যে মুহূর্ত্তে লালাবাবু নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলেন, তখনই তাঁহার অভিমান ও বিদ্বেষবুদ্ধি পলায়ন করিল। তিনি মনে মনে শান্তি অনুভব করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নে যমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনহীন কাঙ্গালবেশে তিনি শেঠ বাবুদের কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। প্রভুগণের বিরক্তিভয়ে তাহারা কিছু বলিতেও পারিতেছিল না, বিনানু-মতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিল না। দৈবক্রমে শেঠবাবুদের কর্ত্তা ঠাকুরবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, সত্যসত্যই লালাবাবু উপস্থিত। তাঁহার শত্রুভাব এককালে অন্তর্হিত হইল। মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালা-বাবুর চরণে পতিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লালাবাবুও অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শেঠজী লালাবাবুকে প্রসাদ ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি মাধুকরীব্রত ভঙ্গ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা শেঠজী মাধুকরী দিতে আদেশ করিলেন। এইভাবে দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া প্রেমের দ্বারা ঘোর শত্রুকে পরম মিত্র করিয়া কুঞ্জের বহির্দ্বারে আসিয়াই লালাবাবু সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজীকে দর্শন করিলেন। অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া বাবাজীর চরণে পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে উঠাইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"

লালাবাবু শেষজীবনে বৃন্দাবনে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই যোগী ছিলেন। শুনা যায়, তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিবার পর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য এবং তাঁহার অপরিসীম দানশীলতা তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও তিনি সংসারের যাবতীয় বন্ধন কাটাইয়া দীনাতিদীন ভাবে পরমার্থচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। দীনদুঃখীদিগের দানে এবং সেবা ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন।

প্রবাদ আছে, সিন্ধিয়ার সেনাপতি পরকজী লালাবাবুর দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি সেনাপতিকে বলিয়া পাঠান যে, তিনি যদি সন্ন্যাসীর বেশে আসেন, তবে তাঁহার সহিত দেখা

হইতে পারে। পরকজী অবসর লইয়া বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু লালাবাবুর এইরূপ কথায় নিরস্ত হন। গোয়ালিয়রের মহারাণী লালাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেও তিনি ঐরূপ ভাবে অস্বীকার করেন। মহারাণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিরুপায় ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়নকালে তাঁহার অশ্বপদাঘাতে লালাবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মহারাণী তজ্জন্য চিরদিন অনুতাপ করিয়াছিলেন।

১২২৮ বঙ্গাব্দে লালাবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণ তখন মাত্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক। শ্রীনারায়ণের মাতা রাণী কাত্যায়ণী তাঁহার অভিভাবক হইয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তৎপরে রেভেনিউ বোর্ড বাবু ভগবান্‌চন্দ্র বসুকে এই সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। রাণী কাত্যায়ণীও অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরোপকারার্থ তিনি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কাশীপুরের গোপালজী-ঠাকুরবাটী তাঁহারই স্থাপিত। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বেলুড়ের বাটীতে অন্নমেরু ও তুলাদান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তুলাদানে নিজ ওজনের পরিমাণ সুবর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করেন।

শ্রীনারায়ণ ১২১৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থূলকায় ছিলেন। গীতবাদ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে কান্দী ঠাকুরবাড়ীর ঐক্যতানবাদন এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্রীনারায়ণ হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহার সময়ে কান্দী ঠাকুরবাড়ীতে রাসোৎসব উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ ও দানাদি অনুষ্ঠিত হইত। অনেক মূল্যবান্ সম্পত্তি তাঁহার সময়ে ক্রয় করা হয়। তিনি তিন লক্ষ টাকা দিয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত ভুলুয়া পরগণা ক্রয় করেন। ঐ সম্পত্তির সিকি অংশের মালিক গঙ্গাগোবিন্দ। অবশিষ্ট বার আনা অংশ বাকী রাজস্বের দায়ে বিক্রয় হইলে শ্রীনারায়ণ উহা ক্রয় করেন, কিন্তু কমিশনার উক্ত বিক্রয় অগ্রাহ্য করিয়া দেন। নোয়াখালীর কালেক্টর মিঃ হ্যালিডে পুনর্ব্বার ঐ অংশ নিলাম করেন। শ্রীনারায়ণ তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট প্রাপ্য ৩ লক্ষ টাকা হইতে রাণী কাত্যায়ণী হুগলীর লাট জগদীশপুর ক্রয় করেন। তিনি বাগবাজার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নিকট হইতে নোয়াখালী জেলাস্থ পরগণা অমরাবাদের দশ আনা অংশও ক্রয় করেন।

১২৪৮ বঙ্গাব্দে শ্রীনারায়ণ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। জ্যেষ্ঠা পত্নী তারাসুন্দরী প্রতাপচন্দ্রকে ও কনিষ্ঠা পত্নী করুণাময়ী ঈশ্বরচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় রাজা প্রতাপচন্দ্রও বদান্য ও মহানুভব ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে ৫০ হাজার টাকা এবং হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে ২৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই যত্নে কান্দী-স্কুল স্থাপিত হয়। বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

বহু বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্যলাভ করিয়াছিল। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গনাট্যকলার উন্নতিকল্পে তিনি ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নেই বেলগাছিয়ার নাট্যসম্মিলনী স্থাপিত হয়।

রাজা প্রতাপচন্দ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্, এগ্রিকাল্‌চার্যাল্ সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী, ডালহৌসি ইন্‌ষ্টিটিউট, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটী প্রভৃতি বহু প্রকাশ্য সভা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিতেন, এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ অর্থসাহায্যও করিতেন। অপরাধীর বেত্রদণ্ড নিষেধ প্রস্তাব, মফঃস্বল ফৌজদারী আদালতের সীমাবৃদ্ধিবিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি অনেক প্রকাশ্য ব্যাপারে তিনি চিন্তাশীলতা ও সুযুক্তির পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনি অন্যতম প্রথম সদস্য হইয়াছিলেন। ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ ধার্য্য করিবার কথা হইলে সার্‌জন্ পিটার্ গ্রাণ্ট কার্য্যসৌকার্য্যার্থে তাঁহাকে ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নানা সদ্‌গুণের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ-রূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে প্রতাপচন্দ্র চারি পুত্র গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার যত্নে বেলগাছিয়া-বাগানে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় করেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় সরল ও সুন্দর ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি বহু টাকা এবং স্বীয় প্রজা দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র ইন্দ্রচন্দ্র ও এক কন্যা কৃষ্ণকামিনী। রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া এষ্টেট ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল।

কুমার গিরিশচন্দ্র বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র অল্পবয়সে পরলোকগমন করেন। রাজা পূর্ণচন্দ্র একজন বিদ্বান্ ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতা এবং গীতবাদ্য ভালবাসিতেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি, ইন্দ্রচন্দ্র ও কান্তিচন্দ্র দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকার হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার ১ম পুত্র সতীশচন্দ্র অপুত্রক

অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার ২য় পুত্রকে কুমার গিরিশচন্দ্রের পত্নী দত্তক গ্রহণ করেন।

কুমার কান্তিচন্দ্র একজন বড় খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

কুমার ইন্দ্রচন্দ্র ১২৬৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধারকল্পে বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 'কল্যাণমঞ্জুষা' নামে তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক খানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শস্বরূপা প্রথমা পত্নী একটী কন্যা রাখিয়া সধবাবস্থায় ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ তাঁহার কন্যা সরস্বতীদেবীকে দিয়া যান। তাঁহার ২য়া পত্নী অরুণচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। পাঁচথুপীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিকের সহিত সরস্বতীর বিবাহ হয়। সরস্বতী সত্যেন্দ্র নামে পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্বামী শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক তদীয় স্মৃতি-রক্ষাকল্পে নিজগ্রাম পাঁচথুপীতে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কুমার ইন্দ্রচন্দ্র গোঁড়া হিন্দুগণের সমুদ্রযাত্রা নিষেধের প্রতিবাদ জন্য বহু বড় বড় পণ্ডিত এবং কায়স্থগণের এক সভা আহ্বান করিয়া তথায় প্রকাশ্যভাবে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এবং বর্ত্তমান যুগে উন্নতিশীল হইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ এবং কায়স্থ সমাজ তাঁহার যুক্তিতে কর্ণপাত না করায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র শেষজীবনে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া বোধানন্দনাথস্বামী নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রচন্দ্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে অল্পবয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন স্বাধীনচেতা, অকপট, উন্নতহৃদয়, বদান্য পুরুষকে হারাইয়াছেন।

কুমার অরুণচন্দ্র একজন শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি শিক্ষার জন্য উত্তররাঢ়ীয় হিতকরী সভার হস্তে প্রতি বৎসর বহু টাকা সাহায্যদান করিতেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কুমার শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে কান্দী-রাজবংশের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তিনি ফটোগ্রাফি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। কাশীপুর-ঠাকুরবাটী, কান্দী-রাজবাটী এবং সুদৃশ্য বেলগাছিয়া ভিলা প্রভৃতি তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের উন্নতির জন্য তিনি দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুরের রায় সাহেব, ভাগলপুরের মহাশয়জী, বাঁকীপুরের পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম-এ, বি-এল্ এবং সমাজের

রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

অপর কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া "উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করেন।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ অধ্যাপক অস্কার ব্রাউনিং "বেলগাছিয়া ভিলা"র বিখ্যাত চিত্রশালা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভারতভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থে এই চিত্রশালার এবং উদ্যানের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই সকল দুষ্প্রাপ্য এবং বিখ্যাত চিত্র কুমার শরচ্চন্দ্রের ললিতকলানুরাগ প্রকাশ করিতেছে।

কুমার দেশভ্রমণের এবং তীর্থদর্শনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভারতের প্রায় যাবতীয় তীর্থ ও প্রধান স্থান একাধিকবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভ্রমণে তাঁহার উৎসাহ এরূপ প্রবল যে তিনি তাঁহার প্রথমবার পুরীযাত্রাকালে "সারজন্ লরেন্স" নামক একখানি সম্পূর্ণ ষ্টীমারই নিজে ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা'র সভাপতি হইয়াছিলেন।

কুমার শরচ্চন্দ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র ইং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সমরঋণে গবর্ণমেণ্টকে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং 'ক্যাল্‌কাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল্ মেডিসিন্'এ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১২২৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র ফটোগ্রাফি, উদ্যান-রচনা প্রভৃতিতে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কলিকাতায় আগমনকালে তাঁহাকে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পেজ মনোনীত করিয়াছিলেন।

কুমার শরচ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুমার জিতেন্দ্রনাথ। তিনি সরলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়সেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্রের পোষ্যপুত্র কুমার জগদীশচন্দ্র ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্রের পত্নী তাঁহাকে দত্তকগ্রহণ করেন।

রাজা পূর্ণচন্দ্রসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ ইংরাজী ১৮৭৫ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক সকল প্রকার শিল্পোন্নতিবিধায়ক আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনিও রাজবংশের গৌরবরক্ষা করিয়াছেন। তিনি "ভারত-সঙ্গীত-সমাজের" একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার যত্নেই "ভারত-সঙ্গীত-সমাজের" উন্নতি হইয়াছিল। ইহার সুদৃশ্য নাট্যভবন, বহুমূল্য বেশভূষা, মনোহর দৃশ্যাবলী—এক কথায় রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারের সৌকর্য্য ও উৎকর্ষ তাঁহারই প্রতিভা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মহারাজ স্যার সয়াজী রাও গাইকোবাড় জি, সি, আই-ই, বাহাদুরের অভ্যর্থনা

উপলক্ষে কাশ্মীরী শাল-বিলম্বিত এই সঙ্গীত সমাজ ভবনে যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়কলা এবং বর্ত্তমান যুগের নাটকাদর্শের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজের নাট্যবিভাগীয় সদস্যবর্গ বঙ্গের অভিজাত শ্রেষ্ঠগণের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইতেন।

কুমার সতীশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট নাটকাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীত-সমাজে অভিনয়ের জন্য তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ", বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "মৃণালিনী" প্রভৃতি পুস্তক নাটকাকারে প্রস্তত করেন। এই সকল নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া সকলেই কুমারের লিপিকুশলতার বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কুমার শ্রীশচন্দ্র তাঁহার পিতা কুমার গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত কান্দী-দাতব্য-চিকিৎসালয়ে বহু অর্থ দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কুমার শ্রীশচন্দ্রের পুত্র কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি যেরূপ সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, লালাবাবুর পর এই বংশে আর কাহারও সেরূপ দেখা যায় নাই। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'লালাবাবুর অবতার' বলিয়া মনে করেন। তিনি নিজ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে শিক্ষাবিস্তারকল্পে, গবর্মেণ্টের সকল সদনুষ্ঠানে এবং নানাপ্রকারে অজস্র দান করিয়া অল্প বয়সে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাট্ প্রথমে তাঁহাকে M. B. E. পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে 'গুণরত্নাকর' উপাধি লাভ করেন। ১৩২৭ সালে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আপন পাইকপাড়া-রাজবাটীতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ২১এ ও ২২এ জ্যৈষ্ঠ, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশন ও নিখিলবঙ্গীয় কায়স্থসম্মেলন" আহ্বান করিয়া স্বজাতির নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার 'রাজোপাধি' লাভের পর কান্দিতে একটী জাতীয় মহাসভা এবং সেই সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার কথা হয়, তদুপলক্ষে কান্দিতে বিরাট আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ১৩২৯ সাল ১৭ই কার্ত্তিক ধার্য্য দিনে পাইকপাড়া-রাজবাটীতে তিনি অকালে দেহত্যাগ করায় সমগ্র স্বজাতির হৃদয়ে শোকশেল বিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার তিন পুত্র বিমল, অমরেশ ও বৃন্দাবন।

[পর পৃষ্ঠায় এই রাজবংশের বংশলতা দেওয়া হইল।]

কান্দী ও পাইকপাড়ার রাজবংশ

---
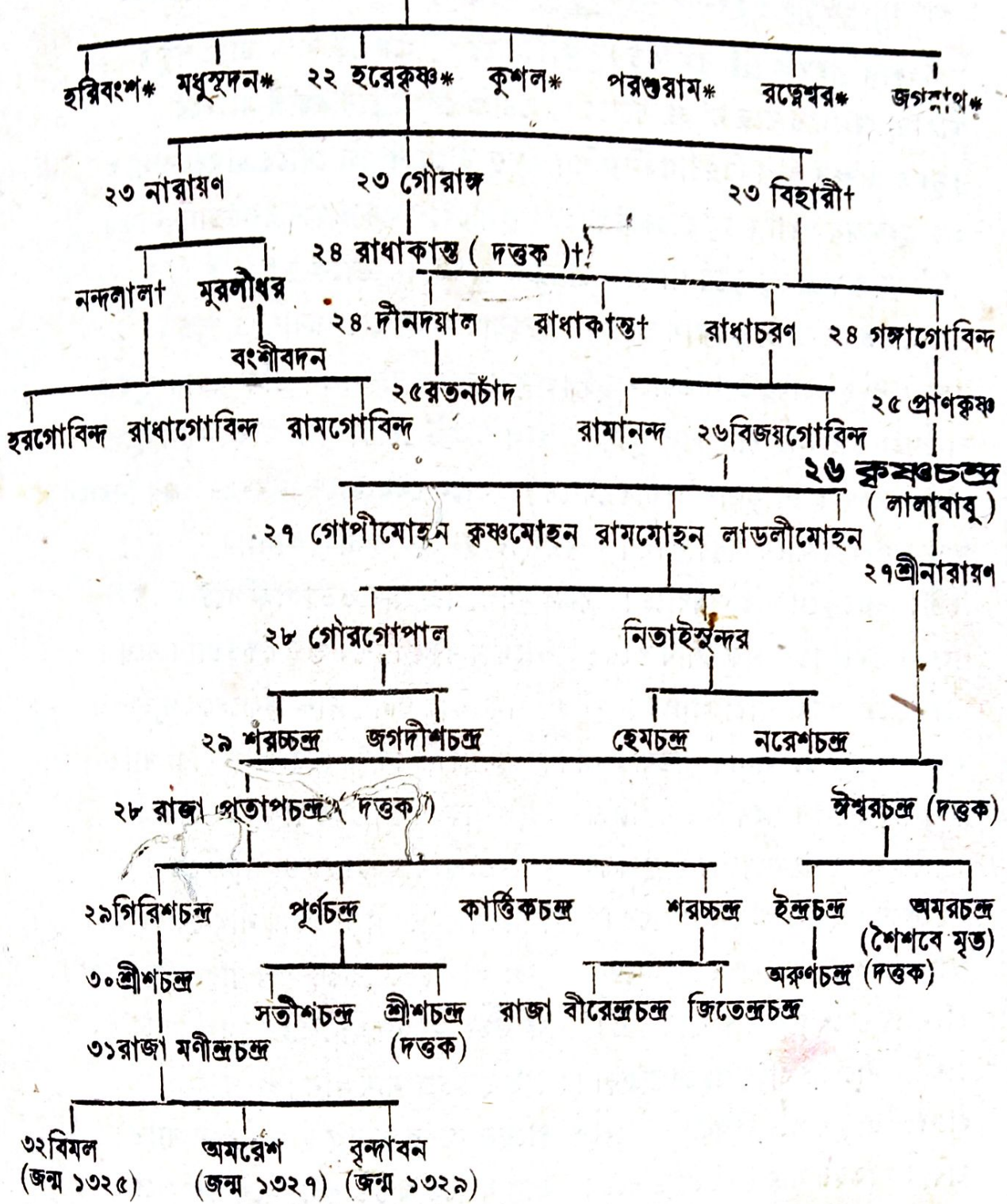
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত ঘটককেশরীর কারিকায় দৃষ্ট হয়।

† শুকদেবসিংহের কারিকায় চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত আছে।

জীবধর পুত্র কুতূহলের বংশ

ঘনশ্যাম জীবধর-পুত্র কুতুহলের এইরূপ বংশ ও কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"জীবকুলি বীরস্থলি পুষ্ট পুত্র কটু। সারাসারে থুবিজোড়ে আস ভাসা পটু॥
অযোগ্য যোগ্যের ঘরে না হয় সাদরে। তেঞি সে হেতু বীরস্থলি নয়াদরে॥
কুতুহল জীবধর কুলে রিওরাগ নিকশি। ঘনু ভাষে পালটী দোষে মালদহবাসী॥
ধারা যুগনন্দন পরায়ণ রঘু হরিরাম। রঘু কুলাবেশে লুক্যা ধরে কৈটভারি নাম॥
গরিষ্ঠ যুগল ধারা রঘু কুলে পাই। রামকৃষ্ণ রামজীবন ডাকে দুই ভাই॥
বিতরণে তনয়া ডাক কৃষ্ণদাস সুতে। হাজরায় কমল ধারা রমাপতি যুতে॥
রতন ধারা হরিরামসুত অভিরামে দুই। কুল যুগলে দান তিন ডাক সরসে থুই॥
রামকৃষ্ণসুতায় কহি দান ভাল কুলে। ভাল পালটি ঘোষে পাঁচ ডাক সরসি মূলে॥
জীবনে গ্রহণ তাজা কুলাই রাজীব ঘোষে। দানে মেঘ ছাঁদে শিবশরে পঞ্জর নিবাসে॥
জীবনে জয়রাম নামে গ্রহণ যুগল। মিত্রপুরে মুলসুত পশ্চাদ্ আগল॥
দ্বিতীয়ে বল্লভকুলে হরি অশ্বঘাটে। নেত্র যুগল ধারা পঞ্চ উভয় পক্ষ বটে॥
পক্ষাদি তনয়া তিন এক লিখি পরে। আগে মণিকুলে শিব শুভ কৈটভারি ঘরে॥
পরে বল্লভে শিবের ধারা বাগজানা দুই। পক্ষশেষে জটায় ছান্দ কৃষ্ণদেবে থুই॥
আদি কাশী হরিরাম নাম পূতিষান্ত নাথ। কৃপারাম গোবিন্দ জয় পঞ্চ ধারা খ্যাত॥
কাশীনাথ হলধরে গ্রহণ নিবাস পঞ্জরে। সুত এক কালীচরণ দান তিন পরে॥
মণি কৈটভারিতে নরোত্তম দীপু করে বড়। বংশী গাঁয় কানুসুত পাটুলিতে দড়॥
জগৎকুলে পদ্মনাভ লাভ ভালবাসে। কালীচরণ গৌরীপাড়া জটায় নাথ ঘোষে॥
সুতে শূন্য সুতা এক রাজা রমানাথে। আহা কালীচরণে করণ দীপ্ত ধারা নাই তাথে॥
হরিনাথে মেঘে অর্ক দণ্ড করে জটা। পক্ষ উভয় আত্মজ হীন গ্রহণ যুগল গোটা॥
রামনাথ দাসেতে গ্রহণ পঞ্জরে সুরুড়া। সুত কৃষ্ণচন্দ্র নাম দান তিন খড়া॥
হাজরায় রঘুকুল ঘরে বিশ্বনাথ। দেশে আছেন কুবির কুলাই হালহাসিলে খ্যাত॥
মণিকুলে কিঙ্কর নাম কৈটভারি ঘরে। ভাল মণিতে খচিত কুল লিখে পূর্ব্ব পরে॥
কৃপারামে রুক্মাঙ্গদ গাঞি ডাকে রসড়া। হরিহরেতে ঘোড়াঘাট হস্তপদ খোড়া॥
বংশধরসুতসুতা যুগল যুগল ঘরে। গোবিন্দে জটায় দর্প ধারা এক পরে॥
রঘুর মণিচয় রতনে হরি শ্রীকুল শ্রীমোলে। বংশীবদনে কমলনয়নে বেণী জটা দোলে॥
জীবধরে বসন্ত নিকষ ঘনুর আছে ভাষা। পরে বাছনি করিতে বংশ শুদ্ধ করে আশা॥
জয়রামেতে গ্রহণ যুগল আর ঘোষে। তায় আদি পক্ষ নিরাবিল নিকষ ভাব শেষে॥
পূর্ব্বাপর দোষে নাই করণ বিশেষ। আহা গুপ্তরূপে হেলোকুল নিবাস বিদেশে॥
কিন্তু কৃপারামে ধন্দদোষ লিখি যে গরিষ্ঠ। রাজা প্রাণনাথ যার তরে দিল যুগল ইষ্ট॥

জীবধর পুত্র কুতূহলের ধারা
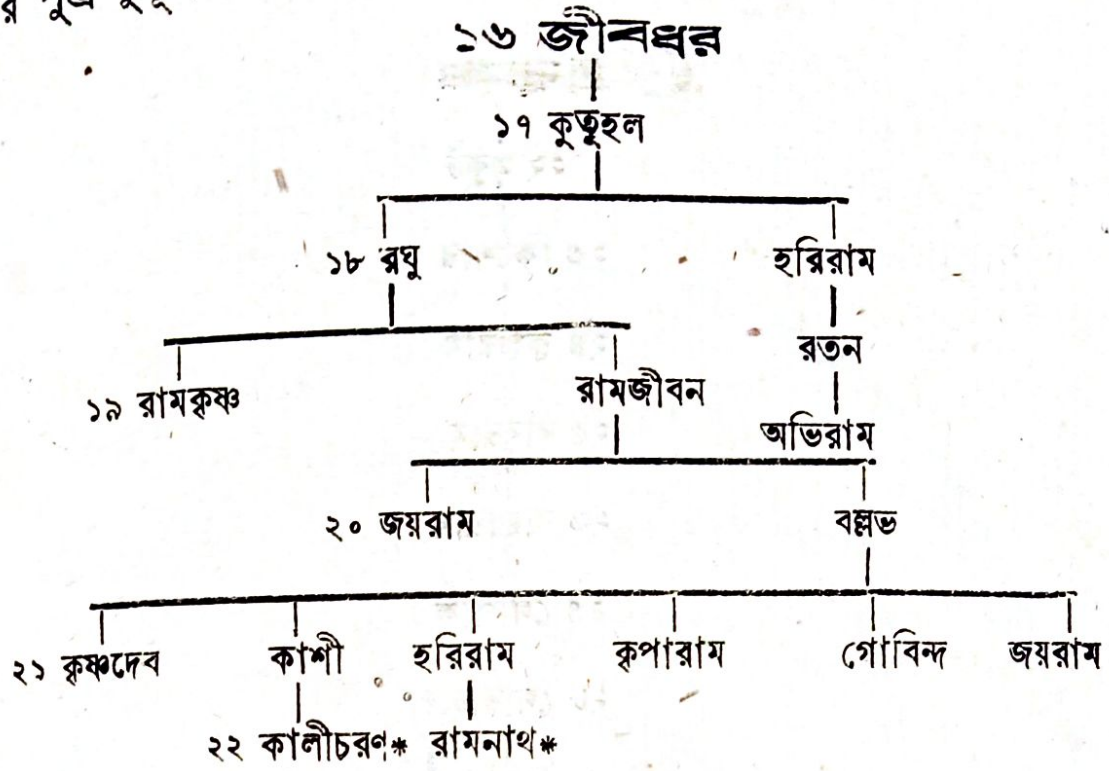
জীবধর পুত্র রুক্মাঙ্গদের ধারা
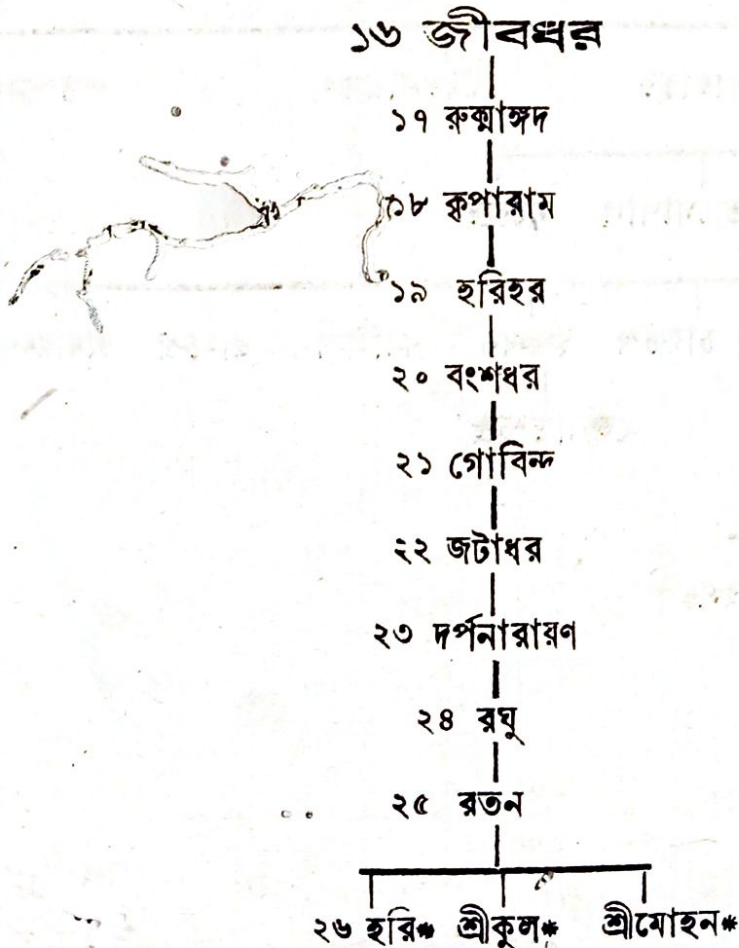
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকালিকায় পাওয়া যায়।

জীবধর-বংশ—বাস মাহাতা
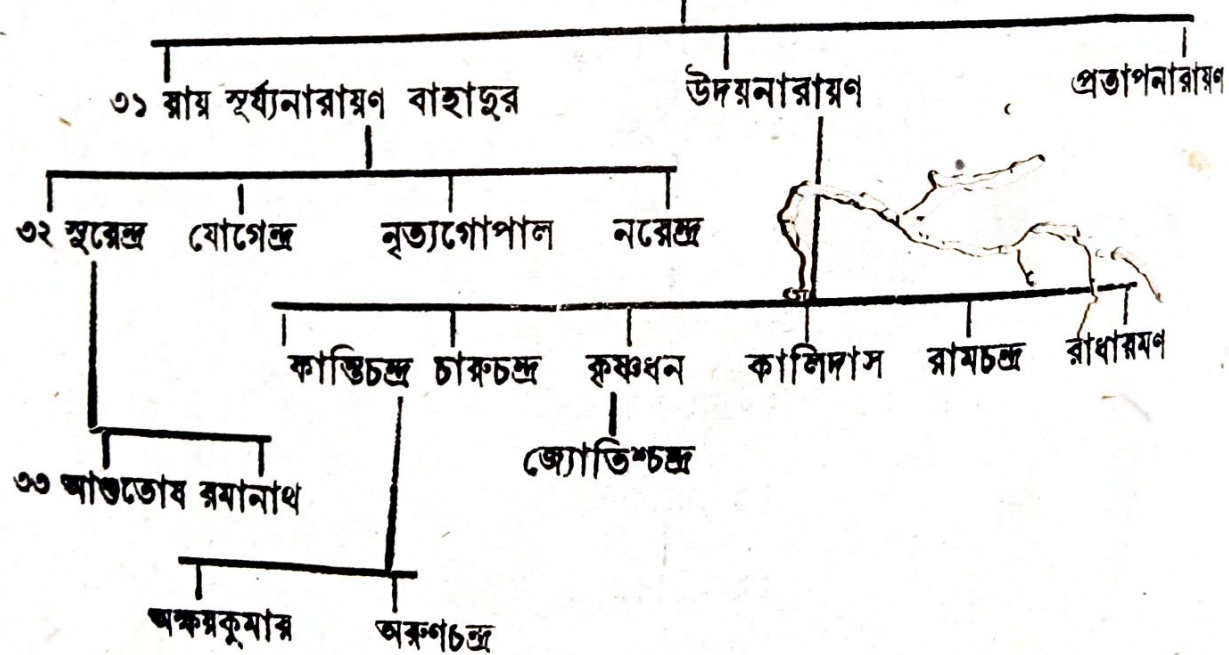
কাপ্তেন শ্রীযুক্ত রমানাথ সিংহ এম, বি।

প্রভাকর--বংশ

কুলপঞ্জিকায় প্রভাকরের এইরূপ পরিচয় আছে—

"ষট্ তে গণপতেঃ পুত্রাঃ প্রসিদ্ধা বংশকৃদ্বরাঃ। জাতাঃ সিংহকুলে সিংহা যথা গঙ্গা সরিৎকুলে॥
জ্যেষ্ঠো জীবধরঃ শ্রীমান্ মণ্ডলো রাঢ়মণ্ডলে। শ্রেষ্ঠঃ প্রভাকরো জ্ঞেয়ঃ করণোৎকর্ষহেতুনা॥
নামভ্যামেতয়োঃ খণ্ডে গ্রামস্য দ্বে বভূবতুঃ। উত্তরস্থং কনিষ্ঠস্য জ্যেষ্ঠস্য দক্ষিণস্থিতম্॥
দ্বিতীয়স্যাং স্ত্রিয়াং পুত্রৌ নারদো মধুসূদনঃ। মাধবীপুরমাশ্রিত্য বিশ্রুতৌ গুণভূষিতৌ॥
কুলাংশে মধুরর্দ্ধাংশো নারদঃ শ্রেষ্ঠঈরিতঃ। উদ্ভবশ্চ তৃতীয়স্যাং পত্ন্যামঙ্গজয়োর্দ্বয়োঃ॥
দ্বয়োর্নাম্নী সমাখ্যাতে নন্দনশ্চ বিকর্ত্তনঃ।
প্রভাকরোঽবসৎ কান্দ্যাং তেজসেব প্রভাকরঃ। সূক্তানুষ্ঠানসংসক্তো হব্যকব্যনিয়ামকঃ॥
তুরীয়শ্চাঙ্গজস্তস্য গোপীনাথাভিধঃ সুধীঃ। পিতেব পরমোভক্তো ব্যক্তোঽব্যক্তে নিরন্তরম্॥
সোঽস্য প্রথম জায়ায়াং বেণীনাথমজীজনৎ। বেণীনাথমিবাসক্তং বিষয়ে ভ্রমদাস্পদে॥
তস্য সূনু হৃষীকেশঃ সুরুচিঃ কুলপাবনঃ। দুর্গাদাসাভিধং ধীর মুদ পাদয়দাত্মজম্॥
স সূরি দীনবাৎসল্যাদসকৃদ্দুঃখমোচনাৎ। দুর্গতানাং সজাতীনাং যশঃ পরমমাযযৌ॥
বিষ্ণু-চণ্ডী-হরিশ্যাম দেবী-গঙ্গা শিবেতি চ। মহেশেতি চ দাসান্তা অষ্টাবস্য তনূদ্ভবাঃ॥
ধারাপ্রবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে বিশ্রুতাঃ সুকুটুম্বিনঃ। আশীর্ভি বর্দ্ধিতা বিপ্রৈ র্বহুমান্যাঃ সজাতিভিঃ॥"

রাজা গণপতির প্রথমা পত্নী কুলাইনিবাসী মীনকেতন ঘোষের কন্যার গর্ভে জীবধর ও প্রভাকর নামে দুই পুত্র, দ্বিতীয়া পত্নী শক্তিপুর মালাধর-বংশের জয়রাম ঘোষের কন্যার গর্ভে নারদ ও মধুসূদন নামে দুই পুত্র এবং তৃতীয়া পত্নী কালুয়ানিবাসী দেবনারায়ণ মিত্রের কন্যার গর্ভে নন্দন ও বিকর্ত্তন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মণ্ডল জীবধর গ্রামের দক্ষিণাংশ ও কুলশ্রেষ্ঠ প্রভাকর গ্রামের উত্তরাংশ আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব নামে পাড়া স্থাপন করিয়া কান্দীতে বাস করেন। মধুসূদন (কুলাংশে অর্দ্ধাংশ) ও নিঃসন্তান নারদ (কুলাংশে শ্রেষ্ঠ) মাধাইপুর আশ্রয় করেন ও বিবিধ গুণভূষিত হইয়া প্রসিদ্ধ হন। নন্দন ও বিকর্ত্তন গোপীনাথপুরে বাস করেন।

কুলশ্রেষ্ঠ প্রভাকর সিংহ তেজস্বী, সূক্তানুষ্ঠানসংসক্ত ও হব্যকব্যনিয়ামক ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র,—ভিখারী, মীননাথ, যোগনাথ ও গোপীনাথ। ভিখারী নিঃসন্তান ছিলেন। মীননাথ ঘোড়াঘাটে, যোগনাথ ছাতিনাকান্দীতে ও গোপীনাথ কান্দীতে বাস করেন। গোপী পিতার ন্যায় ভক্তিমান্ ও বিবিধ গুণভূষিত ছিলেন। ১ম পক্ষে বেণীনাথ নামে এক পুত্র এবং ২য় পক্ষে রঘুনাথ, চন্দ্রকেতু, ত্রৈলোক্যনাথ ও হৃদয়নাথ নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

বেণীনাথ কান্দীতে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র হৃষীকেশ ও রামানন্দ। রামানন্দ ঘোড়াঘাটে গিয়া বাস করেন। সুতরাং হৃষীকেশই পৈতৃক সম্পত্তি ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি বেলুন মিত্রকুলে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দুর্গাদাস

বড়ই বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন এবং পারসী ও আরবী ভাষায় অসামান্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নবাব সরকারে প্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়া অনেক সৈন্তের উপর কর্ত্তৃত্বভার ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আট পুত্র— বিষ্ণুদাস, চণ্ডিদাস, হরিদাস, শ্যামদাস, দেবীদাস, গঙ্গাদাস, মহেশদাস ও শিবদাস। তাঁহারা স্ব স্ব নামে ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া পৃথক্ ভাবে বাস করেন।

জীবধরের অনুজ প্রভাকরের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে ঘটক কুলানন্দ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রভাকরসুত তিন জ্যেষ্ঠ গোপীনাথ। সর্ব্বানুজ যোগানন্দ মধ্যে মীননাথ॥
গোপীনাথে বেণীনাথ রঘুনাথ দুই। চন্দ্রকেতু ত্রৈলোক্য বিষ্ণুতে ধারা থুই॥
বেণীনাথে হৃষীকেশ রামানন্দে পাঁড়ুয়া কৈল ঠাঞি।

হৃষীতে যাদব রাঘব দুর্গাদাস। তিন হৃষীকেশেতে প্রকাশ॥
দুর্গাদাসে উভয় পক্ষ পুত্র শিবদাস। নিজের গ্রহণ দত্তকন্যা গড়েরহাটে বাস॥
শিবদাস-তনয় বিকল সুতা এক লেখি। রসড়া ভূপতিঘোষে সুতা প্রদান দেখি॥
বিকলে গ্রহণ তিন দাসে বৃন্দাবনে। দ্বিতীয়া অনন্তসুতা সেহ ক্ষেম্য তনে॥
ত্রিপক্ষে সিংহারি দেখিয়া আরাম ঘোষে। না দেখি করণ তাজা ভাব থাকে কিসে॥
জজানে নন্দিনী এক গোবিন্দচরণ ধামে। দ্বিতীয়া পাঁচথুপী জড়া পুরে কানুরামে॥
দুই পক্ষে বেদ পুত্র অনুক্রমে কই। দুর্ল্লভ অনুজ নিমু এক পক্ষে পাই॥
দুর্ল্লভে বল্লভঘোষে দেখিয়া আকুতা। দ্বিপক্ষে কুড়ুমগ্রাম আদামিত্র-সুতা॥
নিমুসিংহে উভয় পক্ষ রঘুঘোষ জড়া। দ্বিপক্ষে গ্রহণ পাই ঘোষেতে রসড়া॥
পূর্ব্বভাব মাঝে নাই করণ কারণে ধারা। পড়া উঠা দেখি কিন্তু ধরে ভাব বাড়া॥
পক্ষশেষে রাজচন্দ্র নেহাল এ দুই। না দেখি নেহালে ধারা জ্যেষ্ঠ ধারা থুই॥
রাজচন্দ্রে বহড়ান পরে বিরামপুরে। দুর্ল্লভতনয় তিন সুতা দুই পরে॥
প্রদান মেঘেতে রঘুনাথে ভাল সাজে। ভাগলপুরে রমানাথে অপরা বিরাজে॥
জ্যেষ্ঠ দেবীচরণসিংহে অকিঞ্চনসুতা। তদনুজ ইন্দ্রজিৎ শিবনাথ-দুহিতা॥
অনুজ শ্যামচাঁদে দেখি দুলাল-নন্দিনী। আদান প্রদানে ডাক এবে শুদ্ধ গণি॥
নিমুসিংহে সুতা সুত যুগ্মবন্ত। প্রথমে উচিত কুল দেখি মতিমন্ত॥
তৃতীয় রসড়া হরিশ্চন্দ্রসুতে সুতা। লালচন্দ্রসিংহে পাই সুদামদুহিতা॥
উচিত তনয় দীপ্ত কুলে অগ্র গণি। রামসিংহে দেখি দান ভিখারী-নন্দিনী॥
লালচন্দ্রসুত দুই কৃষ্ণপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ। গ্রহণ গঙ্গাধরসুতা গোপীতে উৎকৃষ্ট॥
অনুজ গোরাচাঁদে জগমোহননন্দিনী। দ্বিপক্ষে কমলকুলে জাগ্রত অবনী॥
রামসিংহে সুতত্রয় সুতা এক পাই। প্রদান শঙ্করসুতে মল্লিকে মিশাই॥
দোলগোবিন্দে দেবীচরণ ঘোষে জয়যান। লোকনাথ হাজরা-সুতা সদানন্দে দান॥
ভৈরব রসড়া কাশীনাথের দুহিতা। রাজচন্দ্র বেদ সুত দেখি নেত্র সুতা॥

বাৎস্য সিংহবংশ।]

প্রদান জয়যান ঘোষে প্রদীপ্ত লক্ষ্মণে। দ্বিতীয় রসড়া জড়া শ্রীদুর্গাচরণে॥
তৃতীয় দাতারামসুতে সুতা দীপ্তিমন্ত। জয়যান রসড়া দান ভাব নহে শান্ত॥
এক পক্ষে সুত তিন প্রদীপ্ত ভবানী। আদান রসড়া দেবীরামের নন্দিনী॥
গুরুপ্রসাদে গঙ্গাধর সুসম্প্রদান। কাশীনাথে শ্রীরামসুতা গরুড়ে সম্মান॥
পক্ষান্তর উপাদান কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ। আদান রামনাথসুতা ঘোষেতে সতুঙ্গ॥
শিবে শান্ত আদ্যোপান্ত পূর্ব্ব ঢাকুরে কয়। কুলানন্দ কুল ভাষে তনে মরা নয়॥”

শুকদেবসিংহ প্রভাকরের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

“প্রভা গোপী কুলে বেণী, তাথে যুগল ধারা গণি। হৃষীকেশ রামানন্দ, হৃষীর লেবে কুলে কন্দ
রামানন্দ বিশেষণ, ঢাকরী শুন সভাজন। তাথে জগদানন্দ নাম, তার পুত্র শিবরাম।
শিবে কৃষ্ণ গঙ্গা দুই, গঙ্গা ধারা শূন্য থুই। কৃষ্ণচরণ অশ্বঘাটে, বীরভূমি বিভা বটে।
দান তিন ঘোষে দাসে, মেঘে ও মানি শক্তি শেষে। চান্দরে যাদব ঘর, বাস বিশ্বনাথপুর
সুত কেশব সন্তোষ ঘরে, গোপাল সুন্দর পরে। গোপালে দুই বিভা দাসে, চান্দরে হরিহর শেষে
সুত ভোলানাথ কৃষ্ণমঙ্গল, আগে পাছে গ্রহণে আগল। ভোলানাথে গ্রহণ কুলাই, ভাসা হরিদাসে দুলাই
প্রভে লেবে বসু দাস, দেশ বিদেশে লিখি বাস। ধারা বিষ্ণু শ্যাম হরি, মহেশ শিব চণ্ডী ধরি॥
দেবী গঙ্গা শূন্য অংশ, অশ্বঘাটে বিষ্ণু বংশ। পাটুলিতে শ্যামদাসে, হরিতুঙ্গী দেশে ভাষে।
মহেশ কুলধর্ম্ম পথে, শিব নীলকণ্ঠ সিন্ধু মথে। পরে চণ্ডিদাসে গুণে, এ দুই ও দেশে শুদ্ধ ভণে॥”

☞ উদ্ধৃত কুলকারিকা অনুসারে ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় বংশলতা দেওয়া হইল।

প্রভাকর—হরিদাসবংশ

প্রভাকরবংশে হরিদাসসিংহের পৌত্র হীরারাম সিংহ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হীরারামের পৌত্র যাদবেন্দুর দুই পুত্র বাবুরাম ও রামকিশোর। বাবুরাম পাটুলীর মনোহর দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া জেলা বর্দ্ধমান মেমারি ষ্টেশনের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে “ঘোষ” (ঘোষ পাঁচিকা) গ্রামে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া অনুজ রামকিশোরকে সঙ্গে লইয়া উক্ত ঘোষ গ্রামে বাস করেন। রামকিশোরের একটী পৌত্র পীতাম্বরসিংহ বিবাহ করিয়া সেওড়াফুলী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন। রামকিশোরের অপর পৌত্র রঘুবরের বংশে নবীনকিশোরের পুত্র আনন্দকৃষ্ণ কলিকাতায় রিপনকলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। তিনি যে বংশলতা দিয়াছেন তাহাতে অনাদিবরসিংহের ঊর্দ্ধতন বহুপুরুষের নামোল্লেখ রহিয়াছে।

বাবুরামের পুত্রগণ মধ্যে নন্দলালের প্রপৌত্র পূর্ণচন্দ্র কলিকাতা-মেডিকেল-কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পেনসান পাইয়া

বর্দ্ধমানে বাস করেন। তাঁহার একটী পৌত্র এম্-এ, পাশ করিয়া উদাসীন হইয়াছেন। নন্দলালের মধ্যম পুত্র প্যারীলাল। প্যারীলালের পুত্র ক্ষেত্রমোহন দিনাজপুরের রাজা তারকনাথের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। ইহাঁর তত্ত্বাবধানে রাজ-এষ্টেটের অনেক উন্নতি হয়। ইহাঁরই যত্নে ইহাঁর শাশুড়ী রাণী শ্যাম-মোহিনী "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা ক্ষেত্রমোহনের পত্নী রাজা তারকনাথের কন্যা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ক্ষেত্রমোহন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া ইনি পরলোকগমন করেন। ক্ষেত্রমোহনের উদ্যোগে মহা-রাজ গিরিজানাথ দত্তকপুত্র গৃহীত হইয়াছিলেন এবং ইহারই সুব্যবস্থায় মহারাজ গিরিজানাথের সর্ব্বতোমুখী শিক্ষালাভ হয়। ক্ষেত্রমোহন একজন উদ্যোগী ও কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দিনাজপুরে তাঁহার অনেক চরিত-কাহিনী শুনা যায়।

প্রভাকর হরিদাস-বংশে হৃদয়রামের ধারায় চন্দ্রপ্রসাদ সিংহের তিন পুত্র, লাড়লীমোহন, বনওয়ারিলাল ও বিনোদলাল। বনওয়ারিলাল একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার নিকট উপদেশ লইবার জন্য বহুদূর হইতে বৈষ্ণবগণ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন। তিনি সকলেরই যথাযোগ্য সৎকার ও সম্মান করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ-প্রাপ্ত বহুশত বৈষ্ণব এখনও রাঢ়দেশে বিচরণ করিতেছেন। "সিংহ ঠাকুরের" নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহাদের অশ্রু বিগলিত হইয়া থাকে। বনওয়ারিলালের ভ্রাতুষ্পুত্র হেমচন্দ্র কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য লিখিয়া গিয়াছেন।

হরিদাস সিংহের তৃতীয় পুত্র কল্যাণের ধারায় নবকান্ত সিংহের দুই পুত্র, গৌরসুন্দর ও কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন ভাগলপুরের মহাশয় উমানাথ ঘোষের কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী স্বীয় পিতার আশ্রয়ে রহিয়া বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা এবং কিছু কিছু সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের স্বর্গারোহণের পর হইতে মহাশয় তারকনাথ ঘোষের সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত মহাশয়জীর গার্হস্থ্য এবং এষ্টেটের দৈনন্দিন কার্য্য ভগবতী পরিচালনা করিতেন। গৌরসুন্দর এবং কৃষ্ণসুন্দর অপুত্রক ছিলেন। গৌরসুন্দরের পত্নী রাধাগোবিন্দকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাধাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টারের কার্য্য করিতেন। পরে স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহাকে নিজের নিকটে ডাকিয়া লইয়া কার্য্য দেন। কায়স্থসভার সৃষ্টি অবধি পূর্ণচন্দ্র ইহার সভ্য রহিয়াছেন এবং উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রগাঢ় ভক্তি ও পাণ্ডিত্য উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে আর অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না।

☞ বংশলতা ১১১-১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলানন্দ ও শুকদেবের কারিকায় পাওয়া যায়।

প্রভাকরবংশ চণ্ডিদাসের ধারা
২৫ হরেকৃষ্ণ
২৬ রাজীবলোচন
ভোলানাথ
২৭ গঙ্গাগোবিন্দ
লীলানাথ
রাসমোহন
রাধামাধব
২৮ শিবরাম
যোগেন্দ্রচন্দ্র
২৯ গুরুপ্রসন্ন
নলিনীমোহন
কিশোরীমোহন
রাজেন্দ্রমোহন
৩০পুরুষোত্তম
হরিদাস
নিমাইচাঁদ
অনাদিদেব
মহেশের ধারা
২৪ প্রতাপচন্দ্র
মায়ারাম
২৫ লোকনাথ
২৫ শ্যামলাল
গোবিন্দরাম
কুশলনাথ
হরিনাথ
বৈষ্ণনাথ
কমলনয়ন
বাসুদেব
২৭মোহনলাল
২৭লালকৃষ্ণ
২৮ভজগোবিন্দ
ভগবান্
বাহাদুর
পার্শ্বনাথ
মনিয়ার
২৮অমৃতলাল
২৯নন্দকুমার
২৯ তুলসীপ্রসাদ
৩০প্রসন্নকুমার
মহিমচন্দ্র
৩০সূর্য্যনারায়ণ
ব্রজলাল
৩১ উপেন্দ্রনারায়ণ
২৭ শিবদয়াল
২৭ সিংহেশ্বর
অনাথনাথ
লক্ষ্মীকান্ত
সংসারচাঁদ
বাবুলাল
নন্দলাল
গিরিচাঁদ
হরিচাঁদ
৩০ কৃষ্ণমোহন
৩০ রামনারায়ণ

২১ হরিদাস

২২ রূপরাম ২২ মুকুন্দ কল্যাণ কৃষ্ণরাম লক্ষ্মীরাম

২৩ হীরারাম হৃদয়রাম একুরাম প্রভুরাম ২৩ কৃষ্ণমোহন কৃষ্ণপ্রসাদ

২৪ ধনীরাম ২৪ ঘনশ্যাম সীতারাম ২৪রামকানু* সাহেব* গোপাল* মিতু*

২৫দুলাল

কৃষ্ণ জানকী ২৫যাদবেন্দু প্রাণকৃষ্ণ মথুরানাথ

কৃপা দুর্গাদাস ইষ্টচরণ

২৬ কৃষ্ণজীবন রামজীবন

২৬বাবুরাম* ২৬রামকিশোর*

চৈতন্য নৃসিংহ শ্যাম নব

২৭ রামচন্দ্র রঘুনাথ

২৫ গোপাল* রামগোবিন্দ* লালচাঁদ* নিত্যানন্দ

২৮ রাসবিহারী রাধামাধব রামানন্দ

২৬ লোকনাথ নন্দকুমার কৃষ্ণকান্ত ২৯ হরিমোহন (দত্তক) গুরুদয়াল ব্রজ

৩০ দুর্গাদাস

২৭ পদ্মলোচন গঙ্গাগোবিন্দ

২৮ ব্রজদুলাল ২৮ নিতাইচাঁদ পু ২৯ রাধাবল্লভ ৩১ শ্যামাপদ অভয়াপদ কমলাপদ

৩০ বিজয় মোহিত শরৎ কান্তি ব্রজেন্দ্র হরিদাস

২৩ হৃদয়রাম

দীননাথ ২৪ সদাশিব মহাদেব

যুগলকিশোর ২৫ রামশঙ্কর রামকিশোর

২৬ হরিদাস ২৬ বদনচন্দ্র

২৭ গঙ্গানারায়ণ গোবিন্দচন্দ্র ২৭চন্দ্রপ্রসাদ অন্নদাপ্রসাদ

২৮ লাডলিমোহন ২৮ বনওয়ারিলাল রসিকলাল ২৮বিনোদলাল

২৯ হরিপ্রসন্ন বিজয়কিশোর

হেম নলিনী

৩০ গঙ্গাপ্রসন্ন যমুনাপ্রসন্ন

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকায় পাওয়া যায়।

প্রভাকর—হরিদাসের ধারা
২২ কল্যাণসিংহ
২৩ গোকুলরাম কুঞ্জবিহারী
২৪ জয়চন্দ্র
রাজারাম বাসুদেব ২৫ ইন্দ্রনারায়ণ রাধাবল্লভ
২৬ নবকান্ত
ধর্ম্মদাস কৃষ্ণকান্ত সনাতন
২৭ গৌরসুন্দর কৃষ্ণমোহন কৃষ্ণদয়াল
বিনোদলাল নিতাইসুন্দর
২৮ রাধাগোবিন্দ (দত্তক)
নবীনচন্দ্র মদনমোহন
২৯ পূর্ণচন্দ্র জ্যোতিশ্চন্দ্র কান্তিচন্দ্র
কিশোরী রাসমোহন জগৎমোহন রামমোহন
৩০ তিনকড়ি শশাঙ্ক নন্দগোপাল
২২ লক্ষ্মীরাম
বংশীবদন মুরলীধর ২৩ জয়চন্দ্র
২৪ ক্ষীরধর
২৫ ব্রজনাথ রাধানাথ মুলুকলাল গোলোকলাল
২৬ বৈকুণ্ঠ রমানাথ
কৃষ্ণহরি ২৭নফরচন্দ্র জয়নারায়ণ শ্রীকণ্ঠ শম্ভুনাথ বিশ্বনাথ
নিমাই
কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রশেখর
রাধিকা ভোলানাথ
গোপী চৈতন্য
রমণী
দোলমোহন ২৮ মোহনলাল মতিলাল বিহারীলাল
বরদা
উপেন্দ্র বিনায়ক কুমারীশ
রাখাল ২৯ সারদা গিরীশ অন্নদা
মণীন্দ্র
৩০ অশ্বিনী পুত্র

প্রভাকর—হরিদাস-বংশ।
২৬ বাবুরাম
২৭ ভোলানাথ*
কৃষ্ণগোবিন্দ
নন্দলাল
বিপ্রদাস
বৈকুণ্ঠ
বিষ্ণুচরণ
জগমোহন
গৌরচন্দ্র
স্বরূপ
কৃষ্ণসুন্দর
কৃষ্ণধন
২৮ ব্রজলাল
প্যারীলাল
কৃষ্ণলাল
গোপাল
হরলাল
বিহারী
গঙ্গানারায়ণ
রাধামাধব
শ্যামচন্দ্র
২৯ ঈশ্বরচন্দ্র
রাজা ক্ষেত্রমোহন
দীনবন্ধু
হরিমোহন
দ্বারিক
রামনাথ
কৃষ্ণকিশোর (দত্তক)
হরিনারায়ণ
চন্দ্রনারায়ণ
সরসী (দত্তক)
কন্যা
যোগেশ
পূর্ণেন্দু
জগদিন্দু
অরবিন্দ
৩০ কৃষ্ণচন্দ্র
রামচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
কিশোরীমোহন
দেবেন্দ্রনারায়ণ
মণি
সুরেন্দ্রচন্দ্র
৩১ কান্তি
সুরেশ
মন্মথ
প্রফুল্ল
সত্যেন্দ্র
জিতেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
৩২ পাঁচকড়ি
ইন্দ্র
লক্ষ্মীনারায়ণ
শ্রীশ
পুত্র
পুত্র
অমরনাথ
পরেশনাথ
শচীন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
২৭ ভোলানাথ
২৮ মদনমোহন
রাধানাথ
নীলকণ্ঠ
২৯ বনমালী
শ্রীনাথ
কিঙ্কর
৩০ নরেন্দ্র
২২ কৃষ্ণরাম
চন্দ্রমণি
নন্দলাল
উদিতনারায়ণ
বলরাম
কৃষ্ণদয়াল
২৮ হরিদয়াল

২৬ রামকিশোর
২৭ রাধারমণ
২৭ রাজীবলোচন
২৭ রাধাবিনোদ
২৮ গোকুল
২৮ নবকৃষ্ণ
নিতাই
শ্রীকণ্ঠ
নীলমাধব
বিজয়কৃষ্ণ
রাধাকৃষ্ণ
২৯ রাধাবল্লভ
শ্রীমোহন
২৯ ভুবন.
শিবচন্দ্র
৩০ প্রসন্নকুমার (দত্তক)
২৮ তিনকড়ি
রঘুবর
২৮ বিশ্বম্ভর
পীতাম্বর
২৯ কৃষ্ণচন্দ্র
কৃষ্ণদয়াল
জীবনকৃষ্ণ
২৯ গোবিন্দচন্দ্র
২৯মনোমোহন
প্যারী
তারামোহন
৩০ বনওয়ারি
৩০ নবীনকিশোর
৩০ যোগেশকিশোর
সতীশচন্দ্র
৩১ বিষ্ণু
ক্ষিতীশ
২৯ নৃসিংহ
রাধিকা
গোপী
রসিক (সেওড়াফুলী)
৩১ আনন্দকৃষ্ণ
কালীকৃষ্ণ
সুবিমল
৩০ উপেন্দ্রমোহন
৩২ অশোক
রণজিৎ
পুত্র
৩১ ভূপেন্দ্র
ফণীন্দ্র
প্রভাকর শ্যামদাসের ধারা
২১ শ্যামদাস
২২ রামনারায়ণ
২৩ ভুবনমোহন
২৪ কেবলরাম (বিবাহ করিয়া মেদিনীপুর কাশীযোড়ায় বাস)
২৫ রামানন্দ
২৬ গৌরসুন্দর
রামমোহন
২৭ গঙ্গানারায়ণ
গুরুদাস
অম্বিকা
তারিণী
কৈলাস
২৭ অন্নদাচরণ
২৮ বিপিনবিহারী
২৯ পুলিন
পঙ্কজ
শশাঙ্ক
২৮ক্ষেত্রমোহন
রাধাচরণ
২৯ জ্যোতির্ম্ময়
সত্যেন্দ্র
প্রদ্যোতকুমার
২৯ গিরীন্দ্র
ধীরেন্দ্র

প্রভাকর—শিবদাসবংশ।

দুর্গাদাসের অষ্টম পুত্র শিবদাস। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্র বিকলচন্দ্র সংসারধর্ম্ম আশ্রয় করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র অকলচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহ-ত্যাগ করেন। শিবদাস পিতার ন্যায় সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও মুসলমান সরকারের একজন প্রতিপত্তিশালী কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ ফুলবাড়ী এলাকায় প্রভূত লাভের সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। দুর্গোৎসবকালে চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তি গঠন করিয়া দশভুজার ধ্যানে পূজা করিতেন। অদ্যাপি তাহাই বর্ত্তমান আছে। পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টনকালে ভ্রাতৃগণের মধ্যে কয়েকজন অন্যায়রূপে তাঁহাকে অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করায় তিনি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অংশ না দিয়া ফুলবাড়ী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষায় ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে সমাজে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন এবং পুরোহিত ও মহারাজ(ভাট)কে তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারিগণের কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। শিবদাস দ্বিতীয় পুরোহিত ও মহারাজ(ভাট) নিযুক্ত করিয়া লইলেন এবং কিছুতেই বিচলিত হইলেন না বা কোনও স্বজাতি তাঁহাকে হীনচক্ষে দেখিলেন না। বিবাহাদি দ্বারা কোনও অপ্রসিদ্ধ বা কায়স্থসমাজবহির্ভূত স্থানে বাস করিলে হীনমান হইতে হয়, কিন্তু তিনি মাতামহসূত্রে বা নিজে বিবাহ করিয়া ফুলবাড়ীতে বাস করেন নাই এজন্য "ফুলবাড়ীগত" বলাতেও স্বজাতির নিকট হীন হন নাই। তাঁহার প্রথম পুত্রের অন্নাশনকালে শাস্ত্রীয় রীতি অন্নভোজন করাইতে তাঁহার শ্যালক না আসায় গুরুর অনুমতি-ক্রমে ভ্রাতা শ্যামদাসের পুত্রের দ্বারা অন্নাশন কার্য্য সমাধা করেন। তদবধি এই বংশে জ্ঞাতির দ্বারাই অন্নাশন সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহাই কুলপ্রথা হইয়া গিয়াছে। ফুলবাড়ীর যে স্থানে বাস ছিল তাহা বাসযোগ্য বা স্বাস্থ্যকর না থাকায় নিকটেই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া "শিবপাড়া" নামে পাড়া স্থাপনের অনুষ্ঠান হয়; অনেক লোকে সেখানে গৃহাদি নির্ম্মাণও করে, কিন্তু শিবদাসের গৃহ আরম্ভ হইবার অল্পদিন পরেই তিনি পীড়িত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিবদাসের পুত্র বিকলচন্দ্র পিতার পদে মুসলমান সরকারে অনেকদিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন এবং নবাব বাহাদুর তাঁহাকে একটী বহু মূল্য হীরকাঙ্গুরীয় ও প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা উপহার ও ইনামজিন্দেকী দেন। তাঁহার দুর্ল্লভচন্দ্র ও নিমাইচন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর তিনি শিবপাড়ায় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তত্রত্য সকলে উক্ত কার্য্য অশুভসূচক বলায় হিতৈষিগণের পরামর্শ ক্রমে খাসখোল গ্রামে গিয়া বাস করেন। তথায় প্রথমতঃ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তৎপরে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিতেই হঠাৎ তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। সুতরাং মাতামহ বহড়ানের বৃদ্ধ হরিরামদাসের অনুরোধে তথাকার বাস ত্যাগ করিয়া তথাকার লাখেরাজাদি শিবোত্তর করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের জিম্মা

করিয়া দিয়া বহড়ানে গিয়া বাস করেন। সেখানেও দুইটী শিবলিঙ্গ স্থাপন ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষে বহড়ান ঠাকুরসূত্র বৃন্দাবন দাস সরকারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর গর্ভে রাজচন্দ্র ও নেহালচন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কতকদিন পরে তাঁহার মাতামহের ও তৎপরে তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হয়। তাঁহার আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি দর্শনে, তাঁহার মাতুলপুত্র, শ্যালক ও আরও কয়েকজন স্বজাতিবর্গ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া নানারূপ অনিষ্ট চেষ্টায় রত হইলে এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ও তৎগর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র অকালে সান্নিপাতিক জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলে পুত্রকলত্র-শোকপীড়িত বিকলচন্দ্র তথাকার বাস ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। এই শোক সান্ত্বনার্থে ভ্রাতৃগণ ও কুটুম্বগণ পূর্ব্বপুরুষগণের বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একে একে বহড়ানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তিনি মহাসমারোহে পুত্র রাজচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিলেন। জীবধরবংশের অনেকে ও প্রভাকরবংশের জ্ঞাতিবর্গ, অন্যান্য অনেক কুটুম্ব ও অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপকমণ্ডলী এই ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকিয়া ক্রিয়া করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া বহড়ানের জনৈক প্রাচীন কায়স্থ আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "পুরুষোত্তম দাসের আগমনাবধি কখনও যে সকল বংশের ব্যক্তি আইসেন নাই আজ বিকলসিংহের কল্যাণে এ গ্রামে তাঁহাদের পদধূলি পড়িয়াছে।" পরে উত্তরায়ণসংক্রান্তির দিনে গঙ্গাস্নান জন্য বিকলসিংহ উদ্ধানপুরে যান। ঘটনাক্রমে বাঘডাঙ্গার তৎকালীন রাজা ধার্ম্মিকপ্রবর কালীশঙ্কররায় চৌধুরী মহোদয়ও সেখানে স্নানার্থে গিয়াছিলেন, এই মিলনে উভয়েই প্রীত হন। রাজা, তাঁহার শোকদুঃখ ও আত্মীয়গণের ঈর্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বহড়ানের বাস ত্যাগ করিয়া বাঘডাঙ্গায় আসিয়া বাসস্থাপন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে বিকলসিংহ তাহাতে সম্মত হন এবং বহড়ানের "সিংহের পুষ্করিণী" নামক পুষ্করিণী ও তথাকার খরিদা লাখে-রাজাদি শিবোত্তর দিয়া এক ব্রাহ্মণকে দান করেন ও বাঘডাঙ্গায় আসিয়া রাজদত্ত লাখে-রাজের উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস স্থাপন করেন। পরে স্বনামখ্যাত "বিকলসাগর" পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন এবং দুর্গোৎসব, মনসা, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিবিধ দেবতার পূজাদি স্থাপন করেন। তৎকালে পরিবার মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক না থাকায় লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সকল পূজাই তাঁহার নামসংকল্পে হইত। এখনও সেইরূপ সকল পূজাই পুরুষের নামসংকল্পে চলিতেছে এবং ইহাই কুলপ্রথা হইয়া গিয়াছে। রাজা মহোদয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ৩৮ বৎসর বয়সে, তিনি সিঙ্গারীনিবাসী (বাস পাঁচতোপী) লক্ষ্মণ (আত্মারাম) ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট দিন সুখে কাটাইয়া ৭৪ বৎসর বয়সে চুড়িগাছার ঘাটে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি সাংসারিক কার্য্যাদির ভার, মধ্যমের প্রতি সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার ও

কনিষ্ঠের প্রতি কারবারের ভার অর্পণ করিয়া সকলকে একান্নবর্ত্তী থাকিতে আদেশ করেন ও একটী শালগ্রাম স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। রেসমের কুঠীপরিচালন, নিষিদ্ধ পণ্যবিক্রয় ও ছাগপোষণ প্রতি নিষেধ করিয়া যান। তিনি কখনও অনিষ্ট-কারীর কোনও অনিষ্ট করেন নাই বা তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ও দেবার্চ্চনাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বিকলচন্দ্রের পুত্র দুর্ল্লভ, নিমাই ও রাজচন্দ্র বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মনোহরসাহী পরগণা ও রাজমহলের সন্নিহিত স্থানে কতকগুলি মহাল ইজারা লইয়া বিশেষ লাভবান্ হন ও পিতার আদেশানুযায়ী আজীবন একান্নবর্ত্তী থাকিয়া ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামক শালগ্রাম স্থাপন ও তাঁহার সেবা নির্ব্বাহার্থে লাখেরাজ দান করিয়া যান, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা আপন আপন মৃত্যুকালে গুরুবংশলোপ হেতু সদ্বংশে গুরুকরণ করিতে স্ব স্ব পুত্র-গণের প্রতি আদেশ করিয়া যান। পুত্রগণও আদেশানুযায়ী আলুগ্রামে নূতন গুরুকরণ করিয়া গুরুবাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন ও পুষ্করিণী ও লাখেরাজ ভূমি দান করেন।

ক্রমে ক্রমে দুর্ল্লভের তিন পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে বড়ই কাতর হন ও পূজা অর্চ্চনায় নিরত হন। তৎকালে তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান না থাকায়, পরিবারস্থ সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বহুদিন পরে আবার চতুর্থবার বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে দেবীপ্রসাদ, জীমূতপ্রসাদ (ইন্দ্রজিৎ) ও শ্যামচন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মে। দেবীর শম্ভুচন্দ্র নামে এক পুত্র ও দুইকন্যা জন্মে। শম্ভুচন্দ্রের পুত্রসন্তান জন্মে নাই, তাঁহার চারিটী কন্যা।

দুর্ল্লভের দ্বিতীয় পুত্র জীমূতপ্রসাদ (ইন্দ্রজিৎ), মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত একখানি অবাধ্য ও বিদ্রোহী মহালে সবলে আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে, বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গবর্ণর হেষ্টিংসের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন এবং হেষ্টিংস তাঁহাকে পেস্কার নিযুক্ত করেন। রাজভক্ত ইন্দ্রজিৎ অনেক দিন ঐ পদে কার্য্য করেন; কিন্তু প্রসিদ্ধ দেবীসিংহের সহিত কোনও কারণে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটিলে তিনি উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বঙ্গাধিকারীর অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার তুল্য রাজভক্ত, প্রজাবৎসল, তেজস্বী, কর্ম্মবীর, ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও স্বাধীনচেতা এই বংশে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি নিঃসন্তান থাকায় ভ্রাতা শ্যামচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে চন্দ্রশেখরকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। শ্যামচন্দ্রের তিন পুত্র চন্দ্রশেখর, স্বরূপচন্দ্র ও অনূপচন্দ্র।

একান্নবর্ত্তী ইন্দ্রজিৎ, শ্যামচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের মিলিত অর্থ ও ইন্দ্রজিতের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা জেলা ময়মনসিংহের অধীন আটিয়া পরগণার অন্তর্গত তপ্পে রসুলপুর সংক্রান্ত কতকগুলি খারিজা তালুক খরিদ হয় ও টাঙ্গাইল সবডিভিসনের অন্তর্গত প্রথমে রসুলপুর গ্রামে ও পরে পাঠন্দ গ্রামে সদর তহশীল কাছারী স্থাপিত হয় এবং বিবিধ দেবতার পূজাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। ক্রমশঃ ঐ সকল মহালের উন্নতি হইলে কাগমারী পরগণার তরফ ডুবাইল সংক্রান্ত কতকগুলি খারিজা তালুক খরিদ হয় ও পাঠন্দদিগর আট আনা অংশ পত্তনী লওয়া হয়। অতঃপর শম্ভুচন্দ্র বহুরুল খরিদ করেন।

বিকলচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র নিমাইচন্দ্রের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথম পুত্র লালচাঁদ ও দ্বিতীয় পুত্র রামশঙ্কর। লালচাঁদের দুই পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও গোরাচাঁদ। রামশঙ্করের তিন পুত্র দোলগোবিন্দ, সদানন্দ ও ভৈরবনাথ। দোলগোবিন্দ ও গোরাচাঁদের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়।

বিকলচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র রাজচন্দ্র প্রায়ই মনোহরসাহীতে থাকিতেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্র, ভবানীপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও কাশীনাথ নামে চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথ বহড়ান মণ্ডলসূত্রে বিবাহ করেন। ভবানীপ্রসাদ ও কাশীনাথ অবিবাহিত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে। গুরুপ্রসাদের একমাত্র পুত্র তারাপ্রসাদ। বৈদ্যনাথ ও তারাপ্রসাদ নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

এই সময় বাঘডাঙ্গার তৎকালীন রাজা উদ্ধতস্বভাব পরমানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় অতি সামান্য কারণে এই বংশের সহিত বিরোধ উপস্থিত করেন ও বাটীতে ইষ্টকাদি নিক্ষেপের আজ্ঞা দেন। তাঁহার অনুচরেরা আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত এবাটী হইতে মিঠাই নিক্ষিপ্ত হয় ও পরিশেষে স্থানত্যাগ সংকল্প করিয়া সকলে বাঘডাঙ্গার বাসত্যাগ করেন, প্রথমে খাগড়ায় ও পরে মহিমাপুরে গিয়া বাস করেন। অনেক দিন পরে উক্ত রাজা অনুতপ্ত হইয়া পুনঃ প্রত্যাগমনের অনুরোধ করিলেও সকলে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময়েই গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে কেবল দুর্ল্লভের পুত্রগণ একান্নবর্ত্তী থাকিলেও নিমাই ও রাজচন্দ্রের পুত্রগণ পরস্পর পরস্পরের উপার্জ্জিত ও পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থাদি লইয়া পৃথকান্ন হইয়া বাস করেন!

ইন্দ্রজিতের দত্তক পুত্র চন্দ্রশেখর বঙ্গাধিকারীর অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া, রুকণপুর ও পাতিবোনা ইজারা লইয়া যথেষ্ট লাভবান্ হন এবং কাগমারীর জমিদারগণের গৃহবিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া পুরস্কার স্বরূপ কয়েকখানি মহাল প্রাপ্ত হন। পরে কান্দির প্রসিদ্ধ লালাবাবুর বিশেষ অনুরোধে অবৈতনিক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ভেলুয়া পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও ঐ বন্দোবস্ত "চন্দ্রশেখরী বন্দোবস্ত" নামে অভিহিত হয়। অতঃপর তিনি কান্দীতে পূর্ণানন্দ পরমহংসের সহিত মিলিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করেন ও কিছুদিন পরে কাশীলাভ করেন। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বেই শ্যামচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। প্রাচীন ইন্দ্রজিৎ শোকে অভিভূত হইয়া উন্নতির চেষ্টা ত্যাগ করেন।

অতঃপর পরস্পর মনোবাদের সূত্রপাত হওয়ায় ও উপর্য্যুপরি দুই বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়া মহালে আদায় বন্ধ হওয়ায় দেনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই সময় বাঘডাঙ্গার রাজা পরমানন্দ রায় চৌধুরী পরলোক গমন করিলে তাঁহার পোষ্য পুত্র যশস্বী রাজা মহানন্দ রায় চৌধুরীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সকলে পুনরায় ১২২৯ সালে বাঘডাঙ্গায় আসিয়া পরস্পর পৃথক্ ভাবে বাস স্থাপন করেন। স্বরূপচন্দ্র ও অনূপচন্দ্র ইন্দ্রজিতের ও তৎপুত্রগণের সহিত পৃথকান্ন হইয়া বাস করেন। শম্ভুচন্দ্রের বনিতা তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র পাঁচতোপীর হরিশ্চন্দ্র ঘোষ

মৌলিকের জন্য বহুকুল গ্রাম ও পূর্ব্বপুরুষানুক্রমার্জ্জিত অর্থাদি ও অলঙ্কারাদি লইয়া পৃথকান্ন হইয়া অন্যান্য সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করেন। ইন্দ্রজিৎ ও তৎপৌত্রগণ বড়খুঁটের অর্দ্ধেক সরিক হইলেন এবং স্বরূপ ও অনূপচন্দ্র বাকী অর্দ্ধেকের থাকিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রশেখরের চারি পুত্র, দুর্গাপ্রসাদ, ঈশানচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও কল্যাণচন্দ্র। প্রথম পুত্র দুর্গাপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন এবং প্রায়ই পাঠন্দে থাকিতেন ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বড় বড় নৌকা রাখিয়া বাইচ দেওয়া তাঁহার প্রধান সখ ছিল এবং সকল নৌকার অগ্রে তিনি নৌকা চালাইয়া যাইতেন। একদিন কোনও বড় জমিদারের নৌকা তাঁহার নৌকাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে তিনি কতকগুলি মুদ্রা ও মিষ্টান্ন ঐ জমিদারের নৌকায় নিক্ষেপ করেন। মাঝিগণ নৌকার দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া অর্থ ও মিষ্টান্ন সংগ্রহে ব্যস্ত হইলে, তিনি সেই সুযোগে বহুদূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া যান, উক্ত জমিদার ইহাতে বড়ই লজ্জিত হন ও অন্য পথে প্রস্থান করেন।

চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় পুত্র ঈশানচন্দ্রের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ। তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে পারসী সেরেস্তায় মুন্সীর পদে কার্য্য করিতেন। চন্দ্রশেখরের চতুর্থ পুত্র কল্যাণচন্দ্র বড়ই ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন ও দেবসেবা প্রভৃতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রান্ত না হইতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন!

শ্যামচন্দ্রের পুত্র স্বরূপচন্দ্রের মহানন্দ ও পরমেশ্বর নামে দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে পরমেশ্বর অপুত্রক অনূপচন্দ্রের পোষ্য পুত্র হন।

স্বরূপ ও অনূপচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্রগণ পরস্পর পৃথকান্ন হইয়া বাস করেন। অচিরে সম্পত্তি আদি লইয়া চন্দ্রশেখর, স্বরূপচন্দ্র ও অনূপচন্দ্রের বংশধরগণের সহিতগৃহ-বিবাদ ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সকলেই অল্পবিস্তর ঋণগ্রস্ত হন এবং তাহা পরিশোধ করিতে অধিকাংশ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়।

ঈশানচন্দ্রের পুত্র পুণ্যাত্মা কালীপ্রসাদ অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীসুন্দরী চৌধুরাণী তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া সম্পত্তি ভোগ করেন ও পাঠন্দ কাছারীতে দুইটী শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, লক্ষ্মীনারায়ণ-বিগ্রহ ও বিবিধ দেবতাসহ মন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ সম্পত্তির অধিকারী হন। শ্রীসুন্দরী চৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত দেবসেবাদি যথারীতি চলিতেছে।

হরেন্দ্রনারায়ণের তিন বিবাহ, প্রথমার গর্ভে কান্তিচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্র নামে দুই পুত্র, দ্বিতীয়ার গর্ভে বিধুভূষণ নামে এক পুত্র ও তৃতীয়ার গর্ভে বিভূতিভূষণ, শীতাংশুভূষণ ও

হিমাংশুভূষণ নামে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তিনি ধার্ম্মিক, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, দাতা ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের বিশেষ অধ্যবসায়ে ও যত্নে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই বংশে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সারণ একাডেমীতে অনেক দিন প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সাহিত্যচর্চ্চায় ও পূজা অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন ও দেবসেবাদিতে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। গত সন ১৩১৯ সালের ১১ই মাঘ কলিকাতায় হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মহানন্দের তিন পুত্র ও চারি কন্যা। প্রথম পুত্র কালিদাস অবিবাহিত অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রতাপচন্দ্রের চারিটী কন্যা। তৃতীয় পুত্র সারদাপ্রসাদের তিনটী কন্যা।

পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র ভুবনেশ্বর ধার্ম্মিক, দাতা ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন এবং নিজ বাটীতে ৺শারদীয়া পূজা ও রটন্তীকালিকা পূজা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতুলপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের একমাত্র পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সন ১২৯০ সালে তিনি তীর্থপর্য্যটনে যান এবং পবিত্র বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন।

লালচাঁদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের সাত পুত্র। প্রথম পুত্র গৌরীপ্রসাদ। তিনি ও তৎপুত্র বালক বলরাম অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় পুত্র পার্ব্বতীচরণ, তাঁহার দুই পুত্র বৃন্দাবন ও মাধব নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। কৃষ্ণপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র রুদ্রচরণ, তাঁহার দুই পুত্র কানাইলাল ও সিতিকণ্ঠ। কনাইলালের তারিণীশঙ্কর নামে এক পুত্র জন্মে। সিতিকণ্ঠের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র ও পঞ্চম পুত্র নবকান্ত বাঘডাঙ্গার বাস ত্যাগ করেন, তদবধি তাঁহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ দাসপলসায় ও সপ্তম পুত্র কুশকান্ত হুগলি জেলায় শিবপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন।

রামশঙ্করের দ্বিতীয় পুত্র সদানন্দের দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও বদনচন্দ্র। প্রাণকৃষ্ণ অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বদনচন্দ্রের দুই পুত্র জন্মে। প্রথম শিবপ্রসাদ, তাঁহার দুই পুত্র মহেশ ও উমাকান্ত। দ্বিতীয় নীলকণ্ঠ অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। রামশঙ্করের তৃতীয় পুত্র ভৈরবনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা। রাজা রাধানাথ ঘোষ রায়ের সহিত কন্যার বিবাহ হয়। গৌরচাঁদ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রথম পুত্র কান্তিচন্দ্র, তাঁহার প্রভাসচন্দ্র ও শশাঙ্কশেখর নামে দুই পুত্র ও তিন কন্যা। হরেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র বিধুভূষণ, তৎপুত্র অমলেন্দু। হরেন্দ্রনারায়ণের অপর পুত্র বিজয়চন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সীতাংশুভূষণ ও হিমাংশুভূষণ।

ভুবনেশ্বরের দত্তক পুত্র জগদীশ্বরের একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা। পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ। জগদীশ্বর বসতবাটীর ও সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

কানাইলালের পুত্র তারিণীশঙ্কর পারস্য ভাষায় ও প্রচলিত দেওয়ানী আইনে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি রামপুর বোয়ালিয়ায় কিছুদিন মুন্সেফের পদে কার্য্য করেন ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও চারি কন্যা। প্রথম পুত্র অন্নদা, দ্বিতীয় পূর্ণচন্দ্র, তৃতীয় শরৎচন্দ্র।

শিবপ্রসাদের প্রথম পুত্র মহেশের বাল্যকালে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র উমাকান্ত, তাঁহার ভবানীপ্রসাদ নামে এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মে।

☞ ১২২ পরপৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।
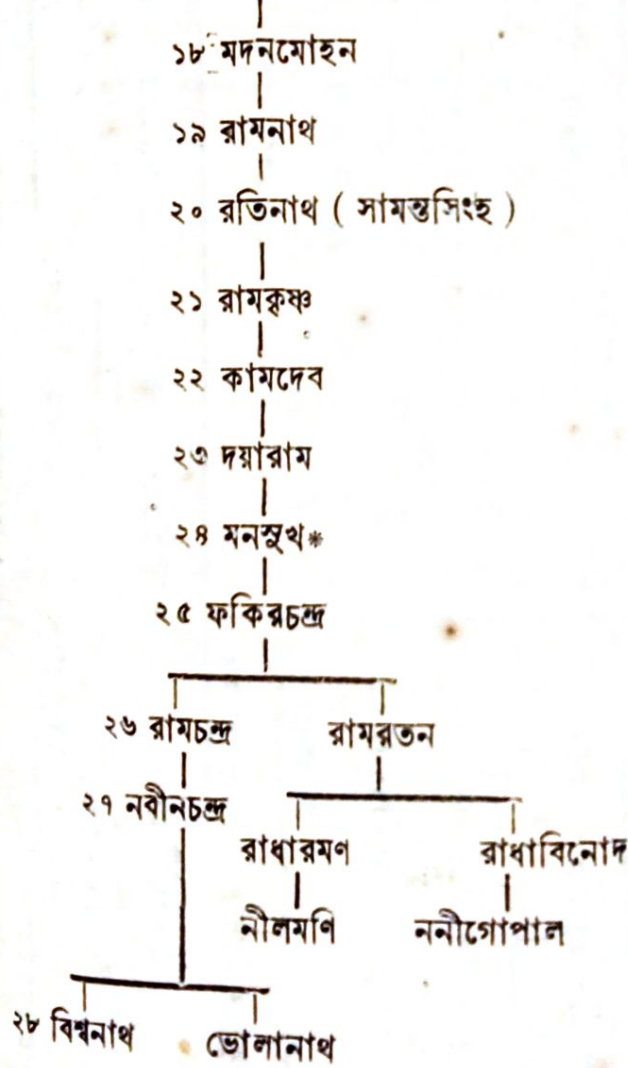
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকায় পাওয়া যায়।
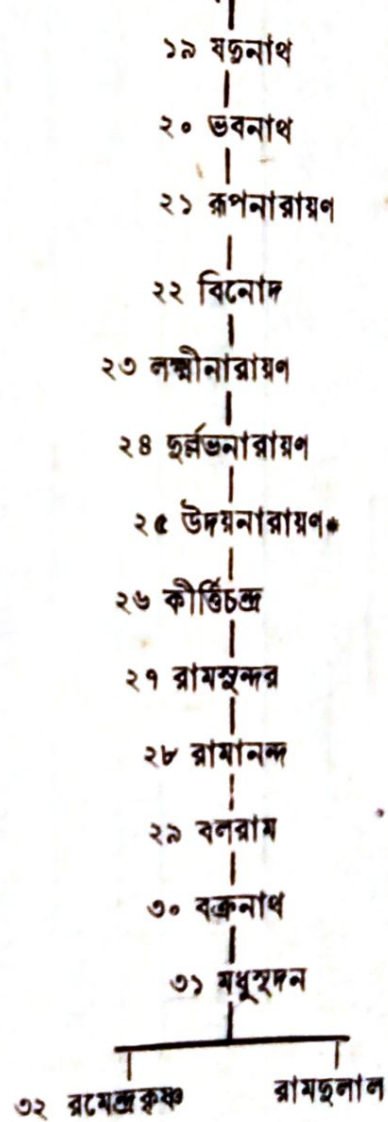
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকায় আছে।

নারদসিংহ-বংশ

কুলগ্রন্থে নারদসিংহের বংশধরগণের বংশকারিকা লিখিত হয় নাই। নিরাবিল ষট্‌কুলের মধ্যে নারদ গৃহীত হইলেও তাঁহার পুত্র গঙ্গারামের বংশাভাব ঘটায় এবং গঙ্গারাম পোষ্যপুত্র গ্রহণ করায় পরবর্ত্তী কুলকারিকায় বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় গোকর্ণ ও পাতণ্ডায় এবং মেদিনীপুর জেলায় বাকুলদা গ্রামে নারদের বংশ রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদীর অধীন মাধবপুর গ্রাম হইতে ১১৫৬ বঙ্গাব্দে নারদ-সিংহের সন্তান গোলাপচন্দ্র সিংহ জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত যশড়া গ্রাম নিবাসী কাশীযোড়া পরগণার তাৎকালিক রাজা শুকদেব ভূঞা কর্ত্তৃক এদেশে আনীত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় বাকুলদা গ্রামে বাস করেন। গোলাপচন্দ্র সিংহ একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা ৺শ্রীশ্রীকালিকামাতার পূজা উপলক্ষে প্রায়ই বাকুলদা হইতে তাঁহার পূর্ব্ব বাস কান্দীতে গমন করিতেন। এজন্য শুকদেব ভূঞা ১১৫৬ বঙ্গাব্দে একখণ্ড সনন্দ দ্বারা তাঁহাকে বাকুলদা গ্রামে ৩৸০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া তথায় ৺শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর পঞ্চমুণ্ডী বেদীগৃহ ও শিবস্থাপনা করিয়া দেন। গোলাপচন্দ্র স্বহস্তলিখিত ৺শ্যামাপূজার পুঁথি দ্বারা কালিকাপূজা করিতেন। ঐ পুঁথির কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

গোলাপচন্দ্রের পৌত্র মহাদেব ও মধুসূদন মাতৃভাষায় ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহারা দীর্ঘকাল পুলবন্দীর ওভারসিয়ারের কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাদেবসিংহ উদারচেতা, বিজ্ঞ ও ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। এই মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ন রাখিয়া বাটীতে শ্রীধর জিউ ঠাকুর স্থাপন ও তাঁহার নিত্যসেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান। অদ্যাবধি তৎপ্রতিষ্ঠিত সেবাকার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে।

☞ বংশলতা ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীধর সিংহ-বংশ

শুকদেবসিংহরচিত সিংহবংশ-কারিকায় লিখিত আছে—

"শ্রীধরেতে বালিয়া গাঁই তাথে যুগল ধারা পাই। হরিহর মুরারি মূল হরিহরেতে অনুকূল।
শ্রীবাস তাহার পুত্র তার ছিল্যা তিন পুত্র। পুষ্পকেতু মালাধর কুলানন্দ তার পর।
তবে বলি মুরারিবংশ পঞ্চ সুতে গ্রাম অংশ। ছিরাম হাড়ো বলিভদ্র রুদ্র নকড়ি পঞ্চ পুত্র।
মহা কানু শ্রীরাম ধারা আজনা ভালাষ বংশ তারা। হাড়ে জান চিরঞ্জীবে জানে কেহ ভেত্যা পাবে।

বলিভদ্রে বংশ দুই জগতে পরমানন্দ থ্ুই। জগতে চন্দ্রকেতু পাই তাথেই সাত পাচ ভাই।

১৬ নারদসিংহ
১৭ গঙ্গারাম
১৮ মুনিরাম (পোষ্যপুত্র)
১৯ সৃষ্টিধর
কেবলরাম
ফাকর
২০ অরবিন্দ
২১ পণ্ডিত
দুলাল
২২ পরমানন্দ
ভুবনানন্দ
২৩ পুরুষোত্তম
শ্রীরাম
২৪ যদুনাথ
বসন্ত
রতিনাথ
২৫ হরিনাথ
২৬ চন্দন
২৭ গোলাপচন্দ্র
২৮ বিশ্বনাথ
২৮ রামনারাণ
গঙ্গারাম
২৯ ধর্ম্মদাস
২৯ আনন্দ
মহাদেব
২৯ নটবর
মধুসূদন
দীনবন্ধু
৩০ দুর্গাচরণ
নীলমাধব
৩০ জগবন্ধু
পরাণচন্দ্র
৩০ গোপাল
৩০ কৃষ্ণগোপাল
অভয়
দক্ষিণা
শশধর
৩১ সারদা
বরদা
পূর্ণচন্দ্র
৩১ কালীপ্রসন্ন
তারাপ্রসন্ন
চন্দ্রশেখর
৩২ যতীন্দ্র
প্রমথ
মন্মথ
৩২ বিজয়
বিমলা
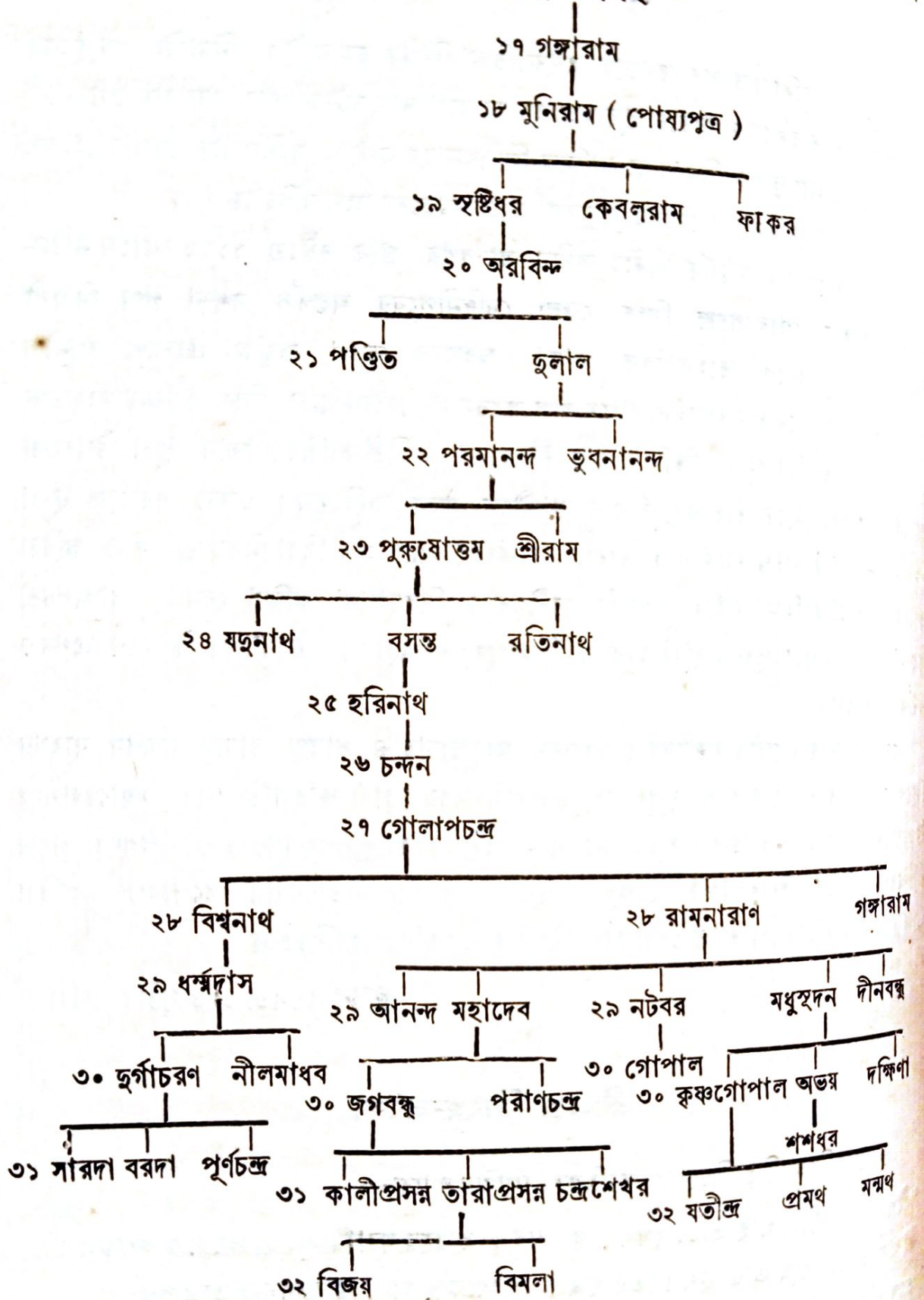
সাতে নৈপুর তিনে নয় দেশ মহেশপুর পাঁচে কয়। মানকরে কেহো গাঁই সাত পাঁচ তিন লিখি ভাই।
পমাইতে মুরাদুরে গ্রাম ভবানন্দপুরে। অনিরুদ্রে বংশচয় ক্রমে নাম লিখি নয়।
মুকুন্দ শ্রীনিধিরাম হিরণ্য কুমুদ ধাম। নরোত্তম কানু বন্দ বাসুদেব গজেইন্দ্র।
শ্রীপতিতে লিখি পরে ক্রমে নাম ঘরে ঘরে। কুমুদেতে ধারা সাত কহি হেতু তিন নাথ।
কমলনয়ন জ্যেষ্ঠ নন্দন করণে শ্রেষ্ঠ। জয়নন্দন পদ্মনাথ রত্নগর্ভ লক্ষ্মীনাথ।
শ্রীগর্ভধারা অশ্বঘাট কুমুদবংশ কৈল পাট। নন্দনে কহি যে সূত্র উপজিল তিন পুত্র।
থিরানন্দে বয়ে বড় বল্লভ করণে দড়। যাদব মিতি তিন ভাই বল্লভেতে নাম পাই।
যদু ত্রৈলোক্য রামনাথ শ্রীধরকুলেতে খ্যাত। থিরানন্দ দেশে বাস সুত অশোক দুর্গাদাস।
যাদবেতে গোপী বলি তাতে রাজীব…পাটুলি। কহিল রুদ্রের বংশ করণে কুলের অংশ।
নকড়ি মুরারি ধারা তাথে পঞ্চ পুত্র পারা। রজনীকর হেমকর জয়দেব তাহার পর।
অপরাজিত নারায়ণ ক্রমে ভাই পাঁচজন। কেহো দেশে অশ্বঘাটে কেহো বংশ নাশ বটে।
কহিল শ্রীধরকুল করণেতে তুলাতুল।"

শ্রীধরের বংশ ও করণ সম্বন্ধে ঘনশ্যামমিত্রের কারিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"শ্রীধর শ্রীধরকুল সভা শোভা করে। বেল্যায় শ্রীধর তাহা তিন ঘরে॥
যদু ত্রৈলোক্য রামাই সিংহ ডাকে। বল্লভ যদু শ্রীধর গুরু কুল পাকে॥
* * * ডাক সরসি রঘু আগে মথুরা তেজা পাক॥
মথুরে মদন তেজা জটায় জনার্দ্দন। তাজা দাসে মাজা হরি বিখ্যাতি করণ॥
কে বলে মথুরানাথ আছে নিরাবিল। শাখোট কুড়ুম্ব গ্রামে ভাঙ্গিলেক খিল॥
তথাচ—সভাই বারাণসী গ্রহণ রাজা দিগম্বরে। রাজীব পিছে কারফরমা যদু দেখি পরে॥
কুশল গ্রহণ ক্ষেম্য সোম বল্লভ-তনয়া। দনুজারি মুরারি বিসমুস্থলী আলয়া॥
মুরারি কুলে অনিরুদ্র কুমুদানন্দ তায়। কুমুদানন্দ-তনয় নন্দনসিংহ যায়॥
ক্ষীরানন্দ স্থিরানন্দ বল্লভ যাদব। নন্দনে নন্দন তিন ভেত্যায় যাদব॥
বল্লভে তনয় তিন ধারা লিখি অক্য। যদুনাথ রামনাথ অনুজ ত্রৈলোক্য॥
যদুতে যুগল ধারা রঘু মথুরেশ। ত্রৈলোক্য পরশুরাম অযোধ্যা বিশেষ॥
স্থিরানন্দে অশোকে কল্যাণসুতা তায়। সুবিদিত বাস বিষ্ণুদাস কলগাঁয়॥
তদনুজ দুর্গাদাস গেলেন বিরূড়া। অশোকে জীবনকৃষ্ণ গ্রহণ মারূড়া॥
মুকুটনন্দিনী তায় ধারা লিখি তিন। প্রাণকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ভরত প্রবীণ॥
প্রাণকৃষ্ণে রাজা দাস দেখি বহড়ান। রামকৃষ্ণে কুড়ুমগাঁ ভবানী কন্যাদান॥
ভরত জজান দেখি মদননন্দিনী। উচিতে উচিত কুল বিখ্যাত অবনী॥
সুতাতে সাবলপুর নাথরা ঘোষকান্দি। মোহন শ্রীকালীচরণ কানুরামের নন্দিনী॥
প্রাণকৃষ্ণ সুতদ্বয় সুতা এক ধরি। রামকানু রসড়া জড়া সাহেব খেতরি॥

সুতা দাসপলসায় দেবীদাসে জড়া। সাহেব শ্রীকালীচরণ দত্তে পণসড়া॥
তনয় বহড়ান মাঝে অকিঞ্চন সুতে। না দেখি দাসের লেশ ধারা চলে যূথে॥
রামকৃষ্ণে রাধাকৃষ্ণ ধরিয়া পাঁচথুপী। বুঝিলাম নারাজ আম কুল পার করিলেন কুপি॥
নিজ মিত্র সুতে নন্দিবাণেশ্বর গেলা। আকুতে আকুতি করি কার্ত্তিকে ঠেলিলা॥
কোপেতে কার্ত্তিক কৈল্যা পাতাণ্ডায় চলে। অনুজে নাখরা চুণাখালি যে কুলে॥
চুণাখালি বলে দড় কক্ষার গুমান। শেষে কালিকাপুরে ঝাঁপ দিঞা হন্ল্যা আর মান॥
যত্নকুলে ডাকে রঘু আট করণে সুর। রসড়া সানন্দে নন্দী পরে শক্তিপুর॥
তিন কলগাঁ মাড়ুরা মারকোলা বহড়ান। তনয়া গয়তা মিত্রে রাজারামে দান॥
পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ধারা চারি কক্ষ অভিলাষী। হরিচরণ সর্ব্বানন্দ কুশল বারাণসী॥
পাঁচথুপী আকুতা কুলাই ভগবতী রসড়া। সুরুড়া মারুড়া পরে সুতা চন্দ্রপাড়া॥
আদান প্রদান নিন্দি নহে এক বর্ণ। হরিচরণে নতিডাঙ্গা সুতায় গোকর্ণ॥”

কুলানন্দ শ্রীধরের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,

“বলির কুলে উপজিল সাত ভাইয়া পাঁচ ভাইয়া। সাত ভাইয়া নৈপুরবাসী বিভা দেশীয়া মাইয়া॥
পাঁচ ভাইয়া সঞ্চার দেশে সভাকে না পাই। মহেশ পার সিংহ মানকরে ভাই॥
যাতু সুত সাত ছাব্বিশা নাতি, ভাব মাটো বটে গোষ্ঠীপতি। পাঁচ ভাইয়া দেশে সঞ্চার সকলকে না পাই॥

বলিভদ্র চন্দ্রকেতুবংশ ও অশোকবংশ

শ্রীধরবংশীয় চন্দ্রকেতু ও অশোকসিংহের বংশ ও কুল সম্বন্ধে শুকদেবের এইরূপ ঢাকরী পাওয়া যায়—

“চন্দ্রকেতু গ্রহ অংশ মনা, যাদব হয় বিভাগ কণা।
মাঝে লক্ষ্মীনাথে তিন ছুইয়া, চাঁদে পুরা এ পাঁচ ভাইয়া।
চন্দ্রকেতু যাদব তাত, যাদব সুতে ভাই সাত। ভবানীতে বিভাভাস, তবে বলি দেবিদাস॥
মোহন বলরাম নাম, গঙ্গা পরশু উভয় রাম। প্রয়াগ সভার শেষে, নিবাস নৈপুর দেশে॥
যাদববংশ সাতেতে, ক্রমৈব নামে ভাতিতে। ভবানী দেবীমোহন, বলোতিরাম ভাজন।
গঙ্গে চ রামূ পরশু, প্রয়াগ সাত ভ্রাতৃষু। যা দিন রাজক কাজ বিরাজিত তা দিনতে দেবিদাস দেওয়ানী॥”

☞ বংশলতা ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাচ—“বালিয়া অশোককুলে পূর্ব্ব লেখা দিয়ে। রামকৃষ্ণ রাধার দীপু বাটীর মাঝে জীয়ে॥
বাড়ি উচিতে ঘরণিবনে কুজড়া পানায় আস। পরটা বাসে বৈসে যথা রামকৃষ্ণ দাস॥
কার্ত্তিক বীর্য্য ক্ষীণ লিখি চলে উদয় ঘোষে। পাশাপাশি গোপী ভাষী বুঝি আছে আসে॥
বিরু ভূষণ। সহর শেষে রামনাথে মেলা। বীরভূমি সাহেবে কালী জগদে লীলাখেলা॥
দীপুর খ্যাতি আন্ধার কৈলে আঙ্গুর পাড়ে দিয়া। জীবন হারা হৈলা দীপু জীবনবাড়ী গিয়া॥
উভয় বাড়ি সোণামুখী তাথে উদয় চুর। ঘনুর নাতি ঢাকরি ভাষে ইতি অশোক পুর॥”

☞ বংশলতা ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
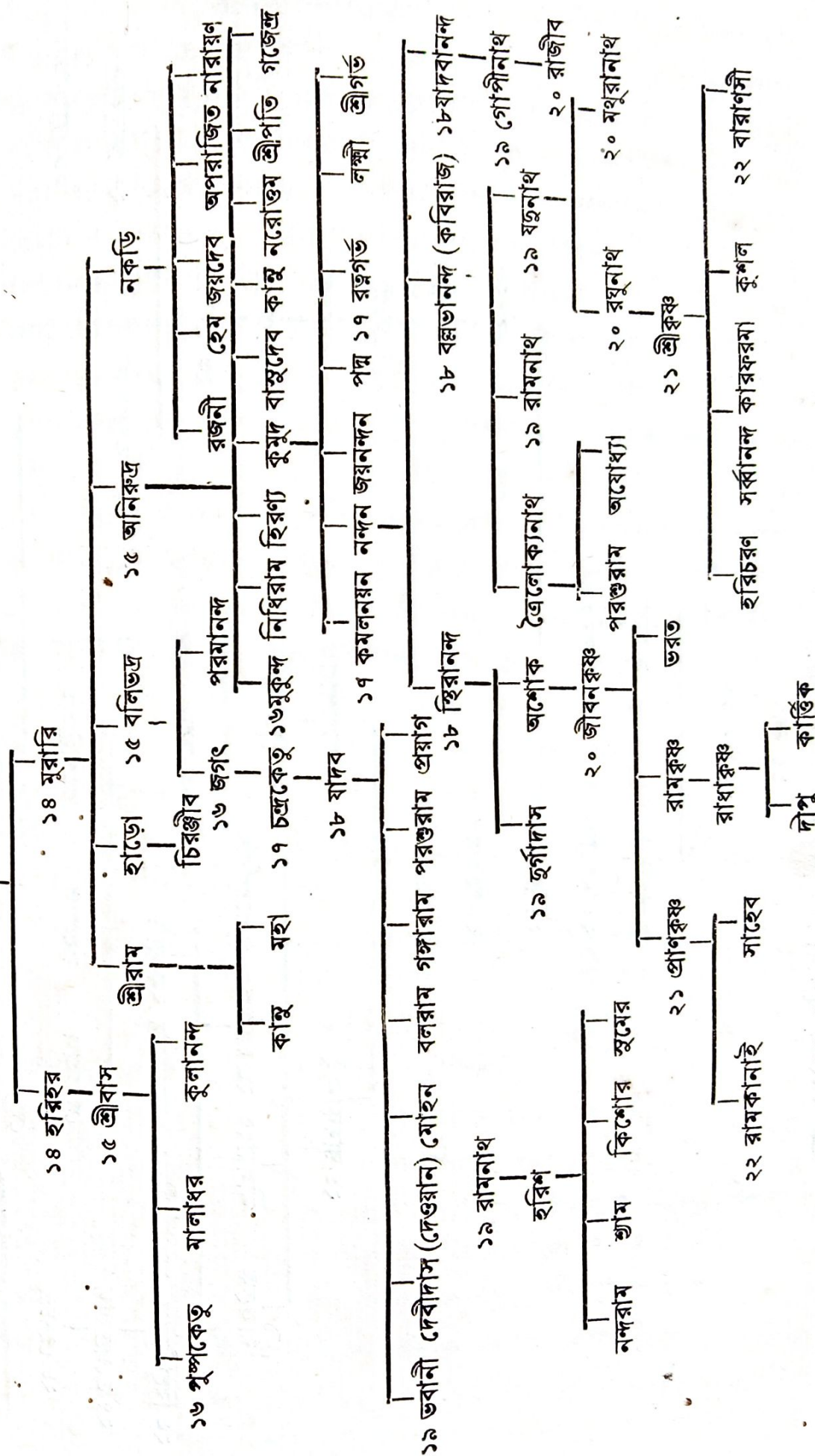
☞ উক্ত সকলের পরিচয় কুলকারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীধরবংশীয় দুর্গাদাস ও অশোকসিংহের ধারা
১৭ নন্দন
১৮ স্থিরানন্দ
১৯ দুর্গাদাস
১৯ অশোক
২০ বলরাম
২০ জীবনকৃষ্ণ
২১ রাজারাম
প্রাণ
রাম
ভরতচন্দ্র
২২ পীতাম্বর
মুরলীধর
২৩ নিত্যানন্দ
রাজচন্দ্র
২৪ রামকানাই
রামগোপাল
বদনচন্দ্র
রাজকৃষ্ণ
নীলমাধব
২৫ দীনবন্ধু
পরেশনাথ
কালীপ্রসাদ
২৫ প্রেমচন্দ্র
২৬ মাধবচন্দ্র
২৬ বিহারীলাল
যশোদাজীবন
জানকীরাম
বনওয়ারি
রাধিকাপ্রসাদ
ললিতাপ্রসাদ
২৭ ব্রজেন্দ্রলাল
রাধিকাপ্রসাদ
২৭ গোকুলচন্দ্র
গৌরলাল
কৃষ্ণলাল
কিশোরীলাল
২৮ হেমচন্দ্র
২৮ রোহিণীনন্দন
দেবেন্দ্রনারায়ণ
২৯ জগদীশ
জনার্দ্দন
রামসদয়
২৮ বীরেন্দ্রনাথ
২৭ যতীন্দ্রপ্রসাদ
মুনীন্দ্রপ্রসাদ
মুকুন্দপ্রসাদ

শ্রীধর—রঘুনাথবংশ।

শুকদেব রঘুনাথের ধারা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বাল্যা রঘুসুত শ্রীকৃষ্ণধারা চারি ভাষি। হরি সবাই কুশলসিংহ শেষে বারাণসী॥
কুশল কুলে রামেশ্বর পাল্‌টি তুঙ্গ ঘোষে। সর্ব্বানুজে যুগল সুত পাকে সরসি রাসে॥
তুঙ্গা তুঙ্গে গোকুলসিংহে কিঙ্করাখ্যে গোটা। আগে পাছে শুদ্ধ যুগল বারাণসীর বেটা॥
দোষে গুণে উদয়কুল হরিচরণে ধারা। কিনু দীনু সবারি অনু কিনু করকরা॥
কুশল হাঁড়ি দনুজারিতে নিবাস অস্থলি। ধারা যুগল রামেশ্বর রমাকান্ত বলি॥
শূন্য কান্তে রামেশ্বর সানন্দে বল্লভসুতা। দান তিন পীন লিখি ঘোষে কক্ষযুতা॥
কারফরমায় রাধা ধারায় বিশুদ্ধ কুল। মণি তায় সুত তুঙ্গ গন্ধ উভয় রাজে মূল॥
কুলাই বংশী রূপসুতে জগন্নাথে ডাক। সুত গিরি হাপু নেহাল তিন ঘোষে কক্ষপাক॥
গিরি গ্রহণী পঞ্চথুপী বংশী কানু পরে। হাপু রসড়া চামরবংশ শুদ্ধ সুতা ঘরে॥
নেহাল বৈষ্ণবের গ্রহণ তাথে ধারা পুণ্য। গিরি হাপু কৃষ্ণ যুগল তাথে ধারা শূন্য॥"
"বাল্যা সর্ব্বানন্দ কারফরমায় রাধার বাড়ী বাসে। পক্ষশেষে শূন্য দিয়ে বিভা ছিল দাসে॥
দানে অযোধ্যায় মেঘের আড়ে নন্দী বাণেশ্বরে। ধারামোহন আগে পাছে দাসে গ্রহণ ঘরে॥
কিনু দীনু যুগল ধারা দীনু শূন্যাংশ। কিনু গোকর্ণ শূন্য পাছে দাস আছে বংশ॥
দানে সুতা রাজায় ভাঁড্যা করাঘাতে হ্রাস। ঘোষে কেবল কারফরমা শেষে সবাই দাস॥"

রঘুনাথের পৌত্র হরিচরণসিংহের বংশ ও কুল সম্বন্ধে শুকদেব এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"হরিচরণে গ্রহণ দুই রাম বীরু শুরুড়া দাসে। আদি পক্ষে ধারা তিন দান চারি শেষে॥
সাবল সুন্দর বটে পাটুলি ঘোষে দায়। নারায়ণকুলে শুদ্ধ ঘোষ ইতর ভাষা গায়॥
মেঘ শরে আত্মারাম সুত বীরু ঘোষে। পরে পুখরিয়া জীবনদাসে নিবাস বিদেশে॥
সুত জিতরাম প্রতাপ পরে উদয়বংশ কুল। জিতে সন্তোষ পঞ্চথুপী বংশহীন মূল॥
প্রতাপ গ্রহণী দাস দাসে সরস ভাষা। পাচড়া পরে সবারি রূপ খাজুরবাসী আশা॥
উভয় পক্ষে উভয় উভয় সুতা কেবল চারি। আগে দনুজারিতে নারায়ণসুতে অস্থলিতে সারি॥
দেশে রাজবল্লভসুত নরু হাজরায় থুই। পরে জগুর দীপু বীরস্থলি একই বংশ দুই॥
শেষে কটু মালিক রাজ বেণী প্রতাপ দাপ পাড়ি। প্রতাপ দেখি উদয় পাছে সভারি রূপে হাঁড়ি॥
পুনঃ দনুজারিতে নারায়ণসুতে হৃদয়রামে দান। পরে বহড়ানী কেবল দাস বিক্রম॥
ধারা ঠিক গৌরীর পক্ষে রামজীবন আদি তিন। হরি প্রতাপ জিতে শূন্য দিতে উদয়বংশ পীন॥
বীরুর হাঁড়ি হরির বাড়ী কুলাই খাজুর বাস। জীবনপুরে জীবন অনুজ পক্ষশেষে দাস॥
উভয় পক্ষ উভয় ধারা সুতা এক আগে। দত্তে মোনাইসুতে বাসি কুল কিরূপে লাগে॥
ধারা দুলাল মিলে চন্দন দুঃখু কাশীপুরে। গৌরীরে হাজরা লক্ষ্মণসুতা রামকান্তঘরে॥
নিতাইসুতে সুতা দিতে গৌরীরে বিদ্ধাই কুল। রামজী গোকর্ণ বিভা মিত্রবংশমূল॥
দোষে গুণে হরিচরণে পরে উদয়কুল। ঘন্নুর নাতি শুদ্ধ কহে বুঝ তুলাতুল॥"[১৩০ পৃঃ বংশলতা]

শ্রীধরবংশ—রঘুনাথের ধারা

- ২০ রঘুনাথ
  - ২১ শ্রীকৃষ্ণ
    - ২২ হরিচরণ
      - ২৩ জিতরাম
      - প্রতাপ
      - উদয়
        - ২৪ বীরনারায়ণ*
          - ২৫ দুলালচন্দ্র
            - ২৬ শম্ভুনাথ
              - ২৭ অনুপচন্দ্র
              - লালচন্দ্র
              - শুকচন্দ্র
              - মাণিকচন্দ্র
                - ২৮ যজ্ঞেশ্বর
                  - ২৯ ব্রজসুন্দর
                    - ক্ষেত্রনাথ
                  - কৃষ্ণসুন্দর
                    - গৌরসুন্দর
                  - মধুসূদন
                  - গোপেশ্বর
                    - ৩০ শশাঙ্ক
                - বিশ্বেশ্বর
                  - রজনী
                    - গৌরীপদ
                    - বৈদ্যনাথ
            - রাধানাথ
              - স্বরূপচন্দ্র
                - ভুবন
                  - কিশোরী
                    - বিনয়
              - নীলকণ্ঠ
                - রামকানাই
                  - বিহারী
                    - কেনারাম
                      - বাসন্তী
                    - গোপেশ
                      - রমেশ
                    - কান্তি
                      - রাধা
                    - নরেশ
                      - বীরেন্দ্র
                  - কৃষ্ণনারায়ণ
                    - শরৎ
                      - পূর্ণেন্দু
                    - রাধাশ্যাম
                      - পুত্র
                    - নিতাই
                      - পুত্র
          - রামচন্দ্র
            - গুরুচরণ
              - কুড়ারাম
              - শ্রীরাম
                - কৃষ্ণলাল
                - মতিলাল
                - শশী
            - সাধুচরণ
              - বিহারী
                - হীরালাল
                  - নলিনী
                  - ক্ষীরোদ
                  - খগেন্দ্র
                  - পুত্র
                - মদন
            - গোবিন্দ
            - গোপাল
        - গরীব
        - রামজয়*
    - ২২ সর্ব্বানন্দ কারফরমা
      - রাধা
        - গিরি
        - হাপু
        - নেহাল
      - কিনু*
      - দীনু*
    - কুশল
      - রামেশ্বর
      - রমাকান্ত
    - ২২ বারাণসী

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকা:য় পাওয়া যায়।

রঘুনাথের ধারা বারাণসীবংশ।

শ্রীধরবংশীয় রঘুনাথের ধারা বারাণসীসিংহের বংশ ও কুলকার্য্য সম্বন্ধে শুকদেবসিংহের 'ঢাকরী' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"বারাণসী যদুনন্দন, ভগবতী গ্রহণী গুণ। দান তিন দাসে ঘোষে, সুরুড়া লাখরিয়া বাসে।
গোপালমল্লিক সুতে, কুলাই রাজা প্রাণনাথে। ডাক সরসি ধারা থুই, গোকুল কিঙ্করের দুই।
গোকুল গ্রহন সৌম্য, মেঘ শর পার্ব্বতী ক্ষেম্য। দানে হাজরা গৌরীসুত, ভিখুর সুত সুতে যুত।
সুবংশ চন্দ্রের ঘটা, ক্রমে লিখি সাত বেটা। লালু দীপু রূপ কন্দ, খোসাল কৃষ্ণ কীর্ত্তিচন্দ্র।
প্রসাদ সপ্তম সুত, লালচন্দ্রে হাঁড়ি যুত। সানন্দে বল্লভ আগে, সবে চণ্ডী ক্ষেম্য মেঘে।
দীপে জ্যোতি রাধা নামে, রামরাম মল্লিক ধামে। বংশ কানু রূপে শোভা, উচিত সুদামে লোভা।
খোসালে গ্রহণী পাবে, বংশে রঘুসুত ডাকে। কৃষ্ণ সানন্দ আনন্দমতি, বল্লভ সুধারা খ্যাতি।
উচিত কালী কীর্ত্তি ডাক, রীতি লিখি গোকুল পাক। কিঙ্করের কুলাই কুল, নন্দরামে শচী মূল।
দান রাজবল্লভ পরে, গৌরচরণে জীবন ঘরে। মিলে রাজা ভিখারী সুতে, বাবুর নয়ান যদুর পথে।
লোহারাম যুগল ধারা, হাঁড়ি নাড়ি কক্ষ খরা। লোহারাম রামে খুদু, সিদ্ধাসিদ্ধ শুধাশুধু।
যুগল সানন্দে যুতা, নবুর বংশে বাসু সুতা। ঘনুর নাতী ঢাকরী ভাষে, কিঙ্কর পালটে দোষে।"

[১৩৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

রায় পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

উক্ত বারাণসী-বংশে উত্তররাঢ়ীয় কুলগৌরব পূর্ণেন্দ্রনারায়ণের জন্ম।

[১৩৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

পূর্ণেন্দ্রনারায়ণের প্রপিতামহ মাধবসিংহের ২টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভুবন। কনিষ্ঠ পুত্রটী রসড়ায় জয়দেববংশে বৈদ্যনাথ রায় ওরফে লক্ষ্মীকান্ত রায়ের দত্তকপুত্র হইয়া শ্রীকান্তরায় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রীকান্ত বহরমপুরের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। মাধবসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবনসিংহ ছাতিনা-কান্দীর মৌলিক বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভুবনসিংহের একমাত্র পুত্র হরিদয়ালসিংহ মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া অধিকাংশ সময় ছাতিনা-কান্দীতেই বাস করিতেন। হরিদয়ালের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ বিনাম গোপাল, মধ্যম হরেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ পূর্ণেন্দুনারায়ণ।

আশুতোষের বিবাহ সানন্দবংশে কান্দীতে হীরালাল ঘোষের একমাত্র কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র মনোরঞ্জন শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি খুল্লতাত পূর্ণেন্দুনারায়ণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া এক্ষণে ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। হরিদয়ালের বিবাহ রসড়ানিবাসী কৃষ্ণসুন্দর ঘোষকন্যা ব্রজাঙ্গনার সহিত হইয়াছিল। ব্রজাঙ্গনার দুই ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র রাণী কাত্যায়নীর দুই পুত্রবধূর দত্তক গৃহীত হইয়াছিলেন।

পূর্ণেন্দুর শৈশবাবস্থায় পিতা পরলোক গমন করেন। এজন্য ব্রজাঙ্গনার উপরেই পুত্র ও কন্যাদিগের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। যদিও তিনি রাজার ভগিনী ছিলেন, তথাপি নিজের অবস্থার হীনতা জানাইয়া কাহারও দ্বারস্থ হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এদিকে আয়ের সংস্থানও অতি সামান্য ছিল। কান্দী স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইলে ভবিষ্যতে ছেলেদিগের শিক্ষার অন্য কোনও উপায় না থাকায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ রায়বাহাদুর ছেলেদিগের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভারবহনে সম্মত হওয়ায় তেজস্বিনী ব্রজাঙ্গনা সমাজের লোকের ভুয়ো ভুয়ো নিষেধ সত্বেও শাণ্ডিল্য ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। শাণ্ডিল্য ঘোষ-বংশীয় রায়-বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যার সহিত পূর্ণেন্দুর ও ভাগিনেয়ীর সহিত হরেন্দ্রের বিবাহ যথাকালে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহই পূর্ণেন্দুর উন্নতির কারণ হইল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া প্রথমে পাটনা কলেজে ও পরে পূর্ণেন্দুকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এম্, এ ও পরে বি, এল্ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণেন্দুকে লইয়া গিয়া পাটনার সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। নিজ কৃতিত্বগুণে অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণেন্দু সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণেন্দুর যেমন আইন জ্ঞান তেমনি মিষ্টভাষা, সর্ব্বোপরি তাঁহার হাসিপূর্ণ সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সকলেই মোহিত হইত। অল্পদিন পরে বাঁকিপুরে নিজের বাড়ী প্রস্তত হইলে শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। অন্নদান আরম্ভ হইল। বহু দরিদ্র বালক এবং কর্ম্মপ্রার্থী তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। পূর্ণেন্দুর যেমন আয় তেমনি ব্যয়। কিছুই থাকে না, তাঁহার পত্নীও স্বামীর ন্যায় উদারচেতা, নিজ পর জানিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, অতিথি সৎকারের জন্যই যত পরিশ্রম। পূর্ণেন্দু বাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ অনেক সময়ে তাঁহাকে ব্যয় সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ দিলেও তিনি ব্যয় সংকোচ করিতে পারেন নাই। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ যখন যেরূপ অবস্থায় রাখিবেন তখন সেইরূপেই ব্যয় চলিবে। আমি অর্থ সম্বন্ধে এত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে পারিব না।"

পাটনার যে কোনও সাধারণ হিতকর কার্য্য হইত তাহাতেই পূর্ণেন্দু থাকিতেন। রাজ-পুরুষগণ ও জনসাধারণ-হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, বেহারী, ভারতবাসী সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পূর্ণেন্দুকে সম্মান করিতেন ও ভালবাসিতেন। পূর্ণেন্দুর প্রধান কীর্ত্তির মধ্যে—

(১) বেহার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এক্‌জিবিশন। পূর্ণেন্দুর চেষ্টায় ও উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট এবং বেহার প্রাদেশিক সকল জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের যোগে একটী এক্‌জিবিশন বা প্রদর্শনী খোলা হয়। বেহারের লাটসাহেব এই প্রদর্শনী-সমিতির সভাপতি ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ সম্পাদক ছিলেন। প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী হইয়া থাকে ও এতদ্দারা বেহারের শিল্প ও বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে।

(২) বাঙ্গালা ও বেহার যখন একত্র ছিল, তখন হইতে পূর্ণেন্দু সরকারী কৃষি-সমিতির

রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ কৈশর-ই-হিন্দ

সভ্য ছিলেন। বঙ্গের ছোট লাট এই সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং ডিরেকটর জেনারল অব এগ্রিক্যালচার এই সমিতির আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন।

(৩) বেহার ল্যাণ্ড হোল্‌ডারস্‌ এসোসিয়েশন বা জমিদার-সভা। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেনের চেষ্টায় এবং দ্বারবঙ্গেশ্বর মহারাজ লছমীশ্বর সিংহের উদ্যোগে এই সমিতি স্থাপিত হয়, পূর্ণেন্দু এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।

(৪) বাঁকীপুর এঙ্গলো স্যাংস্কৃট ইন্‌ষ্টিটিউশন। এটী একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সংস্কৃত চর্চ্চার সমধিক সুবিধার জন্য পূর্ণেন্দু নিজ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন এবং ইহার বিস্তৃত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেন। স্কুলের যাবতীয় ব্যয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ নির্ব্বাহ করিতেন। পরিশেষে থিওস্‌সিক্যাল সোসাইটীর হস্তে এই স্কুলের কার্য্য-নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া যান।

(৫) পূর্ণেন্দু বাল্যকাল হইতেই ধার্ম্মিক ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি একজন পঞ্জাবী সাধুকে বহু বৎসর নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহার নিকট বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে বহুপ্রকার টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া একজন ভক্ত বৈষ্ণব হইয়া পড়েন। তাঁহার "পৌরাণিকী কথা" এবং "পন্থা" নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার কি প্রকার আস্থা ছিল।

(৬) ভারতে থিওসফিকেল সোসাইটীর স্থাপয়িতা কর্ণেল অল্‌কট্‌ ও ম্যাডম্‌ ব্ল্যাভাট্‌স্কির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, পরে মিসেস এনি বেশান্ত পূর্ণেন্দু বাবুর গুণে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে থিওসফিকেল সোসাইটীর সম্পাদক নিযুক্ত করেন। মিসেস্‌ বেশান্ত মধ্যে মধ্যে পাটনায় আসিয়া পূর্ণেন্দু বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেন। পূর্ণেন্দুনারায়ণ থিওসফিকেল সোসাইটীর জন্য পাটনা কালেকটরির এলাকা মধ্যে কিছু জমিদারী সম্পত্তি খরিদ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত চর্চ্চাসূত্রে পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বেদান্ত-রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। থিওসফিকেল সোসাইটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ভারতের বহু নগরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে হইত।

(৭) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সৃষ্টি অবধি পূর্ণেন্দুনারায়ণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩২৩ সালে এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার সৃষ্টি হইলে স্বর্গীয় মহারাজ সার্‌ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এই সভার সম্পাদক ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আজীবন উৎসাহের সহিত স্বজাতির উন্নতিকল্পে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

(৮) বেহার বাঙ্গালা হইতে পৃথক্‌ হইয়া তথায় পৃথক্‌ ব্যবস্থাপক সভা হইলে পূর্ণেন্দু-নারায়ণ উক্ত সভার সরকারী মনোনীত সভ্য নিযুক্ত হইতেন।

(৯) বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সৃষ্টির বহুপূর্ব্ব হইতে মিসেস্‌ বেশান্ত ও জাষ্টিস্‌

কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলাঙ্গের সহিত যুক্তি করিয়া পূর্ণেন্দুনারায়ণ কাশীতে বিদ্যালয় স্থাপন করাইয়া তথায় হিন্দুবালকদিগের ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রবিবারে তাঁহাকে এজন্য পাটনা হইতে কাশীধামে যাইতে হইত।

(১০) পূর্ণেন্দুবাবুর উদ্যোগে পাটনায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বান হইয়াছিল। তৎকালে ইনি বেহারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যেরূপ দক্ষতার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার্হ।

(১১) সন ১৩২৯ সালে কান্দীরাজধানীতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভার একটী সাধারণ অধিবেশন হয়। রাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কালরোগে গ্রস্ত হওয়ায় মুনীন্দ্রচন্দ্র যথাকালে কান্দীতে উপস্থিত হইতে না পারায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ণেন্দুনারায়ণ সভাপতির আসন গ্রহণ কয়িয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। পূর্ণেন্দুবাবুর চেষ্টায় ফতেসিং সমাজের অধিকাংশ কায়স্থই উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

(১২) পূর্ণেন্দুনারায়ণ গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ১৯০৬ খৃঃ অব্দের নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে কাইসার-ই-হিন্দ্ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধির সনন্দ ও স্বর্ণপদক প্রদান জন্য উক্ত জানুয়ারী মাসে ভারতের নবাগত বড়লাট লর্ড মিণ্টো পাটনায় গিয়া দরবার করিয়া বহু সম্মানের সহিত তাঁহাকে এই স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। উপাধি বা পদক অনেকেই পাইয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ণেন্দুনারায়ণের সম্মানবর্দ্ধনার্থ যেন লর্ড মিণ্টো ভারতে পৌঁছিয়াই একমাস মধ্যে এই দরবার করিয়াছিলেন।

রাজপুরুষগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাঁহার স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু লর্ডসিংহ যখন পাটনায় গবর্ণর ছিলেন, তখন পূর্ণেন্দুবাবুর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার বাহ্য নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ইংরাজী সন ১৯২৩ সালের জুন মাসে হৃদ্রোগে পূর্ণেন্দুনারায়ণ কর্ম্মজীবনের অবসান হয়। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের সর্ব্বত্রই এবং বহু সংবাদপত্রে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। পাটনার সুবৃহৎ শোকসভায় তদানীন্তন গবর্ণর সার্ হেনরি হুইলার সভাপতি ছিলেন এবং সাশ্রুনয়নে তাঁহার গুণবর্ণনা করিয়া শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচনকালে উক্ত গবর্ণর সাহেব ও জষ্টিস্ কুলবন্ত সহায় উপস্থিত হইয়া অশ্রুজলের সহিত যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা পাটনার লোকে অনেক দিন স্মরণ রাখিবেন।

পূর্ণেন্দুনারায়ণ একটী পুত্র ও ৩টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পুত্র শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথের পুত্র মহারাজ জগদীশনাথের সহিত সন ১৩২২ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে সম্পন্ন হয়, উভয় পক্ষ কলিকাতায় বাসা করিয়া এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য উভয় পক্ষই উপবীতী থাকায় ক্ষত্রিয়াচারে এই বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল

রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

উক্ত রঘুনাথের ধারায় বারাণসী সিংহবংশীয় পার্শ্বনাথ সিংহের প্রথম পক্ষের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা কৃষ্ণসুন্দরী ও পুত্র সূর্য্যনারায়ণ সিংহ হইতেছেন। সন ১২৪৮ সালের ১৬ই আষাঢ় সোমবার সূর্য্যনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান ছিলেন না। যখন সূর্য্যনারায়ণের ৬।৭ বৎসর বয়স তখন ভাগলপুরের সুবিখ্যাত মহাশয়বংশে মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের সহিত কৃষ্ণসুন্দরীর বিবাহ হয়। সেই সূত্রে সূর্য্যনারায়ণ ভাগলপুরে আসিয়া স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র (জষ্টিস্, সার) ও স্বর্গীয় কালিকা দাস দত্ত (দেওয়ান, কুচবেহার এষ্টেট্) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত সমভাবেই ছিল।

১৮৬১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৯ বৎসর ব্যাপী কর্ম্মজীবন মধ্যে নানা কার্য্যে সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন ও তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সন ১৮৬২ সালে তাঁহাকে সরকারী উকীলের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই সময়ে সাঁওতাল পরগণা একটী পৃথক্ জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে সূর্য্যনারায়ণ সাঁওতাল আইন সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই সাঁওতাল আইনে স্থান পাইয়াছিল।

১৮৬৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নীর দত্তকপুত্র গ্রহণ ব্যাপার লইয়া জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য দুইবার প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত যায়। ইহাতে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ উভয়পক্ষে নিযুক্ত হন। তাঁহারা সূর্য্যনারায়ণের কার্য্য-কুশলতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা এবং আইনের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় সূর্য্যনারায়ণ ১৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তাঁহার ভগিনী কৃষ্ণসুন্দরী ইং ১৮৮০ সালে মোকদ্দমায় শেষ জয়লাভ করেন। তাঁহার গৃহীত দত্তকপুত্র তারকনাথ স্বর্গীয় মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের উত্তরাধিকারিত্বে নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার জমিদারী পরিদর্শনের সম্পূর্ণ ভার সূর্য্য-নারায়ণের উপর ন্যস্ত হয়। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিলে অনেক বড় জমীদারও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

তিনি কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য ছিলেন। এই সভার সভ্য হইবার অল্পদিন পরেই ভাগলপুর বিভাগের জমীদারগণের হিতকল্পে তিনি ‘ভাগলপুর-ল্যাণ্ড-

হোল্ডারস্ এসোসিয়েসান্' নামে একটী সভা স্থাপন করেন এবং যাবজ্জীবন তাহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৮৫ সালে যখন বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া মতামতের জন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়, তৎকালে সূর্য্যনারায়ণ ভাগলপুর-ল্যাণ্ড-হোল্ডারস্-এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে বহু চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ যে সকল মন্তব্য প্রেরণ করেন গভর্ণমেণ্ট তাহার অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের ও দশের মঙ্গল সাধনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। প্রথম হইতেই তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন এবং জিলা স্কুল কমিটি, ডিস্পেনসারী কমিটি, রোড সেস্ কমিটি প্রভৃতির মেম্বার ছিলেন এবং জেলের ভিজিটার বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রোডসেস্ কমিটি যখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে পরিণত হয় তখন তিনি ঐ বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলার অনেক বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় বিশেষতঃ জলের কল তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটির পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জলের কল লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এককালীন ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করিয়াছিলেন। ভাগলপুর মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য-পরিচালনে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট ইং ১৮৮৮ সালে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ভবিষ্যদ্জ্ঞান, স্বাবলম্বন, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসাধারণ পরিশ্রমশক্তি সূর্য্যনারায়ণের উন্নতির কারণ। তিনি একদা বাল্যবয়সে বর্ষাকালে নিশীথে সন্তরণপূর্ব্বক নদী পার হইয়া বৃক্ষোপরি রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন রাত্রিকালে তাঁহার তল্লাস পান নাই। প্রাতঃকালে সন্ধান পাইয়া সকলে তাঁহাকে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি পুনরায় পাঠে ব্যাঘাত উৎপাদন না করিবার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে সম্মত হন নাই। তদবধি আর কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

সূর্য্যনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, বহু দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন। তাঁহার নিজ বাটীতেই ২০।২২টী ছাত্রকে রাখিয়া তাহাদের অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশেষ সম্মান ছিল, এবং অনেকে তাঁহার নিকট যোগ্যতা অনুসারে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন। নিজ গ্রাম বালিয়ায় তাঁহার পিতৃস্মৃতি "পার্শ্বনাথ সিংহ স্কুল" নামে একটী বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। প্রতি রবিবারে দরিদ্রদিগের জন্য কয়েক মণ চাউল বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ভগিনী কৃষ্ণসুন্দরীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন দূরদেশে থাকিলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন যে কোনও প্রকারেই হউক ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়া তাহার দিদির নিকট "ভাই ফোটা" লইতেন।

রায় বাহাদুর সূর্য্য নারায়ণ সিংহ

শ্রীরমণী মোহন সিংহ

*চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত শুকদেবসিংহের কারিকায় পাওয়া যায়।

শ্রীধর—মথুরানাথের ধারা

১৯ যদুনাথ

২০ রঘুনাথ ২০ মথুরানাথ

২১ হরেকৃষ্ণ ২১মদনমোহন ২১ভগবান্ ২১বাসুদেব

২২ রামেশ্বর কেশব ২২ কৃষ্ণপ্রসাদ ২২ মুকুন্দ ২২ বিনোদ লক্ষ্মণ

বৃন্দাবন

২৩ ভগীরথ ২৩ কুঞ্জবিহারী উদ্ধব (ভোলানাথ) রাধাকান্ত

একুসিংহ (চাঁদপাড়া)

রামশঙ্কর

২৪ দীননাথ রামজীবন সদাশিব বিশ্বনাথ

স্বরূপচন্দ্র

২৫ রাধানাথ কৃপানাথ ২৪ গঙ্গারাম ২৭ পদ্মলোচন রামচন্দ্র

২৬ গোরাঙ্গ বৈকুণ্ঠ ২৫ বিশ্বরূপ ২৮যোগেন্দ্রনারায়ণ চণ্ডীচরণ

২৭ ব্রজনাথ ব্রজনাথ ২৬ চন্দ্রশেখর

অবিনাশ রমেশ

২৮ লোকনাথ

রাসবিহারী ২৭ তীর্থ সূর্য্যনারায়ণ মহীন্দ্র

২৯ জগন্নাথ

৩০ জানকীনাথ

২৯রমণী কালাচাঁদ তারাচরণ অক্ষয় পার্ব্বতীচরণ

৩১ বিনয়েন্দ্রনাথ

২৮ মনোমোহন ২৮নলিনীমোহন ২৮রাধারমণ

২৯ ভুজঙ্গভূষণ বিভূতিভূষণ সুধীর ননীগোপাল

২৯ নরেশচন্দ্র সত্যেশচন্দ্র ব্রজেশচন্দ্র

২৯ গোপেশ্বর রামতারণ হরিতারণ বিশ্বেশ্বর বীরেন্দ্র ধীরেন্দ্র

শ্রীধর—মথুরানাথের ধারা

২০ মথুরানাথ

২১ হরেকৃষ্ণ

২২ রামেশ্বর ২২ কেশব ২২ কৃষ্ণপ্রসাদ মুকুন্দ বিনোদ লক্ষ্মণ

২৩ হৃদয়রাম ২৩বাবুরাম ২৩বৈদ্যনাথ ২৩ভগীরথ ২৩ কুঞ্জবিহারী ২৩ভোলানাথ ২৩রাধাকান্ত

২৪ রাসকলাল ২৪নীলকণ্ঠ শম্ভুনাথ নন্দলাল ধরণীধর

২৫ বংশীধর ২৫বাণেশ্বর শাকলচন্দ্র

ভৈরব কালী ২৬বীরেশ্বর (বাস পুখুরিয়া) রামহরি জানকী রাধাচরণ

২৫ দেবদত্ত রামনিধি অশোক রাঘব রামচন্দ্র

শিবনারায়ণ বোধনারায়ণ লালবিহারী (হিলোড়া)

উদয় বীরনারায়ণ নকড়ি কৃষ্ণজীবন ত্রিলোচন

শ্রীধরবংশ—মথুরানাথের ধারা

২০ মথুরানাথ

২১ হরেকৃষ্ণ

২২ কৃষ্ণপ্রসাদ

২৩ রাধাকান্ত

২৪ সনাতন   জয়নারায়ণ

২৫ রামলোচন (বাস পুখুরিয়া মালদহ)

২৬ রাজীবলোচন   রাধাচরণ   রাসবিহারী

২৭ বিপিনবিহারী

লালমোহন   মনোমোহন   নবীনমোহন

নিতাই   ২৮ মতিলাল   ২৮উপেন্দ্রনারায়ণ   মদন

চারু   ফণী   শশাঙ্ক   হরেরাম   হরিময়

কন্যা
বিবাহ দিনাজপুর
মহারাজা সার
গিরিজানাথ রায়

যশোদা   সরোজাক্ষ

২৯ নরেন্দ্র   রাজেন্দ্র   গোপেন্দ্র

নলিনাক্ষ   অনিল

৩০বিমলেন্দু

২৯ আনন্দ   সরসী   রাধামোহন

সূর্য্যনারায়ণের আভিজাত্যাভিমান প্রবল ছিল। কোন কুলীন কায়স্থ অপেক্ষাকৃত হীন-মর্য্যাদ কায়স্থের বাড়ীতে আদান প্রদান করিলে তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন, এবং যাহাতে সকলে সমাজমর্য্যাদা ও স্ব স্ব বংশমর্য্যাদা রক্ষা করেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, "কায়স্থ রাজার জাতি তাঁহারা কখনও নীচ কার্য্য করিতে পারে না।" কোন বিপন্ন স্বজাতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

সূর্য্যনারায়ণ বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রসড়ার জয়দেববংশীয় ব্রজসুন্দর ঘোষের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন।

তাঁহার কন্যা সরলার বিবাহ রসড়া সানন্দবংশে চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশী-ভূষণ ঘোষের সহিত সন ১২৮৯ সালে আষাঢ় মাসে নির্ব্বাহ হয়। এই উপলক্ষে তিনি বহু কুটুম্ব স্বজন ভাগলপুরে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহনের বিবাহ রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায় সাহেব বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত সন ১২৯২ সালে আষাঢ় মাসে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

সূর্য্যনারায়ণের জীবদ্দশায় সরলার দুইটী কন্যার এবং রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্র-নারায়ণের (সন ১২৯৮ সালের ১৯শে পৌষ), জ্যেষ্ঠা কন্যার (সন ১৩০৩ সাল বৈশাখ) ও কনিষ্ঠ পুত্র সতীন্দ্রনারায়ণের (সন ১৩০৭ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) জন্ম হয়।

সূর্য্যনারায়ণের স্বর্গারোহণের পরে সন ১৩০৭ সালের ২৭শে মাঘ তারিখে জগদানন্দপুরে দেবনারায়ণ ঘোষ চৌধুরীর কন্যার সহিত সৌরেন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়।

সন ১৩০৭ সালের ৩১শে আষাঢ় রাত্রিশেষে ৫৯ উনষাট্‌ বৎসর বয়সে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে কলিকাতা নগরীতে সূর্য্যনারায়ণের উজ্জ্বল কর্ম্মজীবনের অবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র রমণীমোহন ও সৌরেন্দ্রমোহন তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। জষ্টিস্‌ সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যনারায়ণের জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া যান। তাঁহারা তাঁহার প্রাণহীন দেহ দেখিয়া অশ্রুমোচন ও বিলাপ করিতে করিতে ফিরিয়া যান। তাঁহার মৃতদেহের সংকারের নিমিত্ত বহু স্বজাতি এবং বন্ধুবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় জষ্টিস্‌ সার ৺রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ মিত্রের অনুরোধে রমেশচন্দ্রের চিতার পার্শ্বে কেওড়া-তলার ঘাটে তাঁহার আজীবন বন্ধু সূর্য্যনারায়ণের মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা হয়।

সূর্য্যনারায়ণের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে তাঁহার পুত্র রমণীমোহন ও সৌরেন্দ্রমোহন ভাগলপুর সহরের পশ্চিমপ্রান্তে গভর্ণমেণ্টের খাসমহাল কর্ণগড়ে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "রায় সূর্য্য-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়" নামে একটী দাতব্য চিৎিসালয় স্থাপন করেন ও তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং অন্যান্য কয়েকজন

গণ্যমান্য স্বজাতির সহিত পরামর্শে রমণী-মোহনের উদ্যোগে বেলগেছিয়া বাগান বাড়ীতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভা প্রথম গঠিত হয়। ঐ সভায় দুঃস্থ স্বজাতীয় বালকদিগের অধ্যয়নের দুই লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব রমণীমোহনই প্রথম করেন, কিন্তু চারিবৎসর পর্য্যন্ত এই টাকা সংগৃহীত না হওয়ায় সন ১৩১২ সালের মাঘমাসে বেলগাছিয়ার দ্বিতীয় অধিবেশনে রমণীমোহন নিজে এককালীন ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে উপস্থিত কয়েকজন প্রধান সভ্যও চাঁদা দিতে স্বীকার করেন, কিন্তু এককালীন টাকা না দিয়া বার্ষিক সুদ দিবার প্রস্তাব অধিকাংশ দাতার অভিপ্রায় অনুসারে স্থিরীকৃত হয়, ইহাতে রমণীমোহন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর ৬ বৎসর গত না হইতেই রমণীমোহন দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া সন ১৩১২ সালের চৈত্রমাসে ৩৯ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে দিনাজপুরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রমণীমোহন মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেই প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

রমণীমোহনের অকাল মৃত্যু হইলে বৈষয়িক ও পারিবারিক সমস্ত ভার সৌরেন্দ্রমোহনের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি রমণীমোহনের নাবালক পুত্রগণের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্র বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সুধীন্দ্রের ছয়টী পুত্র—১ রণেন্দ্রমোহন (জন্ম সন ১৩২৩।১০ই জ্যৈষ্ঠ), ২ গুণেন্দ্রমোহন (জন্ম সন ১৩২৭।২০শে বৈশাখ), ৩ মৃগেন্দ্রমোহন (জন্ম সন ১৩২৮।২রা আষাঢ়), ৪ সমরেন্দ্রমোহন (জন্ম ১৩২৯।১২ই ফাল্গুন), ৫ প্রতাপেন্দ্রমোহন (জন্ম সন ১৩৩১।২২শে ফাল্গুন) ও ৬ অদ্বৈতমোহন (জন্ম সন ১৩৩৩।১৯শে পৌষ)।

রমণীমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সৌরেন্দ্রমোহন ভাগলপুরে একটী পশুচিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত চিকিৎসালয়টী ১৯০৮ সালের মে মাসে ভাগলপুরের ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে অর্পণ করেন।

সৌরেন্দ্রমোহনের পুত্র ৩টী ও কন্যা ৪টী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়েন্দ্র (জন্ম সন ১৩১৬ সাল ৯ই ভাদ্র) ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ পড়িতেছেন। মধ্যম অমলেন্দ্র (জন্ম সন ১৩২৫ সাল ৭ই আষাঢ়) ও কনিষ্ঠ শৈলেন্দ্র (জন্ম সন ১৩৩৩ সাল ১৪ই আষাঢ়)।

[১৩৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

শ্রীধরবংশ— মথুরানাথের ধারা
২০ মথুরানাথ
২১ হরেকৃষ্ণ
২২ মুকুন্দ
২৩ ভবানীচরণ সীতারাম কেবলরাম খেলারাম কাশী ভুবন বিজয়কিশোর
২৪ বিজয়রাম কালুরাম সুরথ
প্রীতরাম (শ্রীরাম) দুলাল বল্লভ (নন্দলাল)
২৫হরগোবিন্দ রাম ভজ রাধাগোবিন্দ দোলগোবিন্দ কৃষ্ণ বুড়াগোবিন্দ (বিনাম জানকীগোবিন্দ)
রামশঙ্কর গয়ারাম গোবিন্দ রামকৃষ্ণ রামনারায়ণ অপর দুইপুত্র
(বাস বাণপুর, দিনাজপুর)
কমললোচন (চাঁদপাড়া)
গোবিন্দচন্দ্র (বাস মানপুর)
স্বরূপচন্দ্র
নিত্যানন্দ
২৬ রামগোপাল (বাস মানুপুর দিনাজপুর)
২৭ উৎসবানন্দ
২৮ হরিমোহন (দামুর, দিনাজপুর)
২৯ নলিনীমোহন (দিনাজপুর রাজবাটী)
বিনোদলাল
নীলকণ্ঠ (বাস গিলাহবাটী মালদহ)
হরেন্দ্রনারায়ণ
মনোহর (গণেশতলা দিনাজপুর, পরে গিরিগোবিন্দকুঞ্জ, বৃন্দাবন)
মুরারি
রাম

শ্রোধয়—মথুরানাথের ৩য় পুত্র ভগবানের বংশ

২১ ভগবান্

- ২২ বামদেব
  - ২৩ সঞ্জীবন
    - চন্দন
      - ভোলানাথ
    - চৈতন্য
    - ২৪ খোসালচন্দ্র
      - কিশোর
        - হরেকৃষ্ণ
        - রাম
        - সুধা
      - ২৫ ভীমচন্দ্র
        - ২৬ নন্দকুমার (আলুগ্রাম)
          - ২৭ জগদ্দুর্লভ
          - ২৭ গঙ্গাগোবিন্দ
            - ২৮ কালীপ্রসন্ন
              - কন্যা
            - মধুসূদন
            - ২৮ গুরু
              - ২৯ সত্য
                - ৩০ প্রণবকৃষ্ণ
                - নীলিমাকৃষ্ণ
                - স্মৃতিকৃষ্ণ
              - রমা
              - তারা
              - পঙ্কজ
              - গিরিজা
              - কমলা
              - শৈলজা
            - হরি
            - ২৮ শশি
              - ২৯ হিমাংশু
              - কিরণেন্দু
        - নবকুমার
          - প্রাণদুল্লভ
- নিমু
  - ২৩ দয়ারাম
  - ঘন
  - মনু
  - মহাদেব
    - ২৪ রামজয়
      - ২৫ বীরেশ্বর
      - দীনদয়াল
      - জগবন্ধু
      - দয়ানাথ
        - ২৬ নফর
        - শ্রীনারায়ণ
          - ২৭ শিবেন্দ্র
          - ভবেন্দ্র
    - রমাপ্রসাদ
      - গৌরীনাথ
        - অমরনাথ
        - নর
        - মাধব
    - রমাকান্ত
    - অটল
  - দয়াল
  - লোচন
  - হরি
- তেকু (কৃষ্ণচন্দ্র)
  - বৈষ্ণবচরণ
    - জগন্নাথ
      - প্রাণকৃষ্ণ (গুরুলিয়া)
        - কালী
          - নকুড়চন্দ্র
        - অদ্বৈত
        - গৌরাঙ্গ
          - ঈশ্বর
          - পরমেশ্বর
          - রামেশ্বর
            - মহেন্দ্র
            - তীর্থনারায়ণ (যজান)
              - অক্ষয়
              - প্রফুল্ল
      - নবকিশোর
    - গোলাপ
- ২২ রামবল্লভ
  - ব্রজনাথ
    - পতিতপাবন
    - চৈতন্য
      - শিবচন্দ্র
      - রামসুন্দর
        - কালীনারায়ণ
  - কৃষ্ণনাথ

শ্রীধরবংশ—মথুরানাথের ধারা
২২ বিনোদ (১৪১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশলতা দ্রষ্টব্য)
বৃন্দাবন
২৩ দেবীচরণ
২৩ মুরারি
২৪ পরীক্ষিত (হট্টু)
আনন্দরাম
২৪ ব্রজনাথ
২৫ কাশীনাথ
সুন্দর
২৫ রঘুনন্দন
২৫ মাণিক
২৫ কৃষ্ণচন্দ্র
২৫ শিবচন্দ্র
২৬ হরচন্দ্র
চণ্ডীচরণ
২৬ শম্ভুচন্দ্র
রামলোচন
রামমোহন
প্রাণকৃষ্ণ
তারাচাঁদ
বিষ্ণুচাঁদ
দেবীচরণ
২৭কালীকিঙ্কর
২৭ কালীকুমার
২৭ নীলকণ্ঠ
প্রাণকণ্ঠ
রামকুমার
নবকুমার (ভাগলপুর)
জগবন্ধু
দীনবন্ধু
মহেশ
আনন্দ
কালীচরণ
২৮ প্রসন্ন
গিরীন্দ্র
অতুল
২৮অবিনাশ
কৈলাস
বিশ্বনাথ
নির্ম্মল
পূর্ণচন্দ্র
মহিমা
শরদিন্দু
হৃষীকেশ
২৯ হেম
২৯ সাতকড়ি
মণীন্দ্র
২৭ কালীকিঙ্কর
শচীন্দ্র
হরি
অরুণ
বিশ্বনাথ
২৭ রাজনারায়ণ
গুরুদাস
গোপীমোহন
মধুসূদন
রামসুন্দর
গৌরসুন্দর
কুঞ্জ
হরি
অন্নদাপ্রসাদ
২৮শ্যামাচরণ
মদনগোপাল
ব্রজ ও কৃষ্ণ

রামনাথ হরিশবংশ

শ্রীধরবংশীয় বল্লভানন্দজ রামনাথ হরিশবংশ সম্বন্ধে শুকদেব লিখিয়াছেন—

"বাল্যা রামনাথ হরিশসিংহ পাঁচড়ায় বাস। গ্রহণ তথা কৃষ্ণসুতা পাক সরসি দাস॥
সুত নন্দরাম শ্যাম কিশোর সুমের আদি চারি। আহা হরষানন্দে রামরাম শূন্য বংশকারী॥
জগদ বেডা বলরামে শ্যামের কুল চূর। কলিকাজিত কালী জড়া বসন্তপুর॥
কিশোর গ্রহণ কুলভাব অংশ বংশগত। লখু কুঞ্জ দত্ত কৃষ্ণ চান্দে কলঙ্কিত রত॥
পক্ষশেষে চলনরসে জীবন রক্ষা গাই। সুমের বিভা বিভাগ করি তাথে ভাবে পাই॥
তায় শূন্য শচীদাসের······তাথে যুগল সুত। দানে দাসে ঘোষে তুঙ্গ মধুর সুতে ও দাসে যুত॥
সুমের কিশোর লখু তেজি জগৎ চূর্ণ তনু। ঘনুর নাতি ঢাকরী ভাষে ক্রমে অনু অনু॥"

[১২৭ পৃষ্ঠায় র্ব্ববংশলতা ও নিম্নে পরবর্ত্তী বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

শ্রীধরবংশ—বল্লভানন্দজ রামনাথের ধারা
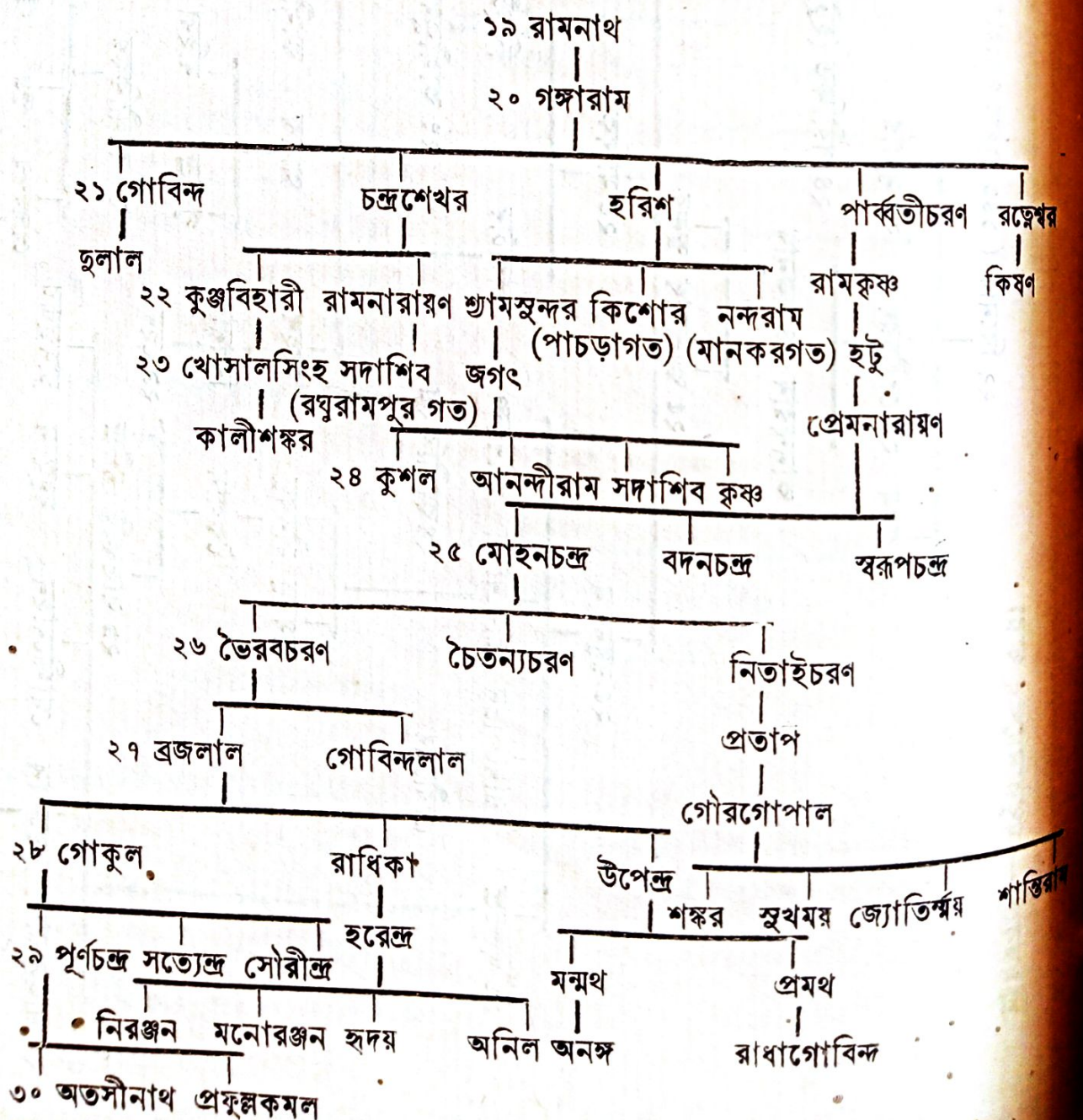
শ্রীধর—রাজীবসিংহবংশ।

শুকদেব রাজীবসিংহের এইরূপ বংশপরিচয় দিয়াছেন—

"রাজীব বংশ অংশকুল ভাব চতুরি কক্ষ। নারায়ণ পরে নন্দরাম কেশে গৌর মুখ্য॥
ন্যূনভাবে গঙ্গাধর সচিত ভুবন মূল। আন্দূর জীবনে কুঞ্জভবনে রঘু হারাকুল॥
রাজীব পাটুলি বাল্যা ভাটরাবাসী পরে। পূর্ব্ব দোষে গুণে পরে ডাক সরসি ঘরে॥
রাজীবকুলে ধারা যুগল উভয় পক্ষ ভাষে। উদয় কেশে লিখি শেষে মহীপতিপুর দাসে॥
পক্ষাদি তনয়া বামে নয়ান বহড়ান। পরে যুগল উদয় কুল লঘুগুরু দান॥
পক্ষাদি রামেশ্বর কাশীনাথ শেষে। রামেশ্বরে গ্রহণ যুগ্ম ডাক সরসি ঘোষে॥
আগের হাঁড়ি বলাইর বাড়ী মণিমন্ত কতী। পরে বল্লভ পুরাই পুরে জয়নারায়ণ গতি॥
পক্ষাদি যুগল ধারা শেষে দেখি শূন্য। শ্যাম নারায়ণ যুগল পুত্র গ্রহণ দাসে ধন্য॥
শ্যামে হলধরে মথুরে মোনাই নিবাস পাটুলি। ধারা শূন্য দান যুগল ঘোষে দাসে বলি॥
আগে পঞ্চথুপী রাজা তাজা মল্লিকের কুল। দানে পরে বিশাই নামে বহড়ান যার মূল॥
নারায়ণসিংহে গ্রহণ চারি তাজা তিন দাসে। নয়ান একা বিদাই দুই মণ্ডলঘাটে শেষে॥
তায় যুগল পক্ষে যুগল ধারা যুগল হীনবংশ। চিরজীবী নবনী দাসে ধারা বংশ অংশ॥
দানে শরণ নিরাবিল কারফরমা ঘর। দত্তে ঠেঞাপুর হরিহর কুড়াভাব মৌলিকপুর॥
পক্ষ আদি দুর্গারাম গ্রহণ কুড়া ঘোষে। শতমন্যে যাদুরায় দেবদাস ভাষে॥
ধারা গোপী দান যুগল দাসে তাজা পাই। হলধরে মথুরে মোনাই স্বদেশে বলাই॥
পরপক্ষে নারায়ণকুলে রামসিংহ নাম। বরকুণ্ডায় হরিবংশ মৌলিক বিশ্রাম॥
রাজীবকুলে পরে কাশী গ্রহণ তাতে দুই। বংশী বংশ কক্ষ পরে শচী উভয়ে থুই॥
উভয় পক্ষ ধারা তিন আগে যুগল ঘোষে। রঘুনন্দন নাম আগে গদাধর শেষে॥
আদিপক্ষে সুতা যুগল শ্রীকমলের ঘোষে। কান্দি দিয়া বরকুণ্ডায় মানকর বিদেশে॥
রঘু মণ্ডলঘাটে গ্রহণ করি শতাশত ব্যয়। কুলাই ছুইয়া অস্থির আঁখি কুল জীবনে ক্ষয়॥
জপাগুয়া কহাপাটু দুর্লভপুরে বাস। পরে বহড়ানে কৃষ্ণচরণ দেশে বাসে দাস॥
ধারা যুগল রামনাথ কালীচরণ পরে। রামে দত্ত দাসে বিধি মলুকে চন্দ্র থরে॥
শেষ পক্ষ গ্রহণ ভঙ্গ কুঞ্জদত্ত পাড়। কুঞ্জদত্ত আন্দুর পাড় জড়াজড়ি পার॥
রামনাথে গ্রহণ তিন বিধির ঘটন বংশ। কালীচরণে দাসবংশ বংশহীন অংশ॥
কাশীসুত নন্দরাম গ্রহণ উদয় কেশে। দানে মল্লিক পঞ্চথুপী কুলাই নন্দনঘোষে॥
সুত জগাই মেঘে উদয় ভগবতী মথুরে। গঙ্গাধরে গ্রহণ কমল ভুবন দাসের ঘরে॥
দানে রসড়া শুদ্ধ ধারা সুকনবাটী দেশে। রাজীববংশ অংশ করি ঘন্নুর নাতি ভাষে॥"

[১৪৮ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

শ্রীধর—যাদবানন্দের ধারা

- ২০ রাজীব
  - ২১ রামেশ্বর
  - কাশীশ্বর
    - ২২ গদাধর ওরফে বাঞ্ছারাম (৩য়)
      - ১৩ গঙ্গাধর*
        - ২৪ দুর্গাদাস
          - ২৫ তারাচাঁদ
            - ২৬দীননাথ
              - ২৭ নফরচন্দ্র
          - ঈশ্বর
          - উদয়
            - কৈলাস
              - উপেন্দ্রনাথ
              - ব্রজেন্দ্রনাথ
                - ২৮ বরেন্দ্র
        - রামধন
          - বিপ্রদাস
            - অঘোরনাথ
            - ত্রৈলোক্য
    - রঘুনন্দন(১ম)
      - রামনাথ*
      - কালীচরণ
        - ২৪ চণ্ডীচরণ
          - ২৫ রামচন্দ্র
            - ২৬ কালীপ্রসাদ
            - শীতলপ্রসাদ
              - ২৭ সূর্য্যকুমার
                - ২৮ শশিশেখর
              - অটলবিহারী
          - রামনিধি
          - রামলোচন
    - ২২ নন্দরাম (২য়)
      - ২৩ জগন্নাথ*
        - রামকান্ত
          - কমললোচন
          - প্রাণকৃষ্ণ
            - রামগোপাল
              - তারকনাথ
                - কিশোরীমোহন
                - তুলসীদাস
          - গুরুপ্রসাদ
            - ভগবতী
              - প্রিয়নাথ
                - সম্মানকুমার
              - সুরেন্দ্র
              - মণীন্দ্র

- ২১ রামেশ্বর
  - ২৩ শ্যাম
  - নারায়ণ
    - ২৪ চিরঞ্জীব*
    - নবীন*
    - রাম*
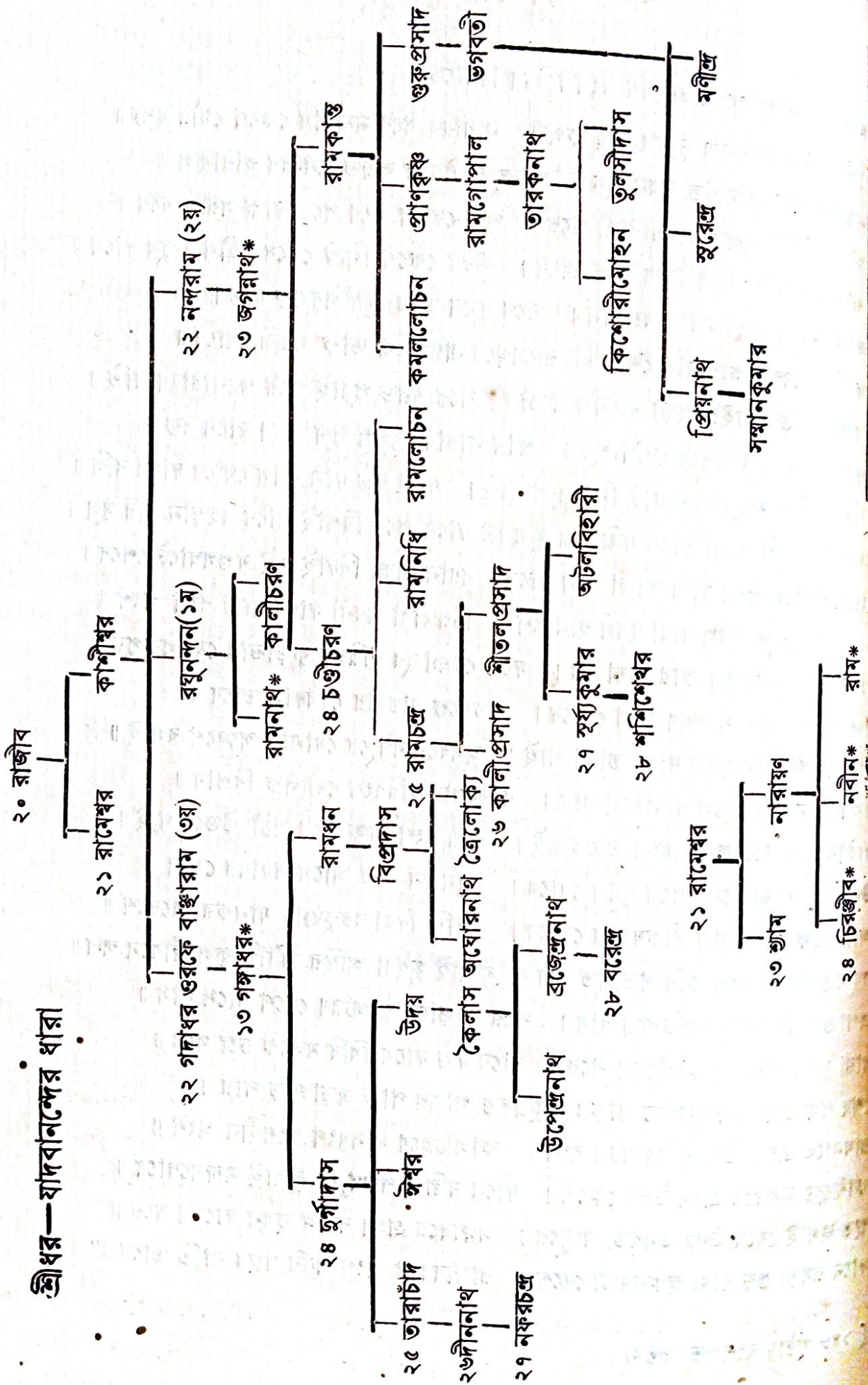
* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত কুলকারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

গোবিন্দসিংহ-বংশ

জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারীর মধ্যমপুত্র গোবিন্দসিংহের বংশপরিচয় সম্বন্ধে প্রাচীন কুলগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"উভয় পক্ষ গোবিন্দাই, তাথে চতুর ধারা পাই। পক্ষাদি প্রতাপ ধরে, দেবরাজ বরাহ পরে।
ভৈরবেতে শূন্য অংশ, প্রতাপকুলে চারি বংশ। সুরথ ভরত পর, দশরথ রাজ্যধর।
নওপাড়া সুরথধারা, হরিরামসিংহ খরা। ভরতে বিশ্বাসকুল, জামুয়াবাসী আসন্ন মূল।
ভরতবংশ আমইপাড়া, দোষে গুণে করণ জড়া। অশ্বঘাটে কার গতি, কারো ভাগলপুরে স্থিতি।
দশরথে বিশ্বাসকুল, জামুয়াবাসী করণমূল। রাজ্যধরে ভাটরা গাঁই, কহিল প্রতাপ ঠাঞি।
দেবরাজে চুণাখালি, পরমানন্দ আগলকুলি। বরাহ বহুল ধারা, দেশবিদেশে বংশ তারা।
কহিল গোবিন্দ গাঞি, করণ বুঝিয়া পুছ ঠাঞি।"

প্রাচীন মতে—

"হলা কলা বর্জ্জ্যা, গোবিন্দ করি অর্য্যা। হরিরাম সুরথ ধারা, ঘোষে দাসে করণ খারা।
সন্তোষ রঘু হাজরাসুতে, যদুনন্দন বিশ্বনাথে। রসড়া খড়া জীবন যদু, আগে পাছে চারি দীপু বিদু।
ভাগলপুরে জটা রসড়া, দনুজারিতে নারায়ণ পোড়া। হাজরা লক্ষ্মণ মল্লিক রাজা, রাজবল্লভে ভূপতি তেজা।
বিশঙ্ক সুবল অংশ, নিধু হাজরা ভারতীবংশ। মারুড়া মটুক আটের তুল, নন্দিবাণে ভীমের মূল।
দক্ষিণার্কে জয়রাম মানি, কংসারি বংশীর ধ্বনি। শচী অনন্ত গোপালে জড়া, সুরাঢ়ে লক্ষ্মী খেলাই খড়া।
হরিচরণ বল্লভী ঘরে, হলধরেতে কহি পরে। সর্ব্বানন্দ চাঁদের পাড়ি, রঘুনন্দন রূপের বাড়ী।
খাজুরা উদয়বাটী গঁধুর বপু, মূলে দেখে শূন্য রিপু।"

ঘনশ্যাম মিত্র এইরূপ লিখিয়াছেন -

"পমাই অন্ত ভাবে যুগী চালুয়া দেখি। হলাইর কুলে রাজীব জগত হালহাসিলে লিখি॥
রাজীব জগৎ তবে বড়, জোড়া মিত্র ঘোড়া দড়। পরে পুরে মনোরথ, দেশবিদেশে ভগীরথ।
ছাতিনা-কান্দি কাদীর-পাড়া, কুল গোবিন্দাই কুলে খড়া। প্রভাকরে রাজায় ডাক, যুগলখানি মণ্ডল পাক॥
রূপরামে ভাটরা গাঞি, শ্রীরাম তাজা রূপে চাঞি। রূপের কুলে ভাটরা ভরা, শ্রীরামকুলে দোয়ানিঘরা॥
শ্রীরামে মথুর জাগে পাকে কৃষ্ণ গণি। ডাকে পাকে দুইজন তেঞি সে ভাল জানি॥
শ্রীরামে মথুরে ডাকে পাকে কৃষ্ণ দড়। বলাইর বন্দিলে ভাই দেশ হইল জড়॥
কালুরাম অনুপমে কি দিব তুলনা। কাকজান পাটুলিতে যার আনাগোনা॥
সোণারকুণ্ডে দিয়া ডুব উঠে মণ্ডলঘাটে। জানাবাদে আনাগোনা পাটুলিতে ঘাটে॥
আহা পমাই নির্ম্মল কুল দেখিয়া হিয়া ফাটে। কাণ্ডারী বিহনে নৌকা বেড়ায় ঘাটে ঘাটে॥"

গোবিন্দসিংহ-বংশ

জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারীর মধ্যমপুত্র গোবিন্দসিংহের বংশপরিচয় সম্বন্ধে প্রাচীন কুলগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"উভয় পক্ষ গোবিন্দাই, তাথে চতুর ধারা পাই। পক্ষাদি প্রতাপ ধরে, দেবরাজ বরাহ পরে।
ভৈরবেতে শূন্য অংশ, প্রতাপকুলে চারি বংশ। সুরথ ভরত পর, দশরথ রাজ্যধর।
নওপাড়া সুরথধারা, হরিরামসিংহ খরা। ভরতে বিশ্বাসকুল, জামুয়াবাসী আসল মূল।
ভরতবংশ আমইপাড়া, দোষে গুণে করণ জড়া। অশ্বঘাটে কার গতি, কারো ভাগলপুরে স্থিতি।
দশরথে বিশ্বাসকুল, জামুয়াবাসী করণমূল। রাজ্যধরে ভাটরা গাঁই, কহিল প্রতাপ ঠাঞি।
দেবরাজে চুণাখালি, পরমানন্দ আগলকুলি। বরাহ বহুল ধারা, দেশবিদেশে বংশ তারা।
কহিল গোবিন্দ গাঞি, করণ বুঝিয়া পুছ ঠাঞি।"

প্রাচীন মতে—

"হলা কলা বর্জ্জ্যা, গোবিন্দ করি অর্য্যা। হরিরাম সুরথ ধারা, ঘোষে দাসে করণ খারা।
সন্তোষ রঘু হাজরাসুতে, যদুনন্দন বিশ্বনাথে। রসড়া খড়া জীবন যদু, আগে পাছে চারি দীপু বিদু।
ভাগলপুরে জটা রসড়া, দনুজারিতে নারায়ণ পোড়া। হাজরা লক্ষ্মণ মল্লিক রাজা, রাজবল্লভে ভূপতি তেজা।
বিশঙ্ক সুবল অংশ, নিদু হাজরা ভারতীবংশ। মারুড়া মটুক আটের তুল, নন্দিবাণে ভীমের মূল।
দক্ষিণার্কে জয়রাম মানি, কংসারি বংশীর ধ্বনি। শচী অনন্ত গোপালে জড়া, সুরাঢ়ে লক্ষ্মী খেলাই খড়া।
হরিচরণ বল্লভী ঘরে, হলধরেতে কহি পরে। সর্ব্বানন্দ চাঁদের পাড়ি, রঘুনন্দন রূপের বাড়ী।
খাজুরা উদয়বাটী গঁধুর বপু, মূলে দেখে শূন্য রিপু।"

ঘনশ্যাম মিত্র এইরূপ লিখিয়াছেন -

"পমাই অন্ত ভাবে যুগী চালুয়া দেখি। হলাইর কুলে রাজীব জগত হালহাসিলে লিখি॥
রাজীব জগৎ তবে বড়, জোড়া মিত্র ঘোড়া দড়। পরে পুরে মনোরথ, দেশবিদেশে ভগীরথ।
ছাতিনা-কান্দি কাদীর-পাড়া, কুল গোবিন্দাই কুলে খড়া। প্রভাকরে রাজায় ডাক, যুগলখানি মণ্ডল পাক॥
রূপরামে ভাটরা গাঞি, শ্রীরাম তাজা রূপে চাঞি। রূপের কুলে ভাটরা ভরা, শ্রীরামকুলে দোয়ানিঘরা॥
শ্রীরামে মথুর জাগে পাকে কৃষ্ণ গনি। ডাকে পাকে দুইজন তেঞি সে ভাল জানি॥
শ্রীরামে মথুরে ডাকে পাকে কৃষ্ণ দড়। বলাইর বন্দিলে ভাই দেশ হইল জড়॥
কালুরাম অনুপমে কি দিব তুলনা। কাকজান পাটুলিতে যার আনাগোনা॥
সোনারকুণ্ডে দিয়া ডুব উঠে মণ্ডলঘাটে। জানাবাদে আনাগোনা পাটুলিতে ঘাটে॥
আহা পমাই নির্ম্মল কুল দেখিয়া হিয়া ফাটে। কাণ্ডারী বিহনে নৌকা বেড়ায় ঘাটে ঘাটে॥"

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত কুলকারিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

গোবিন্দসিংহ — প্রতাপের ধারা
২২ বিহারী
(১৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব বংশ)
২৩ টেকচাঁদ
২৩ দীপচাঁদ
২৩ আলমচাঁদ
২৩ গোকুলচাঁদ
২৪ চৈতন্যলাল
২৪ শোভাচাঁদ
২৪ তারাচাঁদ
২৪ রূপচাঁদ
স্বরূপ
বিধান
রাধাকান্ত
গোবিন্দরাম
ভদ্র
কৃষ্ণ
ভবানা
২৫ নিমচাঁদ
ভোলানাথ
২৫ মোহনলাল
২৫ অনুপচাঁদ
রঘুসিংহ
রামগোপাল
২৬ কৃষ্ণরাম
নারায়ণচন্দ্র
২৬ ধন্বীরাম
২৬ কালীপ্রসাদ
২৬ ভবানীপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
২৬ গোরাচাঁদ
২৬ ধন্বীরাম
২৭ দীনদয়াল
২৭ রামপ্রসাদ
হরি
শিব
জগন্নাথ
কৃষ্ণ
বংশী
শ্রীচাঁদ
২৭ রঘুদয়াল
২৭ কৃষ্ণ
২৮ চন্দ্রকান্ত
সুন্দরকান্ত
রামকান্ত
২৮ বেণী
২৮ দেবী
চন্দ্রকান্ত
বিনোদ
গোপী
২৮ রাজকুমার
নন্দ
সূর্য্য
দ্বারকা
২৯ সত্যচরণ
২৯ জয়নারায়ণ
২৯ চাঁদকুমার
২৯ কেদার
২৯ শশী
প্রতাপ
ভরত
২৮ বীরনারায়ণ
সূর্য্যনারায়ণ
শ্রীশ
মৌজে
অন্নদা
৩০ নিশিকান্ত
কৃষ্ণ
২৮ মঙ্গললাল
দেবী
দুর্গা
বেণী
বনওয়ারি
রোহিণী
অশ্বিনী
স্বরূপ
৩৪ গগনচন্দ্র
২৯ জয়নারায়ণ
মহেন্দ্র
নিত্য
রাম
লক্ষ্মী
কৃষ্ণ
হরি
তারিণী
অযোধ্যা
সত্য
প্যারীমোহন
মহেন্দ্রনাথ
অদ্বৈতচন্দ্র
গগনচন্দ্র
যতীন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রমোহন

গোবিন্দসিংহপুত্র প্রতাপসিংহের ধারা

গোবিন্দসিংহবংশ—দশরথ বিশ্বাসের ধারা
১৯ জগচ্চন্দ্র
(১৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষের নাম)
২০ রামপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
চণ্ডীপ্রসাদ
২১ নকড়ি
(বিনাম মনোহর)
২২ জয়
কাঙ্গাল
২২ ভরতচন্দ্র
২৩ বল্লভীকান্ত
২৪ নন্দকিশোর
২৫ গৌরচন্দ্র
২৬ হরশঙ্কর
২৭ কুঞ্জবিহারী (শিবপুর)
২৮ লালমোহন
২৩ ঘনশ্যাম
গোপালচন্দ্র
রমণ
দুলাল
বিনোদ
২৪ ইন্দ্রজিৎ
নন্দলাল
কৃষ্ণদেব
২৫ স্বরূপচন্দ্র
২৬ বীরেশ্বর
২৭ গতিকৃষ্ণ
২৫ রামকানাই
২৬ রূপলাল
২৬ রামধন
হরিচাঁদ
২৭ ক্ষেত্রনাথ
২৮ রাধাবিনোদ
রাধাদামোদর
গৌরকৃষ্ণ
২৯ আশুতোষ
সুরেন্দ্রনাথ
২৭ মহেন্দ্রনারায়ণ
২৭ কৃষ্ণনারায়ণ
২৮ শ্রীশশিভূষণ
২৮ চন্দ্রভূষণ
২৯ বৈদ্যনাথ
২৮ শ্রীশশিভূষণ
২৯ ফণিভূষণ
২৯ ভুজঙ্গভূষণ
রমণীভূষণ
বিভূতিভূষণ
বিধুভূষণ
৩০ শশাঙ্কভূষণ
৩০ সুধাংশুভূষণ

গোবিন্দসিংহ—রূপরাম ও রামের ধারা

গোবিন্দসিংহ—রূপের ধারা
২২ সভারাম
২৩ বাবুরাম
২৩ দাতারাম
প্রেমচাঁদ
হরি
২৪শিবনারায়ণ
২৪জগন্মোহন
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ রাম অনূপনারায়ণ
স্বরূপ
জগৎনারায়ণ
২৫ রাধাবল্লভ
২৫নীলকমল
২৫ নীলমাধব
আমীরচাঁদ
২৫ দীনদয়াল
২৬ গৌরসুন্দর
গুরুদয়াল
২৫ধর্ম্মদাস
২৬ সীতানাথ
দ্বারিকনাথ
২৭ তিনকড়ি
নলিনাক্ষ
গুরুপ্রসন্ন
পূর্ণচন্দ্র
২৮ সত্যরঞ্জন
মনোরঞ্জন
রাধেশচাঁদ
হেমগোপাল
ক্ষেত্র
২৭ প্রাণবন্ধু বৃন্দাবন
২৬শ্রীনাথ
২৬ নিত্যানন্দ
কিশোরী
২৭ শ্যামচাঁদ গোবিন্দচাঁদ রাম
নবান
হরেরাম
২৭ প্রাণকৃষ্ণ
২৭ কৃষ্ণচন্দ্র
বিজয়গোপাল
কমলাপতি
ক্ষিতীশ
জ্যোতিষ
২৯ শ্রীজ্ঞান
মদন
২৮ পঞ্চানন
করুণাময়
২৮ সত্যপ্রসন্ন
করালীপ্রসন্ন
২৮ গোপীবল্লভ
দিবাকর
নৃপেন্দ্র

গোবিন্দসিংহ—রূপরাম ও শ্রীরামের ধারা

১৮ পুষ্পকেতন

১৯ রূপরাম ১৯ শ্রীরাম

২০ মুকুন্দরাম ২০ বলরাম

২১ জীবনকান্ত (বা রামজীবন) ২১ রাজেন্দ্র

২২ লক্ষ্মীকান্ত

২২ কালীচরণ মুলুকচন্দ্র (মল্লিকপুর) ২৩ কৃষ্ণকান্ত

২৪ শ্যামসুন্দর

২৩ কৃপারাম ২৩ ব্রজরাম ২৩ নেহালরাম

২৪গঙ্গানারায়ণ

২৪ কমলাক্ষ ২৪ (অজ্ঞাত) ২৪দেবনারায়ণ হরনারায়ণ ধর্ম্মনারায়ণ

২৫শিবনারায়ণ

২৫ পরেশ ২৫ কৈলাস মাগারাম

দুর্গাপ্রসাদ বৈকুণ্ঠ বক্রনাথ

২৬ প্রতাপ ২৬ ক্ষেত্রনাথ অম্বিকা

২৫বিশ্বনাথ দ্বারিকা মথুরানাথ ঈশান

২৬ভাগবত শ্রীনাথ জানকীনাথ

২৭ যুগল ২৭কানাই

অক্ষয়

২৮ শক্তিপদ সারদা বিহারী তারাদাস

রসিক ২৭মদন লালমোহন

২৬ চন্দ্রমোহন ২৬ দীনবন্ধু প্রাণবন্ধু মুণীন্দ্র যতীন্দ্র আনন্দ

সুরেন্দ্র ২৮বিনোদ প্রসন্নকুমার বনওয়ারি নৃসিংহমুরারি

২৭ ললিত চণ্ডী সত্য উপেন্দ্র

রমাপ্রসাদ তারাপ্রসাদ

২৮ রজনী দ্বিজপদ

২৯ মাণিক ২৯ যোগীন্দ্র নরেন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র ভূপেন্দ্র গিরীন্দ্র সত্যেন্দ্র জিতেন্দ্র

রমেশ বিনয়কৃষ্ণ ২৪ শ্যামসুন্দর

২৭ মতিলাল হরিলাল বসন্তলাল ৩০কান্তি সতীশ

২৫ গুরুগোবিন্দ

২৮হেমশশী

কুঞ্জলাল

২৯শশাঙ্কশেখর ষোড়শী ২৬ মুকুন্দলাল

২৮ শ্যামা শক্তি সতী বিদ্যা ২৭ ভবেশচন্দ্র নলিনাক্ষ অম্বুজাক্ষ

২৮ পার্ব্বতীচরণ গিরিজাভূষণ কীরিটীভূষণ সুশীল সুনীল নিখিল

গোবিন্দসিংহ—শ্রীরামের ধারা

* যদুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে মিরাট কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন। ইনি দর্শনশাস্ত্রের কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও এম্, এ পাঠ্য হইয়াছে।

গোবিন্দসিংহবংশ—দেবরাজের ধারা
১৪ দেবরাজসিংহ (বাস চুণাখালি)
১৫ লম্বোদর
১৬ অরিজাবর (আর্য্যাবর)
১৭ সিদ্ধানন্দ
১৮ বিনায়ক
১৯ নিরঞ্জন
২০ মথুরানাথ
২১ বাসুদেব
২২ ফকিরচন্দ্র (রঘুনন্দন মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কুরুমগ্রামে বাস)
২৫ চারুচন্দ্র
২৬রামচন্দ্র
প্রতাপ
শশী
শ্রীনন্দন
রজনী
২৮বসন্ত (মেহগ্রাম)
২৯ প্রবোধ
অরুণ
দ্বিজেন
সরিৎ
চিত্তরঞ্জন
অমিয়কুমার
২৩ রামশঙ্কর
২৪ কৃষ্ণজীবন (মেহগ্রাম)
২৫ শ্রীরাম
২৬মথুরানাথ
বিশ্বম্ভর
ভুবনেশ্বর
২৭ গোবিন্দ
রত্যাচরণ
২৮ কান্তিচরণ
২৯ দুর্গাপদ
নারায়ণ
রামকৃষ্ণ
২৫নীলমাধব
যাদব
চারুচন্দ্র
২৬ চন্দ্রকান্ত
রামলোচন
নফরচন্দ্র
সুচন্দ্র
কৃষ্ণধন
দ্বারকানাথ
হরেকৃষ্ণ
২৪নৃসিংহ
রামনাথ
জানকী
হরি
মহানন্দ
২৬ পুরুষোত্তম
২৭ নৃত্যগোপাল
বিজয়গোপাল
২৮ গিরিজাভূষণ
ফণীভূষণ
গৌরীশঙ্কর
২৪ রাজকৃষ্ণ
২৫ত্রৈলোক্য
দীনবন্ধু
২৬কালী
গৌরচন্দ্র
হীরালাল
২৭ননীগোপাল

গোবিন্দসিংহ রূপের ধারা—মল্লিকপুরের সিংহবংশ

রূপরামের প্রপৌত্র কালীচরণ সিংহ জামুয়া ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম সাধক ছিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামা মাতার মন্দির মল্লিকপুরে অদ্যাপি বিদ্যমান। ঐ মন্দিরের প্রায় ২০।২৫ হাত পশ্চিমে চন্দ্রভাগা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনেক সাধক ঐ দেবীমন্দিরকে পীঠ-স্থান মনে করিয়া অদ্যাপি অমাবস্যার নিশায় এখানে সাধনা করেন। কালীচরণসিংহ স্বয়ং পুরোহিতের মত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দৈনিক শ্যামামাতার পূজা করিতেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যার মহানিশায় উক্ত মাতার সমারোহে পূজা হইয়া থাকে। কালীচরণ সিংহ নিজে ঐ দেবীর পূজা করিতেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতা কোতলঘোষ-নিবাসী প্রসিদ্ধ পঞ্চগোপালের বংশধরগণ তন্ত্রধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখনও সেই প্রথা অনুসারে গুরুবংশীয়গণ আসিয়া তন্ত্রধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভূর্জ্জপত্রে কালীচরণসিংহের স্বহস্তলিখিত পূজাপদ্ধতি ও আহ্নিকপ্রণালীর পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পূজাকালে রক্তচন্দনলিপ্ত সেই পুস্তকটী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, ঐ পুস্তকের বয়ঃপরিমাণ তিনশত বৎসরের কম নহে। দেবীর ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর-খোদিত যে শিলালিপি আছে তাহাতে ১৬৩৬ শকাব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে জানিতে পারা যায়। ঐ শ্যামা মাতার পূজা বীরাচার মতে হইয়া থাকে। উক্ত মাতার পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। কালীচরণ সিংহ উক্ত পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন ইহাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অধিকারলাভের সম্পূর্ণ প্রমাণ। তাঁহার পৌত্র দেবনারায়ণ সিংহ দেবসেবা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উন্নতি ও ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির করিয়া যান। দশহরার দিনে উদ্ধানপুরে গঙ্গাগর্ভে হরিনাম শুনিতে শুনিতে ১১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ বীরভূম জেলায় ওকালতি করিতেন ও পার্শী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামমোহন প্রথম জীবনে বীরভূম জেলায় বক্‌সীগিরি কার্য্যে খ্যাতি-লাভ করিয়া পরে দেওঘরে বড় বড় জমীদারের আমমোক্তারি করিয়াছিলেন। পার্শীভাষায় এতদুর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে প্রধান প্রধান মৌলবীগণও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না।

বিশ্বনাথ তৎকালীন জজ পণ্ডিতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ১০০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হরিলাল সিংহ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কাব্যতীর্থ পরীক্ষা দিয়া বহুদিন বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলে হেড পণ্ডিতের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইনি ভাবপূর্ণ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়াচারের পক্ষপাতী।

এই বংশে ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায় সমস্ত সংস্কার কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের সময় গ্রাম মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এই বংশের বাটীতে বলিদান হয় তাহার পর সেই ছেদক এবং সেই সমস্ত পশুধারক ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে বলিদান সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৬কালীমাতার পূজাতেও অনেক স্থলে এই নিয়ম। অনেকে কায়স্থগণের বলি অগ্রে কেন হয় ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়া থাকেন ইঁহারা শূদ্র নহেন, যে পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে এই পূজা স্থাপনা করেন তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তদবধি এই প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই সিংহ বংশীয়ের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবীর পূজার পরে ব্রাহ্মণগণের দেবীর পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। [বংশলতা ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গোবিন্দবংশ—বরাহের ধারা
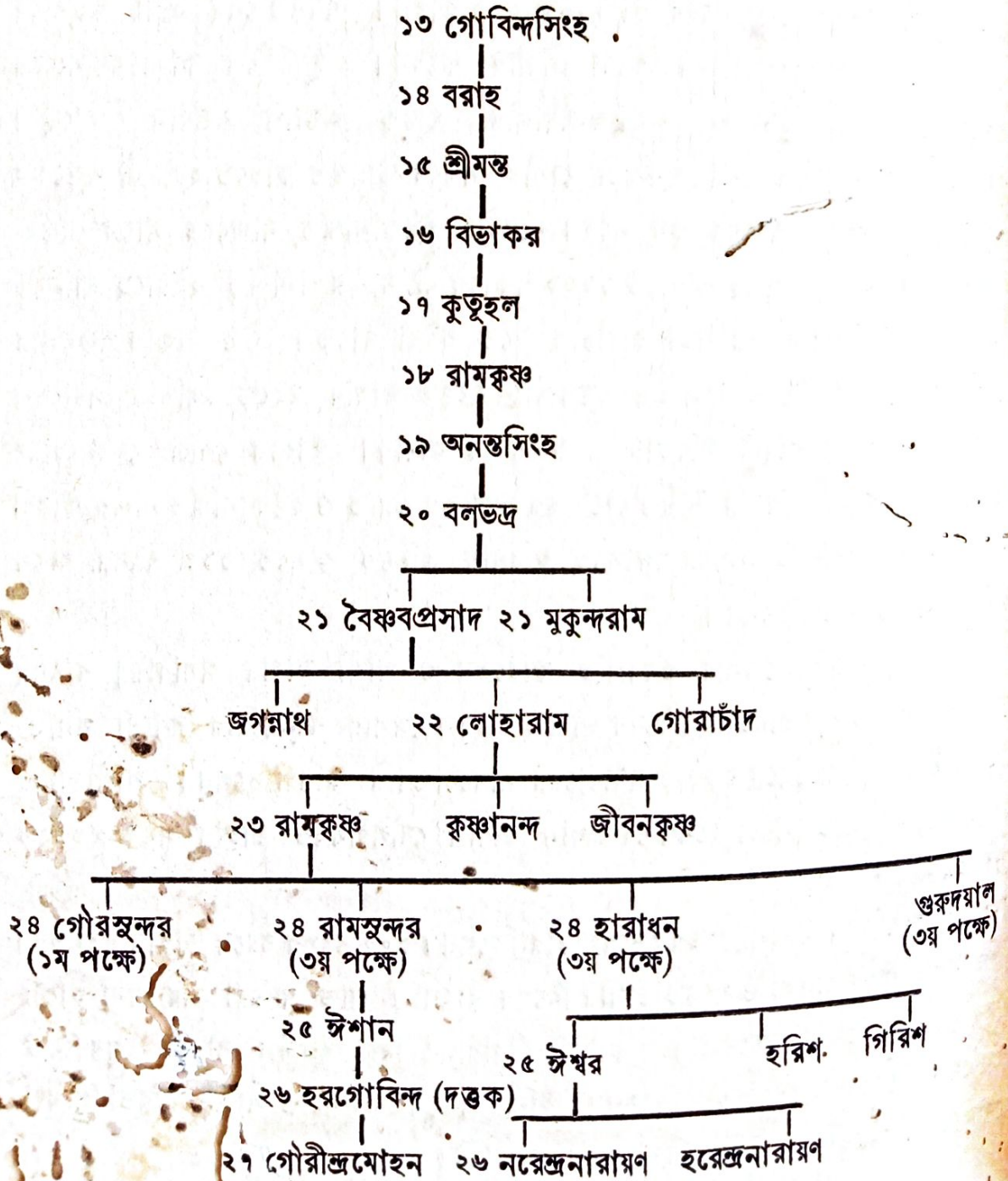
মাধবসিংহ-বংশ

জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধবসিংহ জামুয়ায় বাস করিতেন। তাঁহার বংশধর অনেকে অদ্যাপি এই জামুয়ায় বাস করিতেছেন। জামুয়ায় মাধবের অনেক কীর্ত্তি ছিল। তিনি বাইচণ্ডী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এক্ষণে এই দেবী এই বংশের কুলদেবতা। মাধব ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তান্ত্রিক ছিলেন। এক্ষণে অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগ। তাঁহার ছয় পুত্র তন্মধ্যে ১ম অজয় ও ২য় দুর্জ্জয় বংশহীন। ৩য় পুত্র মহেশ্বর দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে 'মণ্ডল' উপাধি লাভ করেন। [১৬২ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

ঘনশ্যামমিত্র মাধবসিংহের এইরূপ কুলপরিচয় দিয়াছেন—

"মাধে লিখি পক্ষ তিন, অজয় দুর্জ্জয় বংশহীন। মহেশ রাঘব ধন্য, মহেশ্বর তায় অগ্রগণ্য।
মণ্ডল মাহেশ ডাক, বিশ্বাস দস্তিদারে পাক। ডাকে পাকে উভয় ধন্য,নীলাম্বর তায় অগ্রগণ্য।
বিশ্বাস কহিব কুল, নিবেদিব আত্মমূল। কংসারি সরসি ডাক,মূলে শচী খাটো পাক।
সন্তোষ নিকষ রাগ, মুকুট ভয় পরিত্যাগ। শ্রীপতি লুটে মাটো গাঞি, শ্রীমুখ পরার্দ্ধ পাই।
কটু রতি কুলে জয়, বটু দেবীদাসে কয়। মণি গণি বন্দ ঘরা, শঙ্কর পাটুলি ভরা।
রূপনারায়ণ কালুয়ামিষা, রামনারায়ণ পাড়া বিষা। পাঁচু মাটো খাটো জড়া, পরশ রূসড়া খড়া।
রামাই পাঁচুর পরে, জীবন বিশকরা ঘরে। কহিল বিশ্বাসকুল, ডাকে তুঙ্গ পাকে মূল।
দস্তিদার বিশ্বাস পরে, কইয়া দিব ঘরে ঘরে। গণগাঞি সরসি ধারা, ঘরে তেজ আকাশের তারা।
নরে তাজা কি তার মূল, ছাড়া বলি ডাকে কুল। ভরত পাটুলি জড়া, কালিদাস তাথে মড়া।
হরিশ বনহাট বাস, জোলকুলে চণ্ডীদাস। গৌরী গৌরীর পাড়া, সশরীর শঙ্কর খড়া।
তারপর রাঘবকুল, শুনহ তার ভাবের মূল। শ্রীকৃষ্ণ তায় একপুত্র, তার ছিল চারি সূত্র।
কবীশচন্দ্র যশোর গেলা, নয়নানন্দ তাথেই মেলা। গণেশ কালে জয়রাম, শাঁকেরডা শ্রীরাম নাম।
কহিল জামুয়া মূল, করণে জানিহ কুল।"

অন্য মতে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"জামুয়া জয়হরি জাগে নিকশে রাঘব। গান্তারী কুলে আমূলে মূলে কক্ষায় লাঘব॥
বঙ্গাই গণ্ডাই গরুড় পমাই বিশ্বাসের কুলে। দিগমলে বলভদ্র যায়নি যুথে চলে।
শ্রীমুখ পরার্দ্ধ দেখি শ্রীপতি দোষে গুণে। রঙ্গাইজয় জয়গোপাল কেবা কথা শুনে॥
শঙ্কর পাটুলি গেলা জীবের জীবনশূন্য। শ্রীকৃষ্ণচরণে জীবে দিয়া হত পুণ্য॥
মণিরাম বঙ্গগত দেবী করকরা। রূপনারায়ণ কাল্বা গেলা ডাকে লিখি ধারা॥
দস্তিদারে ভরতকুল দোষে গুণে দেখি। বিদেশে বিশাই জাগে ডাকে শুনিয়া লিখি।

মণ্ডল মহেশ্বর—শ্রীমুখের ধারা

১৩ মাধবসিংহ (৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

অজয় দুর্জ্জয় ১৪মণ্ডল মহেশ্বর রাঘব স্বরূপ সনাতন

১৫ নীলাম্বর বিশ্বাস শুকাম্বর দস্তিদার কেশব পুণ্ডরীকাক্ষ

১৬ যুধিষ্ঠির মঘবন্ গরুড় গর্ব্বেশ্বর

১৭ শ্রীমুখ (পদ্মনাভ) ১৭গোকুল ঈশ্বর ১৭ সুনন্দ ১৭ জন্মেঞ্জয় লক্ষ্মীনাথ

১৮ হরিবল্লভ ১৮ দেবিদাস

চাঁদ জগদীশ ১৯ কালিদাস বিনোদ (ওরফে বিকল) ১৯ লক্ষ্মীরাম (লছীরাম)

পঞ্চানন সর্ব্বানন্দ জিতু ২০ নরোত্তম

সিংহরাম বংশীধর ২১ দুঃখহরণ (বাস গিলাহবাটী, মালদহ)

২২ রামকিশোর কৃষ্ণগোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র নবকান্ত ব্রজকিশোর প্রাণনাথ রাধানাথ (বাস তেলতা, পূর্ণিয়া)

গুরুচরণ ২৩ নিত্যানন্দ

কৃষ্ণলাল ২৪ রূপলাল

বিশ্বম্ভর বিহারীলাল ২৫ রাসবিহারী

যোগেন্দ্রনারায়ণ

২৬ উপেন্দ্রনারায়ণ(১) ২৬ নরেন্দ্রনারায়ণ

২৭ বিজয়কৃষ্ণ বিনয়কৃষ্ণ অরুণকুমার ২৭ বিজনকুমার রাধাবিনোদ অজিতকুমার

২৮ বিমানচন্দ্র

---

(১) ইনি কোচবিহার ভিক্টোরিয়া-কলেজের অধ্যক্ষ (principal) ছিলেন। এক্ষণে অবসর লইয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনারায়ণ M B. ডাক্তারী করিতেছেন।

* ইঁহার ভগিনীর সহিত দিনাজপুরের মহারাজ গোবিন্দনাথের বিবাহ হয়।

\+ গোপীকৃষ্ণ তাঁহার শাশুড়ীর মাতামহ রামানন্দ ঘোষের সদরপুর এষ্টেটের অর্দ্ধেক সম্পত্তি ... বংশধরগণ এখনও উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

মাধবসিংহ—শ্রীমুখের ধারা
১৮ দেবীদাস
১৯ হরিদাস
২০ রামেশ্বর
২১ রমণ
২২ মুরারিমোহন
পদ্মলোচন
২৩ গঙ্গাগোবিন্দ
২৪ বিজয়গোবিন্দ
বিশ্বম্ভর
পূর্ণচন্দ্র
২৫ নবদ্বীপ
২৬ গৌরচন্দ্র
২৭ হরিদাস
শিবনারায়ণ সিংহ
(রাজা রামরায় চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাস বোনৃতা)
সভাচন্দ্রসিংহ
(বিবাহ ভাগলপুর মহাশয় লোকনাথ ঘোষের কন্যা)
কালীশঙ্কর
হরিশঙ্কর
জগবন্ধু
দীনবন্ধু
কন্যা
(বিবাহ ডাহাপাড়া
বঙ্গাধিকারীর বাটীতে)
মহানন্দ
উদয়নারায়ণ
চন্দ্রচূড়
সুরেশ্বর
ব্রজেশ্বর
রামহরি
গোপেশ্বর
কৃষ্ণলাল
বিনোদলাল
কাশীনাথ
কুঞ্জলাল
তারিণীপ্রসাদ
মহেন্দ্র
লক্ষ্মীনারায়ণ
দুর্গাদাস
অক্ষয়
যশোদানন্দন
ব্রজগোপাল
রামগতি
নরেন্দ্র

কংসারিসিংহ।

মণ্ডল মহেশ্বরের পুত্র নীলাম্বর, তৎপুত্র যুধিষ্ঠির, তৎপুত্র গোকুল, তৎপুত্র জানকীরাম, তৎপুত্র কংসারি সিংহ। তিনি বহু সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

[১৬৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

ঘনশ্যাম কংসারির বংশ ও কুলপরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কংসারি কংসারি শচী মাণ্ডুর পলসে। উভয় পক্ষ ধারা তিন শূন্য পক্ষ শেষে ॥
পক্ষাদি জয়হরি রঘু গোপী পক্ষ পরে। জয়হরি পালটে নকুল ডাক সরসি ঘরে ॥
শম্ভু কুলে যদু চাঁদ মিলে রাজারাম। দিগম্বরে এ তিন জনে ডাকে যুগল গ্রাম ॥
রাজা ডাকা কুলে সাজা কিশোর গ্রহণি। কুলাবেশে লোকিয়া ধরে মণিমন্ত ফণী ॥
হাজরায় সন্তোষ আনিয়া গোপাল সরসি। তাজা শ্রীধর গোবিন্দকুল পালটি পরশি ॥
উচিত কুলে রামগোপাল গোকুল করে নয়। সাড়ে সাতে উঠা পড়া খড়া শেষোদয় ॥
নিজে গ্রহণ কলা বসু পরে নয়নচাঁদে। সবাই ধারা রামচন্দ্র কুলে যুথ বাঁধে ॥
দাসে অনায়াসে করেন ঘোষে সমি জায়। ষট্ সরসে পালটি পঞ্চ কক্ষার সম্মায় ॥"

শুকদেব কংসারিপুত্র জয়হরি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"জয়হরি জয়যুত জম্বুদ্বীপে, কক্ষা তৎসম তস্য সমীপে।
উভয় চার জয়হরি যদু রামে, সমকক্ষান্বিত নাম গ্রামে।
বল্লভকুলরুচি রাজারামে, মাণিকতনয়া-বিলসিত ধামে।
পরে বিতরণীয় দিগম্বরচাঁদে, তথা দামোদর নিজ সুতা বাঁধে।
যজানে তিন এক করিয়া বিশ্রাম, কুলাইতে জয়ঘোষ বাড়াইল নাম।"

[১৬৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

জয়হরি নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে নলেপুরে আসিয়া বাস করেন। সমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। কোনও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা স্বীয় ভোজনকালীন বসিবার আসন (পিঁড়ে বা কাষ্ঠাসন) খানি পাঠাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত সমাজের প্রধানগণ তাহাতেই জয়হরির উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে অধিকার দিলেন তিনি যখন নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর না পাইবেন তখন ঐ "পিঁড়ে" খানি পাঠাইলেই নিমন্ত্রণরক্ষা গণ্য হইবে। এজন্য জয়হরির বংশকে 'পিঁড়েচালা ঘর' বলে। প্রায় ১৫।২০ বৎসর মধ্যে গৌরলাল ও নিতাইসুন্দরের মৃত্যু হইবার পর নলেপুরে আর জয়হরিবংশে কেহ নাই। ইহাঁদের একটি ধারা পাঁচথুপীতে কালীকিঙ্কর সিংহ ও রমণীমোহন সিংহ প্রভৃতি, দ্বিতীয় ধারা আটকুলগ্রামে গৌরগোপাল সিংহ ও রাখালচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি এবং তৃতীয় ধারা বহড়ানে দ্বিজেন্দ্র সিংহ রহিয়াছেন। কাশী ও কোন্নগরতেও কেহ কেহ রহিয়াছেন। রমণীমোহন সম্প্রতি বীরভূম ইরিগেশন অর্থাৎ কৃষির উন্নতি নিমিত্ত কেনেল প্রস্তুত কার্য্যের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হইয়া সিউড়ীতে রহিয়াছেন। [১৬৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

মাধবসিংহ মণ্ডলমহেশ্বরের ধারা কংসারি ও শঙ্কর বংশ

শঙ্করসিংহ।

শুকদেবসিংহ কুলকারিকায় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"শঙ্কর প্রভৃতি কুল তাহা লিখিল পিছে। দেখ গোসাঞি দাস উকিল ভবানী ছুইয়া আছে॥
কালিদাস পাটুলি বাস চণ্ডী গোপী চান্দুয়া। জয়রাম বিশ্বাস কুল ঐ রসে আন্দুয়া॥
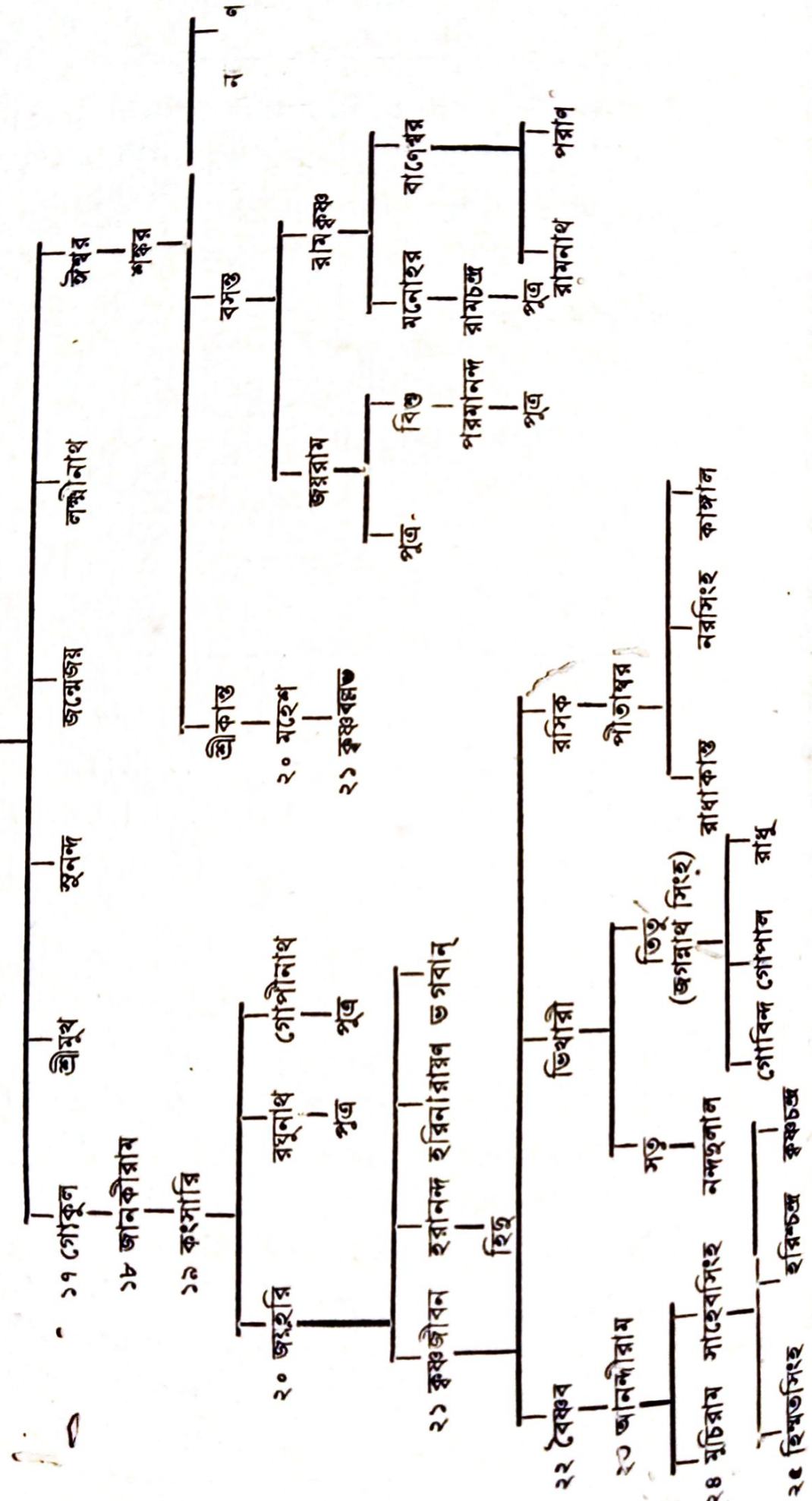
[১৬৬ পৃষ্ঠায় বংশলতা]

রাঘবে শ্রীরাম দেশে দোষে গুণে রাগে। কবীশচন্দ্র কুল বিদেশে কোঁদাই তাথে জাগে॥
গণেশ কানেড়া হইতে কৃষ্ণ পাইয়া জাগে। রাজায় ভায় করকরা শূন্য ছুইয়া লাগে॥
শ্রীরাম অনুজ পরে জয়দেব জাগে। পাটুলি পলাইয়া বংশহীন হইয়া লাগে॥
দ্বিতীয় অনুজগত ভাবে করকরা। কবীশচন্দ্র কুল বিদেশে দেশে ডাক ধরা॥"

মাধবসিংহ—মণ্ডল মহেশ্বরের ধারা

১৭ সুনন্দ (১৬২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব বংশ)

১৮ রতিকান্ত

১৯ জয়গোপাল ১৯মণিরাম সিংহরাম

২০ রামচরণ ২০চন্দন ২০ গণেশ কার্ত্তিক রামকৃষ্ণ

রঘুদেব

পুত্র

২১ অনন্তরাম মধুসূদন জগন্নাথ (যদুনন্দন)

রাধু শুকদেব

জানকী সাগর কালীচরণ পুত্র

হরি পুত্র

২২ কৃষ্ণরাম পুরুষোত্তম ২২ নন্দরাম মুচিরাম (ভগীরথ)

২৩ নয়ান ২৩ আনন্দীরাম বাণেশ্বর কুশল

২৪রাধারমণ গঙ্গাধর গিরিধর গদাধর বৈদ্যনাথ চৈতন্যচরণ

গৌরসিংহ

গৌরাচরণ ফকিরচন্দ্র গোকুল অনূপ সদাশিব ২৪রামশঙ্কর

স্বরূপ সাধুচরণ নদাইচাঁদ বিনোদ

নিমাইচাঁদ প্রসন্ন

২৫ গঙ্গানারায়ণ ভৈরবনাথ

সনাতন উত্তম বৃন্দাবন নীলাচল রমণকান্ত (রাধারমণ)

২৬কৃষ্ণরাম গোরাচাঁদ শ্রীকণ্ঠ গৌরকিশোর

নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ

ললিতমাধব নফরচন্দ্র আলিবেলীলাল (দত্তক আগত)

২৮ রসময় সুরেশ অতুল অবনীশ ২৭কৃষ্ণগোবিন্দ কৃষ্ণলাল আলবেলী (দত্তক গত) গোপীমোহন (দত্তক)

২৮ মোহিনীমোহন গোপীমোহন (দত্তক গত) কিশোরীমোহন

২৯বিভূতিভূষণ

তিনকড়ি শশাঙ্কশেখর চন্দ্রশেখর সুধাংশুশেখর

২০ চন্দন (১৬৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

২১ বলরাম ২১ সুদাম

২২ নিধিরাম ২২ জিতু ২২ গোপী কৃষ্ণ হরি রাধু

নন্দকিশোর

২৩বৃন্দাবন আনন্দ ২৩বদনকৃষ্ণ

২২ হরি চন্দ্র রাধাচরণ

২৪ জীবনকৃষ্ণ ২৩ দুলাল প্রাণবল্লভ চাঁদ

২৩কৃষ্ণানন্দ ২৩ভোলা বৈদ্যনাথ

২৪ জগমোহন ২৫শিবচন্দ্র

২৪গোকুল

২৪গোরা রাম

২৫ ভজগোবিন্দ ২৬ দীনবন্ধু

২৫ চণ্ডীপ্রসাদ

২৫গঙ্গা দোলগোবিন্দ

২৬ মধু কৈলাস পরেশ ২৬যদুনাথ সাতকড়ি

শ্রীনাথ ২৬মদন

২৭হরি ২৭ অশ্বিনী

২৮ ক্ষেত্রনাথ ২৮বেণুকর

গৌর নিকুঞ্জ ২৭ললিত

২৮ নলিনীমোহন মোহিনীমোহন

মাধবসিংহ—মণ্ডল মহেশ্বরবংশ

(১) সুরেশচন্দ্র এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধীনে কার্য্য করিতেছেন। তিনি মিত্রভুম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক। মিনিষ্টার, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষগণকে মধ্যে মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষতঃ শিল্প বিভাগের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

মাধবসিংহ—মণ্ডল মহেশ্বরবংশ—লক্ষ্মীনাথের ধারা
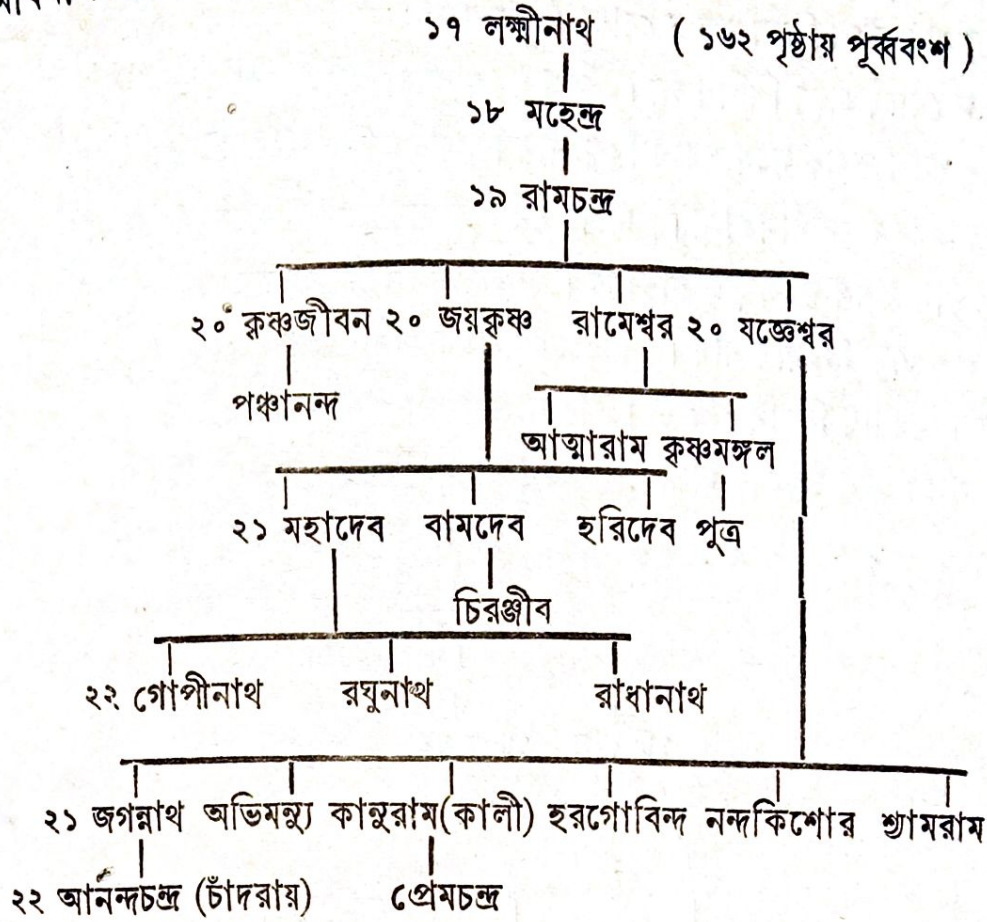
লক্ষ্মীনাথের পুত্র মহেন্দ্র সিংহ সম্বন্ধে শুকদেব লিখিয়াছেন—

"মাধে মহেন্দ্র বঙ্গনন্দনে অশ্বঘাট দেশে। তথা গ্রহণ শ্রীগর্ভসুতা কুড়ুমকুলি ভাষে॥
বিতরণ বল্লভকুলে জগৎসুত শিবে। সে কংসারি কমল ধারা বাগজানা জীবে॥
মহেন্দ্রতনয় এক রামচন্দ্র নাম। গ্রহণ মসড়া রূপাইসুতা পঞ্জর বিশ্রাম॥
বিতরণ তনয়া দুই তিন ঘোষে পালটি দুই। আগে দ্বীপু মণি কৈটভারি শিব কৃষ্ণ থুই॥
মাঝে কৃষ্ণাঙ্গদে গাঞি রসড়া শ্রীগোপী গোপালে। দাসে মসড়া ঘনুর ধারা রামরায় ভালে॥
রামচন্দ্র ধারা চন্দ্র সুচারি নিথরে। কৃষ্ণজীবন জয়কৃষ্ণ রামে যজ্ঞের ঈশ্বরে॥
কৃষ্ণজীবন গ্রহণ তুঙ্গ জটাধরে জড়া। শক্তিপুর কৃষ্ণানন্দ বাস গৌরীপাড়া॥
পঞ্চানন্দপুত্র তাথে দিয়া শূন্য। ঘোষে যুগল দান তার শেষে ভাষা ধন্য॥
আগে রুহা বাঁগুডাত্যা বাসী নরহরিতে পরে। শেষে শক্তিযুক্ত গোবিন্দ ঘোষ বোনসোঁয়া পঞ্জরে॥
জয়কৃষ্ণে গ্রহণ তিন শূন্য যুগল আগে। দক্ষিণার্কে জটাধর গোবিন্দ উভয় জাগে॥
বংশ বহড়ান লক্ষ্মীকান্ত নিবাস ভূমিহরা। জার বিশাই কৈটভারি কুলে দান যুগল খরা॥
জয়কৃষ্ণ ধারা তিন লিখি পক্ষ শেষে। মহা বাম হরি প্রতি নামান্তে দেব ভাষে॥
মহাদেব পাল্‌টে কুলাই বিশ্বনাথ। দানে দাসে ঘোষে যুগল শেষে কক্ষায় বিখ্যাত॥
আগে হরিহরা কমল ধারা ভগবানেতে দাস। পরে জটায় নাথে নারায়ণ পঞ্জরেতে বাস॥
ধারা তিন পীন দেখি গোপী রঘু রাধা। অন্তে ভাষে নাথ বাণী নামের আধা আধা॥
গোপীনাথে বলরাম কুলে ভিক্ষাকরসুতা। শক্তিপুর ছাড়ি বাস বোনসোঁয়াতে যুতা॥

রঘু বল্লভে কুলাই কুলে নারায়ণে পালটে। বেঙ্গড়ি নামে গ্রামে বাস দিনাজপুর তটে ॥
রাধা সাধা কুলাই কুলে শিবে মুকুন্দ ঘোষে। বাগজানা নামে গ্রাম ঘর একই দেশে ॥
বামদেবে তুঙ্গ ঘোষে গ্রহণ লিখি তিন। অশ্ব যুগল আদ্য মাঝে দাস, দান পীন ॥
আগে কুলাই কুলে ভবাই মূলে হরগোবিন্দ নাম। পঞ্জর নিবাসী ভাষি গৌরীপাড়া গ্রাম ॥
রসড়া শ্রীরুক্মাঙ্গদে চাঁদে বাগজানা। জটায় গোবিন্দ কানু ঘোষ খড়্যা শক্তি থানা ॥
মাঝে দাসে দান কমল কুলে তুঙ্গ হরিহরে। বহড়ান ছাড়িয়া কমল ভগবান্ পঞ্জরে ॥
পক্ষ শেষে সুত এক চিরঞ্জীব নাম। হরিদেবে গ্রহণ দেবীবল্লভের গ্রাম ॥
হরিরাম কুলে বিশ্বনাথ নিবাস দেওড়া। বিখ্যাত কমল ধারা বাস ঘাটঘোড়া ॥
দাপে চারি পাকে কুল বঙ্গনের ধারা। বিদেশ বাসে শুদ্ধভাব করণ কারণ খারা ॥”

মাধব সিংহ—মণ্ডল মহেশ্বরের ধারা
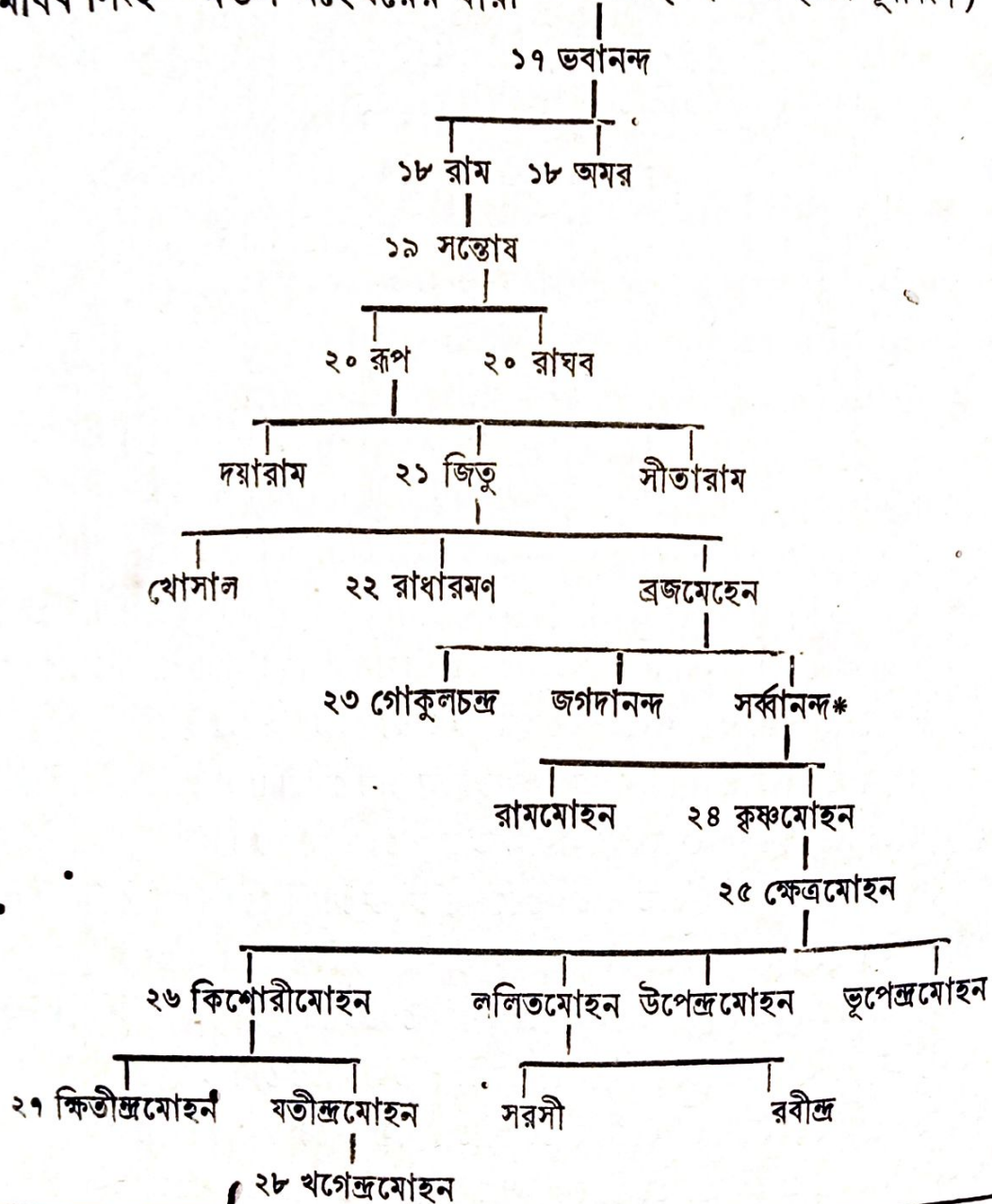
* সর্ব্বানন্দ সিংহ তাঁহার পূর্ব্ব বাস এঁরেড়া গ্রাম হইতে সন ১২০০ সালে কলিকাতা আইসেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণমোহন কলিকাতায় কাঁসারিপাড়ায় বাড়ী করেন এবং ক্রমশঃ কাঁসারিপাড়ার অনেক জমি ক্রয় করেন। ক্ষেত্রমোহন কমিসারিয়েট বা সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ বিভাগের কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

মণ্ডল মহেশ্বরের ধারা—সন্তোষসিংহ

"সন্তোষে ব্যাসের তুষ্টি জয়ঢাক দেশে। যে জন মকুটে নেকার করি ছাড়ে জামুয়া বাসে॥
তাহার যুগল পুত্র দুই পক্ষে লেখি। পূর্ব্ব পক্ষ হইতে তাজা পর পক্ষে দেখি॥
দুই পক্ষে সুতা দাসে ঘোষে বিতরণ। ঘোষ হইতে দাস তাজা শ্রীকরণে কন॥
পর পক্ষে রূপ লইলা গৌরীর আশ্রয়। তার সুতা বিতরণ দুনা ভালাষনায়॥
সুতত্রয় আদি দয়া গ্রহণ উদয় কুলে। পরে অমৃতকুলে আসা কবি দয়ারাম ভুলে॥
আসি নৌভে দান করেন রাজাজ্ঞার উদ্দেশ। তথা আদ্যোপান্ত নাহি দেখি বাৎসল্যের লেশ॥
প্রত্যাশায় দান করেন প্রাণবল্লভ সুতে। জেনো বিপ্র চান্দর ঠেকিয়া গেলা তন্তবায়ের হাথে॥"

[১৭২ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

হরিশাড়ার রাঘববংশ

মাধবসিংহ-বংশে মণ্ডল মহেশ্বরের পুত্র নীলাম্বর সিংহ বিশ্বাসের মধ্যম পুত্র মঘবন্। মঘবন্ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ও তৎপুত্র সন্তোষ সিংহ। এই সন্তোষ সিংহের দুই পুত্র রূপ ও রাঘব। এই রাঘবসিংহ একজন তেজস্বী লোক ছিলেন। কথিত আছে একদা রুদ্রবাটী-নিবাসী মটুক ঘোষ স্বীয় পুত্রের সহিত রাঘবসিংহের একটী সুন্দরী কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাঘবসিংহ 'রুদ্রবাটীর ঘোষগণ তাঁহার সহিত সমান মর্য্যাদার ঘর নহে' বলিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মটুক ঘোষ তৎকালে নবাব সরকারে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাঘব সিংহ জানিতে পারিয়া একরাত্রি গোপনে পত্নী ও কন্যা সহ জামুয়ার বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুই দিন পদব্রজে চলিয়া তাঁহার পত্নী ও কন্যা কাতরা হইয়া পড়িলে রাঘব সিংহ আর অধিক দূর যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং বীরভূম রাজনগরের তদানীন্তন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভীতির বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাঁইথিয়া ষ্টেশনের নিকট মুড়াডোই গ্রামে ৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর মহত্রাণ দান করিলেন। তদবধি রাঘবসিংহ মলুটীর ব্রাহ্মণ জমিদার জয়চন্দ্র রায়ের অধীনে কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিশাড়া গ্রামে ১০১/ বিঘা নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বীরভূমের পরবর্ত্তী রাজা আলিনকি খাঁ রাঘবসিংহের পৌত্র উদয়নারায়ণকে ৩০/ বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই হরিশাড়া ই, আই, রেলের লুপলাইনের সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। রাঘব সিংহের এইরূপ সৎসাহস দেখিয়া এবং তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ রূপসিংহ ভ্রাতার অনুগামী না

হওয়ায় ঘটকগণ রাঘব সিংহকে সম্মানে নৈকষ ভাব দিলেন এবং তাঁহাদের কারিকায় লিখিলেন—

"রূপ রাঘব দুই ভাই, রাঘবে আছে রূপে নাই।"

রাঘব সিংহের মধ্যম পুত্র রাম ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুশল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয় ও উদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাম সিংহ। এই আনন্দরামের চারি পুত্র মধ্যে তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণকান্ত ও চতুর্থ পুত্র নিমাইচরণের ধারা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ও শচীদুলাল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের চারি পুত্র—নবকিশোর, প্রাণকিশোর, রামকুমার ও রামগোপাল। নবকিশোরের পৌত্র শ্রীশচন্দ্র স্বীয় মাতুলালয় বহড়ানে বাস করিতেছিলেন, পরে কান্দীতে বাস করেন। প্রাণকিশোরের পুত্র কৃষ্ণকিশোর ও তৎপুত্র পুলিনবিহারী। পুলিনবিহারী জীবিত। ইঁহার চারিটী পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলস্। তৃতীয় পুত্র মণীন্দ্রমোহন পরলোক গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দসিংহের তৃতীয় পুত্র রামকুমার সিংহের চারি পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম বিশ্বেশ্বর, তৃতীয় পুরুষোত্তম ও চতুর্থ বলভদ্র। কৃষ্ণলালের চারি পুত্র—নটবর, হেমচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ও অনঙ্গমোহন। বর্ত্তমানে নটবর সিংহের একটী পুত্র এবং শরচ্চন্দ্র সিংহের একটী পুত্র ও হেমচন্দ্র জীবিত আছেন। অনঙ্গমোহন অপুত্রক। বিশ্বেশ্বরের এক পুত্র নৃত্যলাল সিংহও পরলোক গমন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম সিংহ ভাগলপুরে উকীল ছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র কেদারনাথ কোচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নিজ অমাত্য বা পারসনেল ষ্টাফ মধ্যে কাজ করিতেন। সম্প্রতি তিনি এক প্রকার সন্ন্যাসী ভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা। পুরুষোত্তম সিংহের দ্বিতীয় পক্ষের দুইটী পুত্র এবং বলভদ্র সিংহ জীবিত আছেন। বলভদ্রের পুত্র সন্তান নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের চতুর্থ পুত্র রামগোপাল সিংহ ভাগলপুরের মহাশয় উমানাথ ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের ছয়টী পুত্র, রমেশ, সোমেশ, অখিল, আশুতোষ, রামনিরঞ্জন ও অনুকুল। ইহাঁদের মধ্যে অখিল অপুত্রক অবস্থায় এবং আশু একটী কন্যা রাখিয়া ও রামনিরঞ্জন তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। রমেশ, সোমেশ ও অনুকুল এবং রামগোপালের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র জীবিত। তাঁহার এক পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও দুইটী কন্যা। জ্ঞানেন্দ্র পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র। উপেন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল রসড়ার রাধাকিশোর ঘোষের সহিত। তাঁহার দুইটী পুত্রই পাইকপাড়ার রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্রের জামাতা হইয়াছেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাটী যশোরের রাজকুমার সতীশকণ্ঠ সিংহরায়ের পত্নী।

ভাগলপুরের মহাশয় উমানাথ ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষ স্বীয় মৃত্যুকালে ভাগিনেয় পূর্ণচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্রের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী জমিদারী সম্পত্তি

দিবার ব্যবস্থা ও পত্নীকে দত্তকপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যান। তদনুসারে তাঁহার পত্নী ইংরাজী সন ১৮৭১ সালের ২৪শে মে তারিখে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ ঐ দত্তকপুত্র। বলাবাহুল্য পূর্ণচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র এবং তাঁহাদিগের পিতা-মাতা দত্তকগ্রহণে সম্মতি লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের পত্নীর মৃত্যু হইলে উপেন্দ্রচন্দ্র একাকী সমস্ত সম্পত্তি লইবার আশায় একটী মোকদ্দমা স্থাপন করেন। পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া ভাগলপুরের সবজজের আদালতে এই মোকদ্দমা হয় ও উভয় পক্ষে বহু অর্থ ব্যয় হয়। অবশেষে উপেন্দ্রচন্দ্র মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিলেন না। এদিকে দেনার দায়ে তাঁহার পূর্ব্ব সম্পত্তি নষ্ট হইল। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সম্প্রতি কলিকাতা নগরে রহিয়াছেন। উপেন্দ্রচন্দ্র একজন বুদ্ধিমান্ ও সকল কার্য্যেই সুদক্ষ ব্যক্তি। বিশেষতঃ সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। পাখোয়াজ বাদ্য শুনিবার জন্য ভারতবর্ষের নানাদেশে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের দরবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র শচীদুলাল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকিশোর সিংহ আবগারী বিভাগে কার্য্য করিতেন। রাধাকিশোরের পাঁচটী পুত্র—হরেকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ, অনন্তকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ। হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ পিতার অনুগামী হইয়া আবগারী বিভাগে কার্য্য করিতেন। হরেন্দ্র সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। অপর চারি ভ্রাতা জীবিত রহিয়াছেন। রাধাকিশোর সিংহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার মাতুলানীর মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সম্প্রতি উক্ত সম্পত্তি দেখা শুনা করিবার নিমিত্ত সেওড়াফুলীতে বাস করিয়াছেন। অপর তিন ভ্রাতা হরিশাড়ার বাড়ীতেই বাস করিয়া থাকেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ জীবনকৃষ্ণ সাধারণ হিতকর কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

আনন্দরাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইচরণ। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ সিংহ। রাধাকৃষ্ণের চারি পুত্র। রঘুনাথ, যাদবেন্দু, মাধবেন্দু ও শ্রীনাথ। রঘুনাথের একটী মাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও একটী কন্যা। কৃষ্ণচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। যাদবেন্দু সিংহের পুত্র দীনবন্ধু ও তৎপুত্র সৌরীন্দ্রমোহন। মাধবেন্দু সিংহের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন অপুত্রক ছিলেন। কনিষ্ঠ রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর। মাধবেন্দু সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামমোহিনীর বিবাহ দিনাজপুরের মহারাজ তারকনাথ রায়ের সহিত হইয়াছিল। মহারাজ সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এই মহারাণী শ্যামমোহিনীর দত্তক পুত্র ছিলেন। হরিমোহন ভগিনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী সন ১৮৬৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া বেনারস কুইন্স্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে কান্দী রাজ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে কার্য্য গ্রহণ করেন। দক্ষতার

সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত ইনি উক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কলিকাতা সিটি কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত উকীল বনওয়ারীলাল হাতী প্রভৃতি কৃতবিদ্য ছাত্রগণ তাঁহার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কোনও কারণে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় এবং মহারাজ গিরিজানাথের অনুরোধে তিনি ইংরাজী ১৮৮৮ সালে হেডমাষ্টারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনাজপুর-রাজ-এষ্টেটের অবৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাজ এষ্টেটের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। উক্ত পদে কার্য্য করিবার সময় তিনি বহুবার দিনাজপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটির কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সন ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসের ২৯ তারিখে রায় বাহাদুর হরিমোহন সিংহ পরলোকগমন করেন। তাহার দুইটি পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রমোহন সিংহ ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান্ চিন্মোহন সিংহ।

রাধাকৃষ্ণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ সিংহ। জেলা হুগলী শিবপুরের মহাশয়দের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া নয় আনা সরিকের অধিকাংশ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথের পুত্র ললিতমোহন একজন উদারচরিত পুরুষ ছিলেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। জেলা বোর্ডের সৃষ্টি হওয়া অবধি ললিত বাবু তথাকার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। যাবজ্জীবন তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র গোপীমোহন সিংহ। গোপীমোহনের একটী মাত্র কন্যা। দিনাজপুরের প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার ঋষিকল্প স্বর্গীয় রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ মহাশয়ের সহিত এই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এক্ষণে এই কন্যা গোপীমোহনের ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী।

[১৭৭ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

মাধবসিংহ—হরিশাড়া রাঘববংশ (বাস পাঁচঘরা) —১৯ সন্তোষসিংহ

২০ রাঘবসিংহ

২১ রামভদ্র

২২ রামদুর্ল্লভ কুশল

২৩ গোপীনাথ (পাটুলী দত্তবংশে মনোহর রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাস পাঁচঘরা)

কৃষ্ণচন্দ্র ২৪ রঘুনাথ ২৪ রামশঙ্কর পার্ব্বতী

২৫তারিণীশঙ্কর

দেবীচরণ রুদ্রনারায়ণ ২৫ রায়কিশোর নবকিশোর ২৬ঈশান হরচন্দ্র

আনন্দ মহেশ শম্ভু ২৬গিরীশ কৈলাস শিবচন্দ্র শ্রীনাথ জানকীনাথ ২৭উমাচরণ রামকমল

রাজীব রামজয় কালী কন্যা

নবীন অম্বিকা দেবেন্দ্র সাতকড়ি ২৭লালমোহন গগণচন্দ্র কৃষ্ণলাল গৌরলাল ২৮শরচ্চন্দ্র(দত্তক) কালীপ্রসাদ

নফরচন্দ্র শরৎ আশুতোষ দুর্গাচরণ ২৯ কিশোরী

রাধামোহন (দত্তক) অমিয় প্রভাত ৩০সুশীল নন্দ ক্ষেত্র হারাণ

২৮সুধীর রামকৃষ্ণ কালীকৃষ্ণ অমূল্য বীরেন্দ্র বিনয় বিজয় ৩০শিশির অসিত শিবু প্রফুল্ল

২৯অমরেন্দ্র ৩১অবলাকান্ত ভানু পুত্র সরসী চন্দ্রভূষণ নীলরতন প্রমথনাথ

ললিত যোগেন্দ্র কন্যা৪ সুরেশ ক্ষিতীশ অবিনাশ পঞ্চানন গঙ্গাধর

(জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ভাগলপুরে মহাশয় তারকনাথ ঘোষ সহ)

মাধবসিংহবংশ—মণ্ডলমহেশ্বর রাঘবের ধারা (বাস হরিশাড়া) ১৯ সন্তোষসিংহ
রূপসিংহ ২০রাঘবসিংহ
রামভদ্র রামচন্দ্র (চামু) ২১ সুন্দররাম অনিরুদ্ধ হরিশ
নিধিরাম ২২ উদয়নারায়ণ
রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ শ্রীনারায়ণ ২৩আনন্দীরাম শুকদেব ছকু দীপচন্দ্র কিনু (জামুয়া)
(বালী ও কুলাই গত)
প্রাণকৃষ্ণ রামকান্ত
লোহারাম গোকুল ২৪কৃষ্ণকান্ত ২৪নিমাই
কালীপ্রসাদ চন্দ্রকান্ত
রামকৃষ্ণ রাজবল্লভ
কন্যা কন্যা
চৈতন্য রামদয়াল
২৫গঙ্গাগোবিন্দ ২৫শচীদুলাল
রামতনু লাড়লীমোহন
নিত্যানন্দ নবকিশোর প্রাণকিশোর রামকুমার ২৬ রামগোপাল (ভাগলপুর গত)
(বহড়ান)
কৃষ্ণকিঙ্কর
সুশীল সুনীল কৃষ্ণকিশোর ২৭কৃষ্ণলাল বিশ্বেশ্বর পুরুষোত্তম বলভদ্র ২৭পূর্ণচন্দ্র উপেন্দ্রচন্দ্র
পুলিন
শ্রীশচন্দ্র নৃত্যলাল জ্ঞানেন্দ্র
২৮রমেশ সোমেশ অখিল আশু রাম অনুকুল
নিরঞ্জন ২ পুত্র
সুরেশ ২৮নটবর হেম শরৎ অনঙ্গ
২৯গণেশ শৈলেশ কন্যা সুভাষ
২৯ যতীন্দ্র মোহিনী মণীন্দ্র শ্রীমোহন কেদার ধীরেন্দ্র শচীন্দ্র
নলিনী নবনী বিমরঞ্জন

মাধবসিংহ বংশ—মণ্ডল মহেশ্বর—রাঘবের ধারা (বাস হরিশাড়া)

মাধবসিংহবংশ—মঘবন্ রাঘব ও শ্রীপতির ধারা
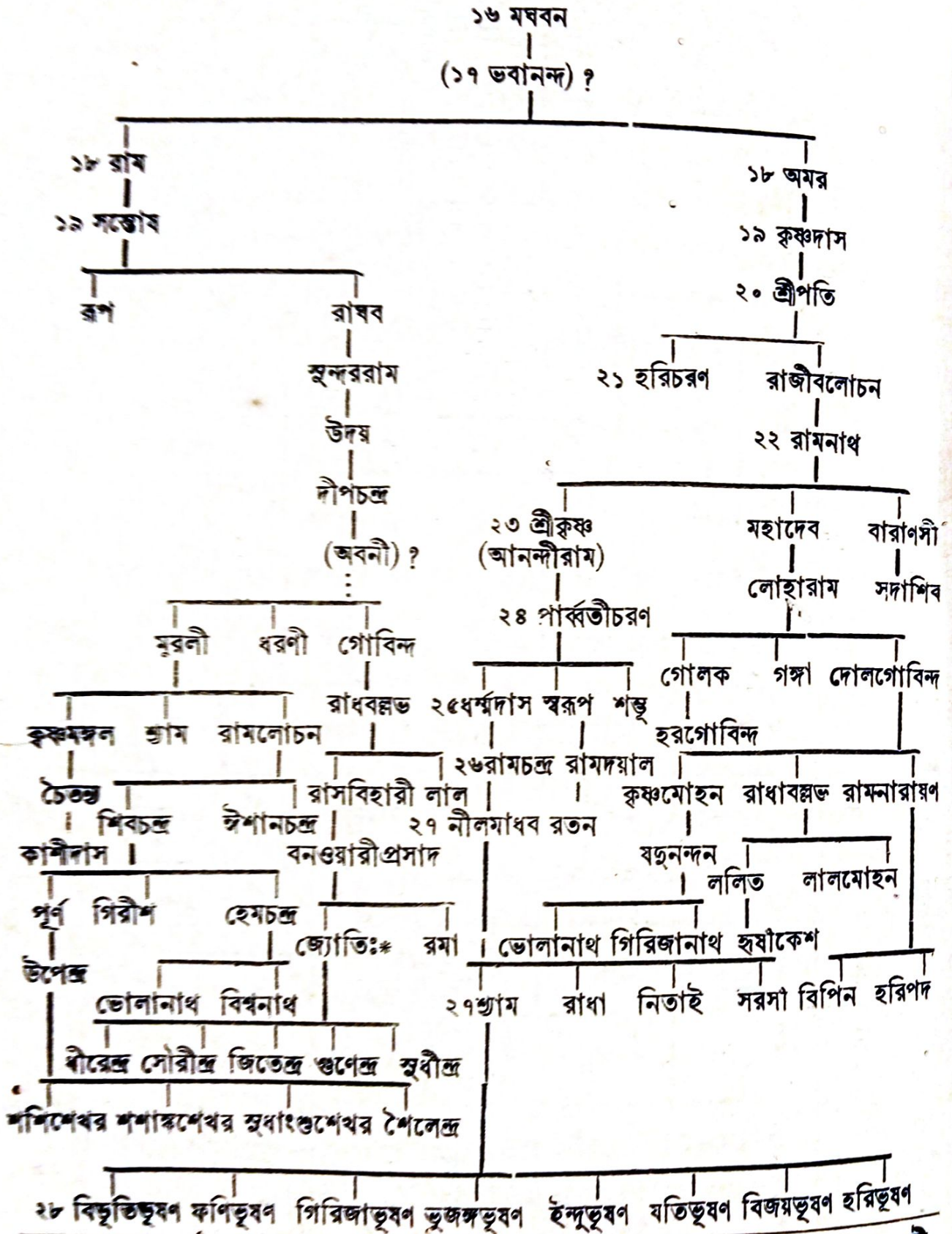
* জ্যোতিঃপ্রসাদ আজন্ম খঞ্জ ছিলেন। ইনি একজন সুলেখক। কাঁটোয়ায় একটী প্রেস করিয়া তথা হইতে "প্রসূন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালন করিতেন। তিনিই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র পূর্ব্বে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন। সম্প্রতি "সরোজনলিনী-দত্ত-শিল্পবিদ্যালয়ে" কার্য্য করিতেছেন।

মণ্ডল মহেশ্বর—গর্ভেশ্বরের ধারা
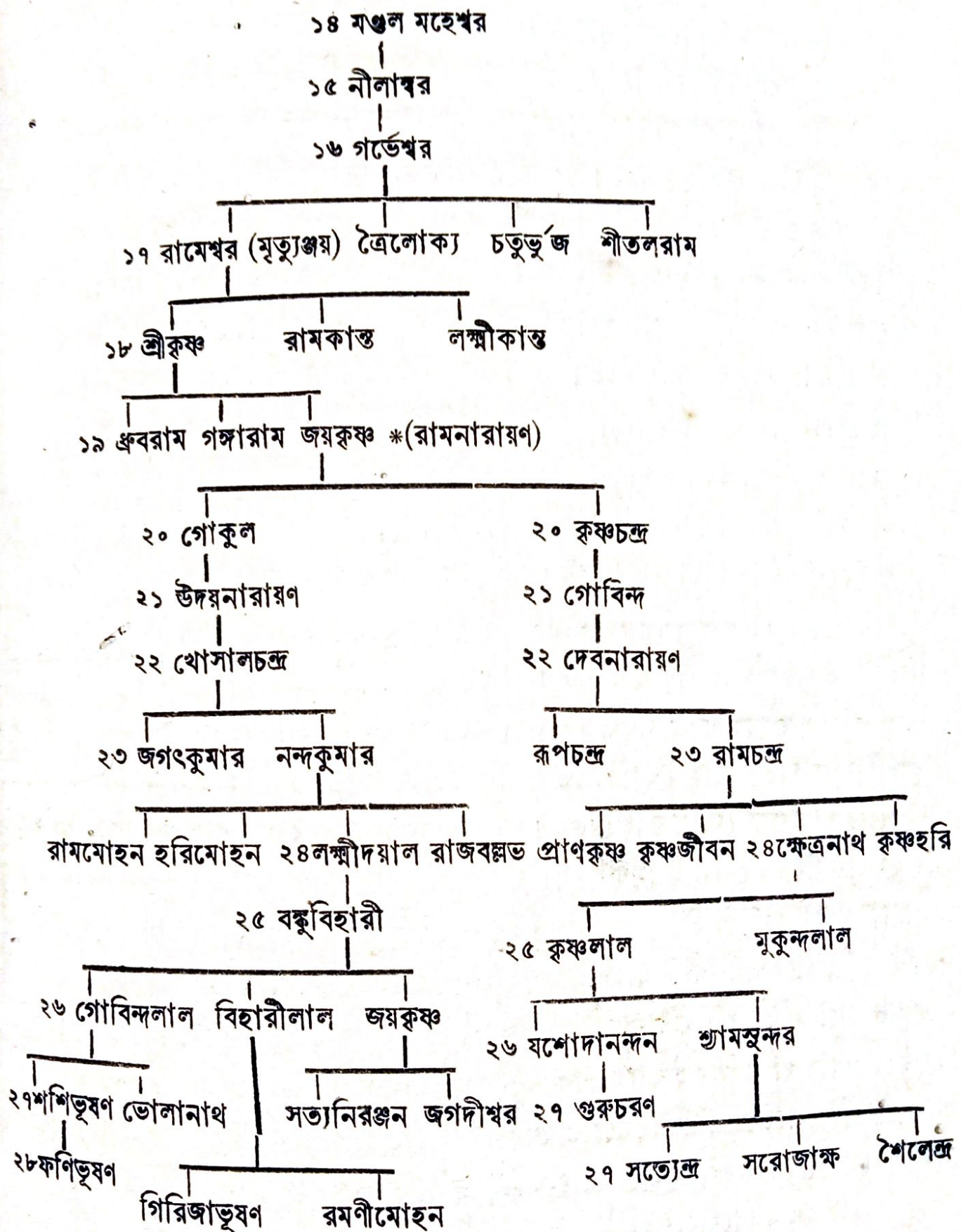
শুক্লাম্বর দস্তিদার-বংশ।

ঘনশ্যাম মিত্র দস্তিদার-বংশ সম্বন্ধে এইরূপ কুলকারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভরত পাটুলি গেলা ঘনুর ভাষণ। সুতে বাস পরে কুল করি যে রচন॥
সুরাজ ভরত জোড়া গ্রহণ মহেশ দাসে। যার তুঙ্গ বালিয়ায় যদু বলাই আছে দুই পাশে॥
বিতরণ রতন চাঁদে উজ্জ্বল রসড়া। পরে ও পারে জীবন ডাকে সানন্দ কুলে খড়া॥
শ্রীরঙ্গ পলসে মধুর জানাবাদে দাস। পরে আশ্রয় উদয় কুল পাটুলিতে বাস॥
ভরতকুলে ধারা যুগল চরণ পরে রাম। রামের পাল্‌টি বংশী বংশে বংশহীন নাম॥
চরণ ধারা যুগল তারা উভয় পক্ষ দেখি। বরকুণ্ডা মধুর পরে বহড়ানে লিখি॥
পক্ষ আদি কানুসিংহ দুর্গারাম পরে। বয়ঃক্রমে বিপর্য্যয় ক্রমে পক্ষপরে॥
দুর্গারাম সুতাদান সতাই চাঁদপাড়া। কানুর পুত্রিকা দুই দোষে গুণে জড়া॥
আগে চান্দরে হরিহর বিশাই চান্দপাড়া বাস। পরে শচী ভঙ্গ দক্ষিণখণ্ড মুকুন্দকুলে আশ॥
পক্ষাপক্ষ দুর্গা কক্ষ গ্রহণ আছে পাছে। যদুতে পাল্‌টি তাজা খেঁখরায় পাছে॥
পক্ষাদি কিশোর নাম ধারা তাথে নাই। বিভা সানন্দ মহীপতি তাজা ঘোষে দাসে পাই॥
পক্ষশেষে শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্র যুগল। যার জনক সুতা বিতরণ কক্ষায় আগল॥
আগে উচিত পরশ করি শম্ভু কৃষ্ণানন্দ। বহড়ান পাচড়া পরে দাসে কক্ষ বন্ধ॥
রাজেন্দ্র শচীতে কুলাই তনয় গন্ধর্ব্ব। অমর বংশকরণ অংশ কহি ইতি সর্ব্ব॥
শ্রীকৃষ্ণ সুরাজ গতি ভূপতি কৈল সাতে। বিতরণে তনয়া চারি লিখি ভাল পথে॥
দানে চারি চারুভাষা ঘোষে তাজা তিন। আগে বংশী বংশে বৈকুণ্ঠ রাজায় তাজা মীন॥
পরে হলধরে মথুরে মোনাই নিবাস পাটুলি। সুত জগন্নাথে গ্রহণ দুই মিলে মণিকুলি॥
রাজাধারা রাজসুতা যুতা চন্দনেতে বাসে। অশ্ব ঘাটে কুলাই কুলে রাজা ভাষ ভাষে॥
শঙ্কর গোবিন্দ পরে শশী আদি ধারা। শঙ্কর বল্লভে গ্রহণ অশ্বঘাটে তারা॥
ধবল পট পাটে নাই ঘনুর কথার আড়ি। রাজা রমানাথের দন্তে জগু দেশে করে বাড়ী॥
ত্রিপুরুষে ঘোষে দাসে নিকষ ভাবে ভাব। কহে শুদ্ধ ঘনুর নাতি কুলে আছে লাভ॥
মাধে শুক্লাম্বরে ধারা চারি ক্রমে নিয়ে রাম। বিশ্বরূপ দামোদর হলধর বলরাম॥
বিশ্বরূপে চক্রপাণি চন্দ্রকেতু মূল। তায় অভিমন্যে দক্ষিণে জোলকুল॥

অথ দামোদরে গৌরীদাস সিংহ পঞ্জরে গৌরীপাড়াবাসিনঃ।

দস্তিদারে গৌরীদাসে মণি রমানাথ। সুত দুর্গাদাস কানু রাধা পরে বিশ্বনাথ॥
আদ্য অন্তে সধর ধারা মাঝে যুগল শূন্য। পঞ্জরে বিশাই ইতি ডাকে ভাষা ধন্য॥
দস্তিদারে গৌরীদাস, মণিকুলে গ্রহণ রাস। পঞ্জরেতে গৌরীপাড়া, ধারা যুগল ডাকে খড়া।
দুর্গাদাস বিশ্বনাথে, বিনয় কক্ষার পথে।
দুর্গাদাসে শ্রীরঙ্গভূমি সুত কৃষ্ণরাম। কুলই গ্রহণ জগতে হরি পরশু যুগলরাম॥

আগে সুতাসুতে অমরধারী ঘোষে দান দুই। মিলে রাজা শ্রীপতি গোপী দেশ বিদেশে থুই॥
পক্ষশেষে রাগে হরি সর্ব্বের ঈশ্বর। মাঝে গঙ্গা মালা বিদ্যা লক্ষ্মীধর ধর ধর॥
হরিহর গোপালে মণি কৈটভারি অংশ। সুত তিন দান এক বিদারি প্রাণ বংশ॥
ভবানী জয়দেবে ইতি প্রসাদের ঘটা। ভবানী গোবিন্দ অর্ক জয়বিনোদ জটা॥
দেবী বিদাই লক্ষ্মীকুলে দর্পনারায়ণ দাসে। হরি গৌরীপাড়া ছাড়ি এখন বাগজানা বাসে॥
গঙ্গাধর পাটুল নিতাই বল্লভের ঘরে। দানেও কুলাই যদুঘাটে ভুবনী খগেশ্বরে॥
শূন্মমালা বিদ্যাধর গ্রহণ ক্ষেম্যকুলে। শক্তি চাঁদে অর্ক গোবিন্দ বাস মহৎ গুনে॥
দান দাসে চান্দরে বিদাই রাজা প্রাণ দুই। শ্রীপতি গোপী রুক্মাঙ্গদে পালটী তাজা থুই॥
লক্ষ্মী কানু লোকে গাভি পঞ্চথুপী সাড়া। পাবে দাসে মধুর ঘনশ্যাম গাঞি ডাকে মসড়া॥
পক্ষাদি দানে সোনাই জটাই গৌরীপাড়া। সর্ব্ব অর্কে দুর্গারাম মহৎ গুণে জড়া॥

চন্দ্রকেতু সিংহের বংশ।

মাধব কুলে চন্দ্রকেতু তাথে চণ্ডীদাস। করণ বলে কক্ষা চলে জোলকুলে বাস॥
চণ্ডীতে রামচন্দ্র রামে পরম আনন্দ। সসুত হরিশে বিত্ত দেখি কুলানন্দ॥
কামদেব কমল সিংহ লিখি যে গৌরাঙ্গ। নরেন্দ্র রসিক ছয় করণে সুতুঙ্গ॥
হরিশে চন্দন ঘোষ কাশীপুরবাসী। মনের সন্তানে সে করণে দীপ্ত শশী॥
কলগ্রামে গৌরাঙ্গ আদান বলরামে। তস্য সুত দীপ্ত ছয় ভাব বুলি ক্রমে॥
সুতে বহড়ান দাসে জগদানন্দপুর। সিংহ বহড়ানে এবে ডাকে সমতুর॥
ঘনশ্যাম হরিরাম আর গঙ্গা শিব। কুলে শীলে দানে ডাকে পাকে চিরজীব॥
ঘনশ্যামে বহড়ান আদান যাদু তায়। সুতা পঞ্চথুপী সদানন্দ হাজরায়॥
হরিনারাণে পঞ্চথুপীলিখি জগন্নাথ। রাজার দীপ্ত করে কারফরমা খ্যাত॥
রামনারাণে জগন্নাথ ঘোষ বাণেশ্বর। অনূপে বহড়ান কিনুরাম শশধর॥
নয়নানন্দে কুলচন্দ্রে ডাকে পাকে গণি। নবাব পিয়ারা কিনু বিখ্যাতি অবনী॥
গঙ্গানারায়ণে নন্দী বাণেশ্বরে মান। আত্তিযোগে প্রসাদনন্দিনী সম্প্রদান॥
শিবনারাণে শোভে ভাল শঙ্করনন্দিনী। বহড়ান মণ্ডলসূত্রে সেহ তুঙ্গ গণি॥
হাজরা কারফরমা দাসে আদান! প্রধান ডাক পাক খাতক বন্দি মাধব সন্তান॥
শিবনারায়ণ সিংহ সর্ব্বগুণান্বিত। দানে মানে কুলবন্ত মাধবে বিখ্যাত॥
পঞ্জরে বিশাই জাগে সভার সম্মত। গ্রহণ মসড়া শঙ্কর দাসে ক্ষেম্য কুলে গত॥
দাসে সুতে বেলুন কুলে বাসুদেব নাম। ছোঁড়া জয়রাম নাম আকুড়ি জাগে চাঁদপাড়া ধাম॥
মেঘ শরে চাঁদে শিব চৌধুরী ওয়ারি। পরে দৈবকী ঘোষেতে ছোয়া জটাধরে গণি॥
রাজা কাশী মুকুন্দ মণি ভাষাভাষি রাম। ধারা চতুর ডাক সরসি পঞ্জর বিশ্রাম॥
বিশারি বাগে রাজা রাম, পাক সরসি দানে নাম। মীন মল্লিক নন্দরাম, দেশে বাসে পাল্‌টি ধাম।

পঞ্জরেতে গৌরীপাড়া, ধারা থির করণ খড়া। কাশী ভাষী বিশ্বনাথে, বংশীবংশ ভূবন সাথে।
শ্রীমন্ত যশোবন্ত ঘর, সবাইর অনুজ রামেশ্বর।
কাশীকুলে শ্রীমন্ততে গ্রহণ লিখি তিন। কুলাই বাগজানা ঘনশ্যাম তাথে বংশহীন॥
জটামূলে তুলসীরাম ডুঙ্গিবাসী তারা। মহরুলছকুর কুল সন্তোষেতে পারা॥
আগে যুগলে যুগল সুতা দেশ বিদেশে লিখি। ভারতী রাঘব বংশী নিতাইর হরি দেখি॥
সুত মাঝে কৃষ্ণদেব মদন লাল। যুগল পক্ষে ধারা তিন গ্রহণ আছে ভাল॥
কৃষ্ণদেব দেওড়া জড়া বিশ্বনাথের কুলে। দানে কুলাই মহাদেব চাঁদরায় মূলে॥
মদনে কৈটভারি মণি রাধাচরণ নাম। দানে শঙ্কর মুকুন্দ সুত বাগজানা ধাম॥
নন্দলালে নন্দরামে হরেক্বষ্ণপুরে। জগদানন্দ কুলাই চাঁদ অশ্বঘাট ঘরে॥

অথ ছন্দান্তর—

শিবে কুলাই যশোবন্ত, দানেও কৃষ্ণ আনন্দ। ধারা শিবরাম রাধা, অন্তে কৃষ্ণ রাধা রাধা।
ভবনাথ সভের অন্ন, শিবের ঘরে ধারা শূন্য। রামকৃষ্ণ দাসে পাক, ঠাকুরে হরিহর ডাক।
রামেশ্বরে শিবের বাড়ী, জগৎকুলে শুদ্ধ হাঁড়ি। দানে রাঘব দেশে বাটী, বংশ চতুর করণ খাঁটি।
বাণ রত্নে রুদ্র যোগে, ঈশ্বর সভার আগে। গ্রহণ তাজা বাণেশ্বরে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপতি ঘরে।
সুত কৃষ্ণ প্রাণ জড়া, বিশ্বনাথে বাস দেওড়া। রতন জড়া দেওড়া পুরি, মহাদেব জটাধারী।
পাটুল নিতাই কৃষ্ণ পরে, তাতেই কেবল বংশধরে। রুদ্রহর্ক দর্প সৌম্য, রীতি ভাসি কাশী মর্ম্ম
বিশারি মুকুন্দ কক্ষাধরে, দৈবকুলে হরিরাম ঘরে। দান তিন ঘোষ সাতে, সারওয়ানি মেঘনাথে।
হাজরায় রঘুমণি কোদয়, কৈটমণি গোপাল নয়। মধুর এক তুঙ্গ জোড়া, বিতরণ কক্ষায় খড়া।
সুত রঘুরাম হরি জগু, গোপী বৈদ্য ব্রজ আগু। প্রেম ভোলা দীন লক্ষ্মী, নাথ একাদশ আখ্যী।
তায় বড় নাথেতে দিয়ে শূন্য, হরি জগু বৈদ্য গণ্য। ভোলা দীন লক্ষ্মী পরে, ইথে শূন্য থরে থরে।
সধর ধারা পাঁচে মূল, আগে পরে রঘুর কুল। সমুচিত মদন দেশে, চান্দর দুর্গা আটুল শেষে।
দানে হরি নিতাই ধারা, কৃষ্ণচন্দ্র তিন ঘরা। অর্কিক্ষেম্য রাধা পায়, আগেই বংশ রুদ্ররায়।
ধনঞ্জয় দেশে ডাক, ইতি লিখি রঘুর পাক। বামে বেণু মধুতে বাসু, আনন্দচন্দ্র নামে শিশু।
শ্রীপতিতে গোপীরায়, রামেতে কড়ি ঘোড়া পায়। গোপী লক্ষ্মী বিদারি বাড়ী, জটা ভিক্ষু সুতের হাঁড়ি।
ব্রজবিনোদ জটাধরে, ভূমিহরা বেলুনে পরে। প্রেমেতে কুলাই কুল, পাটুলি বাসে নিতাই মূল।
রীতি লিখি করণ কক্ষ, কহে শুদ্ধ রঘু মোক্ষ।

* গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ দিনাজপুরের দক্ষিণ ও রাজসাহীর উত্তর-পশ্চিমে "করদহ" নামক পীঠস্থানে সাধন করিতেন এবং তথায় একটী শিবস্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। করদহে তিনি কিছু সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহা তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।

দস্তিদার চৌধুরীবংশ

মণ্ডল মহেশ্বরের পুত্র শুক্লাম্বর দস্তিদার (Lord Privy Seal) উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার বংশধর মধ্যে ৫ম পুরুষ অধস্তন বসন্তকুমার সিংহ নবাব সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবাবের অনুমতি অনুযায়ী বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট সবডিভিসনের সামিল বনহাট পরগণা মধ্যে জেঁহুরগ্রামে বাস করেন এবং 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। ইনি নবাব সরকারের সৈন্যবিভাগে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। নবাব সরকার তাঁহাকে বনহাটপুর পরগণা জায়গীর দেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত জেঁহুর গ্রামে বাস করিয়া শিবমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ সহ বিষ্ণুমন্দির স্থাপন এবং দীঘি ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র সিংহচৌধুরীও নবাব সরকারে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবীচরণ যথাক্রমে চৌধুরীর কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনপুরুষ চৌধুরী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই বংশ জেহুরে অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন। দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি ইষ্টপূর্ত্ত কার্য্য করিয়া যান। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী সকল এক্ষণে প্রায়ই কর্ষিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, দেবালয়সমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কেবল একটিমাত্র জীর্ণ শিবালয় পূর্ব্বকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। দেবীচরণ মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর একজন প্রিয় অমাত্য ছিলেন। কিন্তু রাজাদিগের প্রীতি ক্ষণস্থায়ী। কথিত আছে যে এক সময়ে নবাবের জন্য প্রস্তুত জুতা দেবীচরণ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন নবাব দরবার হইতে দেবীচরণকে অপসারিত করেন ও দেবীচরণের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে 'চৌধুরী' পদচ্যুত করেন। দেবীচরণের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য নবাবী ফৌজও প্রেরিত হয়। দেবীচরণ জেহুর ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপীগ্রামে বাস স্থাপন করিলেন। দেবীচরণের সম্পত্তি নবাব বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা রাজা রামজীবনকে প্রদান করেন।

দেবীচরণের পুত্র কালিদাস পরম তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করেন। প্রাণকৃষ্ণ পুনরায় জমিদারী সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র রাধাগোবিন্দ পণ্ডিত, চিকিৎসক ও বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। দেশবিদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট গীত শিক্ষা করিতে আসিতেন। তিনি ও তাঁহার খুল্লতাত পাঁচথুপীগ্রামে যে দ্বিতল বিষ্ণুমন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান। এই মন্দিরে জেঁহুর হইতে আনীত এই বংশের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও চণ্ডীমণ্ডপে এখনও প্রত্যেক বৎসর ৺শারদীয়া পূজা নির্ব্বাহ হয়। এই মন্দির বাঙ্গালা ১২০০ সন বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে ও চণ্ডীমণ্ডপ তাহার দশ বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। রাধাগোবিন্দ ৪৮ বৎসর বয়সে সন ১২৩০ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিতাইসুন্দর তখন প্রাপ্তবয়স্ক

বাংস্ত-সিংহবংশ।]

ছিলেন ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদয়াল দুই বৎসর বয়স্ক শিশু ছিলেন। কৃষ্ণদয়ালের শৈশবে প্রায় সমস্ত জমিদারীই বিক্রয় হইয়া যায় ও কৃষ্ণদয়ালের মাতা বহুকষ্টে তাঁহাকে শিক্ষিত করেন। কৃষ্ণদয়াল ফার্সি ও পরে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা করিয়া বহুকাল দিনাজপুরের রায় সাহেব বাহাদুরের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিরল ছিল। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পাঁচথুপীতে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি দিনাজপুরে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ও তথায় জমিদারী সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ৭১ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১৮৯৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ছয় পুত্র জ্যেষ্ঠ গোপেশচন্দ্র বিশেষ মেধাবী ছিলেন, কলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। তৎকনিষ্ঠ ব্রজেশচন্দ্র মুন্সেফ ছিলেন ও গত ১৯১১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক সর্ব্বজন-প্রিয় ব্যক্তি দুর্লভ। তৎকনিষ্ঠ যোগেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও "কালের স্রোত" নামক সমাদৃত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বঙ্গভাষায় কয়েকখানি আইনের পুস্তকও লিখিয়াছেন। তৎকনিষ্ঠ সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে ওভারসিয়ার ছিলেন ও এক্ষণে কর্ম্মত্যাগ করিয়া পাঁচথুপীতে থাকিয়া বিষয়ের পরিদর্শন করিতেছেন। তৎকনিষ্ঠ সত্যেশচন্দ্র পাঁচথুপীতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। ইনি গত কয়েক বৎসর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক ছিলেন ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরীসভার সহকারী সম্পাদক। ব্রজেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র বি, এল, উপাধিধারী ও নরেশচন্দ্র এম্, এ, বি-এল, উপাধিধারী। এক্ষণে নরেশচন্দ্র পাটনা হাইকোর্টের একজন বড় উকীল।

হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র কৃষ্ণচরণ (বা চন্দ্র) সিংহ চৌধুরী রসড়ায় আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র বিজয়রাম পৈতৃক তান্ত্রিকমত ত্যাগপূর্ব্বক গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রত্যহ ৩ লক্ষ হরিনাম করিতেন এবং দিবারাত্র ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। তাঁহার পুত্রেরাও কেহ লক্ষ হরিনাম না করিয়া আহার করিতেন না। তাঁহার সকল পুত্রই তাঁহার জীবদ্দশায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি তাঁহার একটী মাত্র বালকপুত্র ভগীরথসিংহ চৌধুরী মহাশয়কে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা করায় এবং সংসারে লক্ষ্য না রাখায় তাঁহার আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল।

বিজয়রামের পুত্র ভগীরথ সিংহ চৌধুরী (জন্ম ১১৮০ সাল, মৃত্যু ১২৫৬ সাল)। তিনি ধনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম, এবং স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়। তিনি যখন ৭ বৎসর বয়স্ক তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি ঐ বয়সেই বিদ্যা উপার্জ্জনার্থ গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার প্রতি ঈশ্বর এত সদয় ছিলেন যে তিনি চট্টবাটীর বঙ্গাধিকারী কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের নিকট পরিচিত হন। ঐ বঙ্গাধিকারী

মহাশয়ের বাটীতে তাঁহারই সাহায্যে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি উক্ত বঙ্গাধিকারীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি দেওয়ান হওয়ায় পূর্ব্ব দেওয়ান ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাঁহার নামে মারণক্রিয়া করেন, কিন্তু ভগীরথ এ সংবাদ পাইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ঐ বিপদ্ হইতে রক্ষা পান। কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রেরা পরস্পর মোকদ্দমা করিতে থাকেন। ভগীরথ সিংহকে তাঁহারা সাক্ষ্য মান্য করেন। ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি চাকরী এবং তথাকার উপার্জ্জিত ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া আসেন। পরে তিনি চট্টগ্রামে চাকরীর অন্বেষণে যান। তথায় তিনি তৎকালীন কমিশনার হালিডেকে (পরে তিনি বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) বঙ্গভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেন। তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হালিডে সাহেব পেস্কারের কার্য্য প্রদান করেন। উক্ত সাহেব চলিয়া আসিবার সময় তাহাকে নোয়াখালী জেলায় কএকটী নাবালক ষ্টেটের ম্যানেজার করিয়া আসেন। তৎপরে তিনি কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশের লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নীর অধীনে তাঁহার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ভুলুয়া পরগণার নায়েব হন। ঐ সময়ে ঐ জেলার অন্তর্গত অমরাবাদ পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল ছিল। কিন্তু ঐ পরগণায় জলা থাকায় গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় হইত না। ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হুইলার সাহেব তাঁহাকে ঐ সম্পত্তি ইজারা লইতে বাধ্য করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়া খাজনা সরবরাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি ১২৭৬ সালে বঙ্গের ছোটলাট গ্রে সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যান। তিনি পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এত অভিজ্ঞ ছিলেন যে একটী লোককে দূর হইতে দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যথায় থাকিতেন তথায় একটী গরু ও একটী শালগ্রাম শিলা রাখিতেন এবং প্রত্যহ ভিক্ষা দান করিয়া এবং অভ্যাগত সমভিব্যাহারে আহার করিতেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার সকল হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ছিল। আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজার সময় তিনি নৌকায় থাকিয়াও তাঁহার রাঁধুনি ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিয়া ঘট স্থাপনা করাইয়া পূজা করাইতেন। ধর্ম্মে এত বিশ্বাস ছিল যে একদিন তাঁহার রসড়ার বাটীতে শালিগ্রাম শিলার ভোগের বরাদ্দ কম দেওয়ায় সেই দিনই বিদেশ হইতে অনুভবে ঐ ব্যাপার জানিতে পারেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীকে ঐ বিষয়ে পত্র লেখেন। তিনি দেশস্থ বহু লোকের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক স্বজাতি ও কুটুম্বগণের আহারের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। রসড়া গ্রামে তিনি দেব প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং অভ্যাগত আসিলে যাহাতে বিমুখ না হয় তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের যে সকল লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তনে দেবসেবা ও পূজা বন্ধ হইয়াছিল তাহাদের যাহাতে পূজা চলে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি ১২৫৩ সালে পুত্র গোবিন্দসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া ঘোটকারোহণে ৺জগন্নাথ-

দেবের ও ১২৫৫ সালে নৌকাযোগে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ১২৫৬ সালে অমরধামে প্রস্থান করেন।

গোবিন্দসুন্দর একজন বিখ্যাত মনস্বী কর্ম্মী ছিলেন। ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা গৌরসুন্দর পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ১২৫৮ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও স্বর্গারোহণ করিলে বৃহৎ সংসারের ভার তাঁহার উপরেই পতিত হইল। নানারূপ বিপদে পড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলা না করিয়া মনোযোগের সহিত পার্শী, বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি ১২৬১ সালে প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর দৌহিত্র হরিমোহন ঘোষের কন্যা সুকুমারীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের একমাত্র পুত্র স্বল্প বয়সে পরলোকগত হইলে ১২৮৪ সালে গোবিন্দসুন্দর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহের ফল ৫ পুত্র—হরেকৃষ্ণ, হরেরাম, রামরাম, হরিচৈতন্য ও হরেহরে।

১২৯৬ সালের মাঘ মাসের শুক্লানবমীতে গোবিন্দসুন্দরের মাতৃবিয়োগ হয়। এতদুপলক্ষে তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তিনি সাধারণ ও রাজকীয় কার্য্যে নানাপ্রকারে বহু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ শারীরিক বল ছিল। এক রাত্রিতে সশস্ত্র ১৪।১৫ জন ডাকাইত তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি একমাত্র তরবারির সাহায্যে তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সচরাচর রসড়া হইতে সাঁইথিয়া ষ্টেশন ২৬ মাইল পথ অনায়াসে যাতায়াত করিতেন। তিনি একনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। (১৯০ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

জামুয়া রঘুনাথপুর মূলোবাড়ীর দস্তিদারবংশ

হাল বাস গয়তা

শুক্লাম্বরের ছয়টী পুত্র মধ্যে বিশ্বরূপ কনিষ্ঠ। বিশ্বরূপের পুত্র চক্রপাণি সিংহ, চক্রপাণির দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বলভদ্র ও কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু। বলভদ্র ও তাঁহার বংশধরগণ মাধবসিংহের মূল বাড়ীতে বাস করিতেন এজন্য তাঁহাদিগকে মূলবাড়ীর বা মূলোবাড়ীর সিংহ বলিয়া থাকে। বলভদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সদানন্দ, তৎপুত্র মটুকচন্দ্র, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও তৎপুত্র ভগবানচন্দ্র। ভগবানচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রসিকচন্দ্র। রসিকচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র গ:তার রাজারাম রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভৈরবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা রামরায় চৌধুরী সন ১১৩২ সালে বৈশাখ মাসে একখানি দানপত্র লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে

১৪ মণ্ডল মহেশ্বর

নীলাম্বর কেশব ১৫শুক্লাম্বর দস্তিদার পুণ্ডরীকাক্ষ

বলরাম হলধর ১৬ দামোদর ভৈরব বনমালী ১৬ বিশ্বরূপ

১৭ চক্রপাণি

১৭ গৌরীদাস ১৭ বল্লভীকান্ত

১৮ বিষ্ণুদাস বলভদ্র ১৮ চন্দ্রকেতু

১৮ মণি রমানাথ

১৯ বসন্ত ১৯ অভিমন্যু

ওরফে চণ্ডীদাস

১৯দুর্গাদাস কানু রাধা বিশ্বনাথ ২০ হরিশ্চন্দ্রসিংহ চৌধুরী (বাস জোলকুল)

(পঞ্জর)

২০ শ্রীরঙ্গ ২০ রামচন্দ্র

রামচন্দ্র দেবীচরণ

২১ কৃষ্ণরাম ২১ পরমানন্দ

কৃষ্ণচন্দ্র কালিদাস

বিজয়রাম রামনাথ ২২ হরিশ কৃষ্ণকিঙ্কর

ভগীরথ প্রাণকৃষ্ণ ২৩ শিবচরণ

রাধাগোবিন্দ ২৪ দর্পনারায়ণ

কৃষ্ণসুন্দর গৌরসুন্দর গোবিন্দসুন্দর

২৫ সফলরাম

মহেন্দ্রনারায়ণ নিতাইসুন্দর কৃষ্ণদয়াল

ব্রজমোহন গোপী মদন ২৬ বিনোদরাম

রামগোপাল

সত্যেন্দ্র বীরেন্দ্র ২৭ রাধামাধব

নৃসিংহ (মাধবচন্দ্র)

হরেকৃষ্ণ হরেরাম রামরাম হরিচৈতন্য হরেহরে

২৮ কৃষ্ণনারায়ণ

গোপেশ ব্রজেশ যোগেশ সুরেশ সত্যেশ নরেশ ২৯ কালীপ্রসন্ন

গোপীবল্লভ রাধাবল্লভ

জগদাশ ৩০ হরিপদ

সত্যভূষণ শশাঙ্ক ঋতেশ কমলেশ নিখিলেশ

মৃণালকান্তি খোকা হৃষীকেশ প্রমথেশ ত্রিদিবেশ অমরেশ প্রণবেশ পরমেশ

২৩ কুলানন্দ কামদেব কমল গৌরাঙ্গ নরেন্দ্র রসিক

২৪ ঘনশ্যাম হরিনারায়ণ রামনারায়ণ গঙ্গানারায়ণ শিবনারায়ণ চিরঞ্জীব

নিষ্কর বাসভূমি দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম দেবীপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ রামশঙ্কর। [রাজা রামরায়ের বিস্তৃত বিবরণ মিত্রবংশে লেখা হইবে।] রামরায়ের ভ্রাতা ভবানীরায়, তৎপুত্র রাজচন্দ্ররায়, তৎপুত্র ফতেচাঁদ ও বুলচাঁদ রায়। রাজা রামরায়ের জীবৎকালে তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যু হয়। তিনি সন ১১৬১ সালে ১১৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রামরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চন্দ্র রায়ের পত্নী রাণী পীতাম্বরী চৌধুরাণীর নামে রাজকার্য্য পরিচালনা হইতে থাকে। সন ১১৬৮ সালে গঙ্গাতীরে এলাহিগঞ্জে রাণী পীতাম্বরী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া যান। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রামকুমার তখন জীবিত ছিলেন না। এজন্য দেবীপ্রসাদ ও রামশঙ্করের জন্য ॥০ আট আনা ও ফতেচাঁদ ও বুলচাঁদের জন্য ॥০ আট আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফতেচাঁদ ও বুলচাঁদ, দেবীপ্রসাদ ও রামশঙ্করকে সম্পত্তিতে অধিকার না দেওয়ায় সদর নিজামত আদালতে মুর্শিদাবাদে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এদিকে অধিকার মধ্যে অনাদায় ও রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। নানা কারণে সন ১২০১ সাল হইতে সম্পত্তি ক্ষয় আরম্ভ হইল।

দেবীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র ব্রহ্মানন্দ সিংহ। ইনি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম দুই জেলায় মোক্তারী করিতেন। সিউড়িতে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী ইনিই করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বহুদূর হইতে লোকে এই ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে আসিয়াছিল। তখন রেলপথ হয় নাই। ব্রহ্মানন্দের পুত্র নাই—দৌহিত্র রহিয়াছে। বৈকুণ্ঠের দুই পুত্র বেণীমাধব ও মহানন্দ। মহানন্দ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কালীকিঙ্কর শিলিগুড়িতে ওকালতি করিতেছেন। রামশঙ্করের সন্তান হইয়া রক্ষা হইত না। এজন্য তিনি শ্রীশ্রী৺বাবা বৈদ্যনাথের নিকট গিয়া "ধরণা" দিবার উদ্দেশ্যে বহু লোক সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক বনপথে সন ১২০৩ সালের ফাল্গুন মাসে রওনা হইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ ধাম হইতে কিছু পূর্ব্বে যোড়মুণ্ডি নামক স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ঐ যোড়মুণ্ডিতে একটী পুলিশ ষ্টেশন হইয়াছে। রাত্রিকালে রামশঙ্করের পত্নী একটী স্বপ্নাদেশ পাইয়া স্বামীকে অবগত করান যে আর বৈদ্যনাথ ধাম যাইবার প্রয়োজন নাই। সম্বৎসর মধ্যে একটী পুত্র সন্তান জন্মিবে, তাহা হইতে বংশরক্ষা হইবে। উক্ত সন্তানের জন্মকালে মস্তকে একটী জটা দেখা যাইবে তাহা যেন ছেদন করা না হয়। সন্তান কিছু বড় হইলে বৈদ্যনাথ ধামে গিয়া বাবার পূজা দিতে হইবে। পত্নীর বাক্য শুনিয়া দৈববাণীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসযুক্ত রামশঙ্কর বৈদ্যনাথ ধামে না গিয়া গয়তার বাটী ফিরিয়া আসিলেন। এখনও রামশঙ্করের বংশধরগণকে জীবনে অন্ততঃ একবার ঐ যোড়মুণ্ডী যাইতে ও বৈদ্যনাথ ধামে গিয়া পূজা দিতে হয়। শিবরাত্রি-কালে বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। যথাকালে সন ১২০৪ সালের ৯ই মাঘ শনিবার রামশঙ্করের পত্নী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যথানির্দ্দিষ্ট জটাটী দেখিয়া পিতামাতার

অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। বহু সন্তান নষ্ট হইবার পর এই পুত্রটী হইল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল "তিনুরাম" বা "তেনুরাম।" তেনুরামের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনার কথা প্রচলিত রহিয়াছে। তেনুরামের শৈশবাবস্থায় রামশঙ্করের মৃত্যু হয়। তেনুরাম পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও মৌলবীর নিকট পারসী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্দ্ধর্ষ থাকায় একদিন তিরস্কৃত হওয়ায় গৃহ হইতে চলিয়া যান। প্রায় ৭।৮ বৎসর কাল কেহ তাঁহার সন্ধান পান নাই। এই সময়ে তিনি সাধুসঙ্গে মিশিয়া যোগাভ্যাস ও নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও কামরূপ হইতে পশ্চিমে হিঙ্গলাজ পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং যেখানে যে শাস্ত্র পাইয়াছিলেন নকল করিয়া লইয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ সিংহ একদা কাশীধামে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করেন ও তাঁহার জননীর অবস্থার কথা বলেন। তেনুরাম তখন গুরুদেবের নিকট হইতে দারপরিগ্রহ করিবার আদেশ পাইয়া সংগৃহীত দুই সিন্ধুক পুস্তক নৌকায় উঠাইয়া লইয়া নীলকণ্ঠের সহিত বাড়ী আইসেন। বাড়ী আসিয়া তেনুরাম চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। দেশের সাধারণ লোকের নিকট তিনি অর্থ গ্রহণ করিতেন না। পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও বেহারের জমিদার ও ধনীদিগের নিকট হইতে অধিক অর্থ লইতেন! যথাকালে তাঁহার বিবাহ হইলে সন ১২২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথের জন্ম হয়। তেনুরামের ৭টী পুত্রের মধ্যে ৩টী পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করে। অবশিষ্ট ৪টী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রনাথ, মধ্যম ত্রিভুবনচন্দ্র, তৃতীয় সিদ্ধেশ্বর ও কনিষ্ঠ যোগেশ্বর। সন ১২৭০ সালে ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন অপরাহ্নে বাসা হইতে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথের ক্রোড়ে বসিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক তেনুরাম দেহত্যাগ করেন। তাঁহার এই মহাপ্রয়াণ দেখিয়াছেন এরূপ বৃদ্ধ এখনও জীবিত রহিয়াছেন। যোগেশ্বরের পুত্র নাই, দুইটী কন্যা আছে। সিদ্ধেশ্বরের বিধবা পত্নী মাত্র জীবিত আছেন। ক্ষেত্রনাথ ও ত্রিভুবনের বংশ রহিয়াছে। ক্ষেত্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী-সভার পক্ষ হইতে স্বজাতির সেন্‌সাস্ বা তালিকা করিয়াছিলেন ও দুঃস্থ বালকগণের অধ্যয়নের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেন।

দস্তিদার-বংশ (পূর্ব্ববাস জামুয়া মূলোবাড়ী—হাল বাস গয়তা)

১৫ শুক্লাম্বর সিংহ দস্তিদার
১৬ বিশ্বরূপ সিংহ
১৭ চক্রপাণি
১৮ বলভদ্র
গোপাল ১৯ সদানন্দ
২০ মটুকচন্দ্র
২১ কৃষ্ণবল্লভ
২২ ভগবান্‌চন্দ্র
প্রাণকৃষ্ণ দৈবকীনন্দন সুন্দর আনন্দীরাম ২৩ রসিকচন্দ্র
২৪ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (বাস গয়তা)
রামকুমার (বিনাম নকড়িচন্দ্র) ২৫ দেবীপ্রসাদ ২৫ রামশঙ্কর
নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ ২৬ বৈকুণ্ঠ ২৬ তেনুরাম
ব্রহ্মানন্দ ২৭ ক্ষেত্রনাথ ত্রিভুবনচন্দ্র সিদ্ধেশ্বর যোগশ্বর
২৭ বেণীমাধব মহানন্দ ২৮উপেন্দ্র সুরেন্দ্র আশুতোষ নরেন্দ্র হরি
২৮ প্রতাপচন্দ্র সতীশচন্দ্র ভূজেন্দ্র কালীকিঙ্কর শৈলেন্দ্র (শৈশবে মৃত)
২৯ যতীন্দ্রচন্দ্র বিনয়কৃষ্ণ শম্ভূনাথ মন্মথনাথ হৃষীকেশ রাধা
৩০ অক্ষয় ফেলু বিজয় সুবোধ কুমুদেশ্বর অহিভূষণ পিণাকীনাথ অরিন্দম
সুধাংশু শ্যামাংশু সিতাংশু জিতাংশু
২৯ গিরীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র ফণীন্দ্র ধীরেন্দ্র

মাধব-সিংহপুত্র রাঘবসিংহবংশ।

উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় মাধবপুত্র রাঘববংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"রাঘবসিংহঃ কুলপ্রবীণঃ বিভাতি সদ্বংশকুলপ্রদীপঃ।
দিগম্বরস্থাপি সুতাং বিবাহং সদ্‌ঘোষবংশ·········কালে॥
প্রচুরপুণ্যে বিলসৎ শরীরঃ প্রদানধর্ম্মেন নিবিষ্টধীরঃ।
শ্রীকৃষ্ণনামাজনি তস্য পুত্রঃ প্রথিতনামা কুলশীলযুক্তে॥
শ্রীগর্ভঘোষস্য সুতাং বিবাহং কন্যাং প্রদত্তাং খলু শক্তিপুরে।
পঞ্চৈব পুত্রাঃ মধ্যে কুলশীলযুক্তৌ শ্রীযুতশতানন্দজনার্দ্দনৌ চ॥
তদ্বৎ সনাতনঃ কুলপ্রতিষ্ঠঃ পঞ্চাননোঽনাদিবরশ্চ তদ্বৎ।
জনার্দ্দনঃ সিংহকুলপ্রসূনঃ প্রভাব-পুণ্যার্পিতসত্যধিকঃ॥
প্রদানকর্ম্মা নিয়তং বরিষ্ঠঃ স্বভাবনির্ম্মুক্তকুলপ্রকাশঃ।
তস্মাৎ সুতা দ্বাদশ সংভবে পুত্রাভি জাতোর্দ্ধবলপ্রভাবঃ॥
দিবাকর শ্রীযুত রত্ননামা করান্তকৌ দ্বৌ প্রিয়ধর্ম্মসংজ্ঞঃ।
শ্রীভাস্কর পৃথ্বীধর সুতাশ্চ তদ্বৎ করাজা·········শব্দ এব॥
তদ্বৎ পরে শ্রী করুণাকরশ্চ পশ্চাৎ করান্তোদয় নাম এব।
সুধাকর শ্রী···········বংশ প্রখ্যাতকীর্ত্তি প্রণয়ে············॥
চত্বার এতে তনয়া প্রদাতা সিংহপুরা শ্রীজয়রামনামা।
শ্রীবিপ্রদাসস্তত এব সত্য শ্রীমন্তনামা গুণবান্ মহাত্মা।
সভাসু ধীরঃ প্রণয়েন ভদ্রং প্রতাপবিধানকর্ম্মারনিত্তি॥"

রাঘববংশীয় চাঁচড়ার রাজবংশ।

শুকদেবসিংহ রাঘববংশীয় যজ্ঞেশ্বর ও ভবেশ্বরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"রাঘব কুলে যগাই ভবাই দেশে জয়ঢাক। দোষে গুণে বলাই অভি ভবাই লিখি পাক॥
যশোরে যগাই জাগে ভবাই ভাবে তাজা। লোকে বলে মাধাইর কুলে যগাই হইলা রাজা॥
কান্ধারি ছুইয়া যগাই মল্লিক পরশে। পরে পৌত্রে যুগল যগাই বার হৈল বিদেশে॥
মধ্যে পাটুলির পথে করিলা আশ্রয়। পরে দত্তের দৌহিত্র বলি দেন পরিচয়॥

(১৯৯ পৃষ্ঠায় যজ্ঞেশ্বরের বংশলতা দ্রষ্টব্য।

অথ ভবেশ্বর—জনার্দ্দন পরমপর কুলে ভবেশ্বর। গ্রহণ গত বহড়ান ডাক সরসি ঘর॥
কলাধরে বংশধর সবাই তাজা দাসে। তাত সুতা বিতরণ কুলরক্ষার সঙ্কাশে॥
মটুকে নয়নানন্দ বাৎস্য শতকুলি। পদে গত জয়হরি নিজে নিরাকুলি॥
শ্রীবর কুলি বিতরণি রতনকুলি মাঝে। তাজা দাসে গোপীনাথ কুলে ভাল সাজে॥

গ্রহণগত ডাক সরসি বিখ্যাত কন্দর্প। আগে পাছে ঘোষে মাঝে তাজা দাসে দর্প॥
বিদারি কুলে বিতরণি চণ্ডীচরণ গত। হাজরায় সন্তোষ মাঝে সভাপতি রত॥"

কুলাচার্য্য অভিরাম এইরূপ কারিকা করিয়াছেন—

"প্রথমে সোনায় গ্রহণ কক্ষায় বিশ্রাম। ধৃতিকরসুত রজনীকর নাম॥
তস্যানুজ বিভাকর করে করে উত্থিত। বহু ভবেশ্বরাখ্য রাজখ্যাতি যদ্‌গত॥
পরম্পরে যশোরে গেল রাজ্য তৎপ্রতি। ভাব ভাব গভীর মটুক তস্য পরে উৎপত্তি॥
সদর্প কন্দর্প দর্প বংশ ভব মণ্ডলে। গোপী পরে শ্রীরাম অনুজ ভ্রাতৃযুগলে॥
দর্পসুতা মনোহারী মনোহর সাক্ষাতো। সে পৃথিবী-বৃদ্ধিকারী যে প্রতাপকীর্ত্তি অদ্ভুতো॥
রত্নমণি আদিকুল পূর্ব্ব পরে গোষ্ঠীতে। বঙ্গ বাস সহস্রাংশ বংশীবংশ বেষ্টিতে॥
সুঘোষ শ্রেণি মধ্যে মধ্যে শুদ্ধ দাস স্থাপিতো। স্বরাজ্যপদ তুল্যে কেশে দত্তেতে গতায়াতো॥
প্রথম নাইর গ্রহণে সাক্ষাৎ না পাই। কৃত ঘরে সুতাদান একোন বড়াই॥"

মাধবসিংহের মধ্যম পুত্র রাঘবসিংহের প্রপৌত্র ধৃতিকর সিংহের পাঁচ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রজনীকরের পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও মধ্যম বিভাকরের পুত্র ভবেশ্বর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া যশোর অঞ্চলে গমন করেন। ভবেশ্বর সিংহ বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার আজিম খাঁর অধীনে সৈন্যবিভাগে কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত যশোর প্রদেশে কিছু জমিদারী সম্পত্তিও পাইয়াছিলেন। যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক বলেন, "যজ্ঞেশ্বরের নাম রত্নেশ্বর ছিল। তিনি প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের রাজসরকারে আমীন দপ্তরে মুহুরীগিরি কার্য্যারম্ভ করেন।" এবং উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা অন্যত্র লিখিয়াছেন, "রত্নেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রক্ষিসৈন্যদলের কর্ত্তা ছিলেন।" একদা তাঁহার বিক্রমে একটী যজ্ঞ রক্ষা হওয়ায় তুষ্ট হইয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে "যজ্ঞেশ্বর" নাম দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় ঠাকুরের সেবা নির্ব্বাহ জন্য ১২৩৫০ বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। উহা যশোর কালেকটরীর তায়দাদে কালেকটরীর ৩২৪নং সিদ্ধ নিষ্কর বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। যদি যজ্ঞেশ্বরের প্রতাপাদিত্যের অধীনে চাকরী করা এবং তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমিপ্রাপ্তির বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে ভবেশ্বরের পুত্র মটুকরায় মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিনাশ সাধন করিলে পর যজ্ঞেশ্বর কোন্ বিবেচনায় স্বীয় অন্নদাতার প্রাণঘাতী শত্রু মটুক রায়ের বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত একান্নে বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত নিষ্কর সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ও শ্যামরায় বিগ্রহের সেবা পরিচালনের ভার উক্ত শত্রুর হস্তে অর্পণ করিলেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক রত্নেশ্বরই যে যজ্ঞেশ্বর তাহা এখনও নিঃসন্দেহ বলা যায় না। কুলগ্রন্থেও রত্নেশ্বর নাম নাই। যজ্ঞেশ্বর হইতেই যশোরে উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশের সভা উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা কুলগ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়—"যশোরে যজ্ঞের সভা অধিকারী ঘরে।"

যাহা হউক, প্রতাপাদিত্যের সহিত আজিম খাঁর প্রথম যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁর নিকট হইতে ভবেশ্বরের সৈয়দপুর, আমিদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর এই ৪টী পরগণা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাই চাঁচড়া-রাজবংশের প্রথম জমিদারী। ভবেশ্বর "মজুমদার" উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনি যে স্থানে ছাউনি করিয়াছিলেন তাহার নাম "ভবহাটি" ও প্রথম বাসস্থানের নাম "মূলগ্রাম"। এখনও এখানে গড়ের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহা সৈয়দপুর পরগণার অন্তর্গত।

অল্পদিন মধ্যে ভবেশ্বরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুট বা মটুকরায় (বিনাম মহাতাব-রায়) মূলগ্রাম হইতে ৮ মাইল উত্তরে খেদাপাড়া নামক স্থানে গড় কাটিয়া একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। যজ্ঞেশ্বর এই স্থানেই শ্যামরায় প্রতিষ্ঠা করেন।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে মটুকরায় স্বীয় সৈন্যসহ গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতাপের সহিত সন্ধি হইবার পর মহাতাব রায় বা মটুকরায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার জায়গীর আর নিষ্কর রহিল না। বাৎসরিক রাজস্ব ধার্য্য হইল। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মটুকরায়ের মৃত্যু হয়।

মটুকরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্দর্পরায় আরও পাঁচটী পরগণা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং খেদাপাড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি ইমাদপুর পরগণার অন্তর্গত চাঁচড়া গ্রামে বাস করেন। প্রবাদ আছে, তিনি এই স্থানে রাজধানী করিবার স্বপ্নাদেশ পান। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কন্দর্পরায়ের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র মনোহর রায় খৃঃ ১৬৫৮ হইতে ১৭০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কন্দর্প ও মনোহর বিশিষ্ট বিশিষ্ট উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে আনাইয়া যশোহরে বাস করাইয়াছিলেন এবং তথায় কায়স্থের একটী সভা হইয়াছিল। মনোহর রায় পৈতৃক ৯টি পরগণার অতিরিক্ত আরও ১৫টি পরগণা লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও ৬টী পরগণা কিছুকালের জন্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। যশোরের ফৌজদার নুরুল্লাখাঁর সহিত মনোহর রায়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। নুরুল্লার সাহায্যে ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর দরবারে মনোহরের বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

মনোহরের সময়ে চাঁচড়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি যেমন সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি দেবমন্দির ও পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একটী শিবমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

"শাকে নাগ-শশাঙ্কর্ত্তু স্মরে প্রাসাদ উত্তমঃ।
শ্রীমনোহররায়েন নিরমায়ি পিণাকিনে॥"

অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মনোহর রায়ের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সুচতুর মনোহর তাঁহাকে প্রবল হইতে দেখিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোহরের কন্যার

বিবাহে নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া সীতারাম মনোহরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া রাজস্ব দাবী করেন। মনোহর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজস্ব দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মনোহর রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কৃষ্ণরাম রায় পিতার ন্যায় বুদ্ধিকৌশলে সম্পত্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি আরও ২০টী পরগণা লাভ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকদেব রায় রাজা হন এবং কৃষ্ণরামের মাতার আদেশ অনুসারে খুল্লতাত শ্যামসুন্দরকে সম্পত্তির চারি আনা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। পরগণার নামানুসারে ইহা সৈয়দপুর জমিদারী নামে খ্যাত হয়। রাজা শুকদেব দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে দশমহাবিদ্যা ও আর কয়েকটী দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা শুকদেব ও তাঁহার পৌত্র রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় এই দেবসেবা নির্ব্বাহ জন্য নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা শুকদেব রায়ের মৃত্যুর হয়। তৎপুত্র নীলকণ্ঠ রাজা হন। তাঁহার সময়ে সৈয়দপুর জমিদারী রাজস্ব-দায়ে বিক্রয় হইলে নীলকণ্ঠ তাহা খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফর আলিখাঁ ইংরাজদিগকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যে ২৪টী পরগণা জমিদারী দান করেন, তন্মধ্যে হুগলীর ফৌজদার মীর্জ্জা মহম্মদ সালাহ্ উদ্দীনের একটী জায়গীর ছিল। 'তাঁহাকে উহার বদলে একটী জমিদারী দিতে হইবে এজন্য সৈয়দপুর জমিদারী বেওয়ারীশ সুতরাং সরকারে খাস হইবে' এই বলিয়া নবাব তাহা নীলকণ্ঠের নিকট হইতে লইয়া মীর্জ্জা মহম্মদ সালাহ্ উদ্দীন্‌কে প্রদান করেন। ভবিষ্যতে হাজি মহম্মদ মোহ্‌সীন উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য হুগলীর ইমামবাড়ায় দান করিয়া গিয়াছেন। রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। চাঁচড়া ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার সংকল্প করিয়া তিনি বাঘুটিয়ার নিকট ধুলগ্রামে ও অভয়ানগরে দুই স্থানে দুইটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন ও বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ধুলগ্রামের বাড়ীতে তাঁহার দেওয়ান হরিরাম মিত্রের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

সদাশিব ঘটক ভবেশ্বর হইতে রাজা নীলকণ্ঠ পর্য্যন্ত এইরূপ কুলকারিকা লিখিয়া গিয়াছেন—

"দেখ যশোরে যজ্ঞের সভা ভবাই ভাবে তেজা। সভাই বলে মাধবকুলে জগাই হল রাজা॥
মাধবকুলে দীপ্ত কর্‌লে ভবে ভবেশ্বর। সুত মুকুট সিংহতে কন্দর্প শশধর॥
তায় মনোহর সভাপতি রায় মহাশয়। আদান বহড়ান ধনী বাসুদেব উদয়॥
মনোহরে দীপ্ত করে কৃষ্ণ শিব শ্যাম। আদান প্রদান তুঙ্গ দানে রায় কৃষ্ণরাম॥
কলগা সুরুড়া দাসে ক্ষেম্য ভাব দেখি। রামনারায়ণে ডাকে কুল দনুজারিতে লেখি॥
শিবে নবু মিলে দীপ্ত করিল বল্লভ। শ্যামসুন্দরে সুন্দর রামনারায়ণে দুর্ল্লভ॥
পক্ষশেষে ফকিরদাসে যদিস্যাৎ আদান। অবশেষে পঞ্চথুপী হাজরায় প্রদান॥
ডাকে পাকে সত্ব হাজরা প্রথম দান তাথে। পরে দেখি বংশীবদন বঙ্গনাথ যাথে॥
কানু সুত সন্তোষে দান সর্ব্বশেষে মুনি। গোপীসুতে বিশ্বনাথে তেজে তুঙ্গ গণি॥

কৃষ্ণরাম রায় সুত আদান তুঙ্গ ভাবে। সতুঙ্গ শুকদেব রায় নীলকণ্ঠ এবে॥
শুকদেব বহড়ানে পদ্মলোচনে রাজিত। কৃষ্ণরায় সুত পরে প্রসাদে পূজিত॥
* * কৃষ্ণ ঘোষে দান কুলাই ধারা চণ্ড। তায় প্রকাশিত-রায় রাজা নীলকণ্ঠ॥
আদান বংশীবদন কুলে দীপ্ত ভোলানাথ। খ্যাতিমন্ত কুলে চণ্ড বঙ্গতে বিখ্যাত॥
শ্যামে রামগোপালে দান সানন্দেতে সান্ত। পাছে করণ রসড়ায় কৃষ্ণ রামকান্ত॥
ধন্য রাজা শুকদেব ধন্য নীলকণ্ঠ। কুলে শীলে দানে ডাকে প্রতাপ প্রচণ্ড॥
অল্পকালে ভূমণ্ডলে যশে বাজে দামা। ভণে ঘটক সদাশিব অতুল্য উপমা॥”

১৭৬৪ খৃঃ অব্দে নীলকণ্ঠের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শ্রীকণ্ঠরায় রাজা হন। রাজা শ্রীকণ্ঠ পরমসাধক ছিলেন। অসাধারণ দাতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কল্পতরুব্রত অবলম্বন করিয়া সমুদয় সম্পত্তি এমন কি ভদ্রাসন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। অবশেষে যখন দান করিবার উপযোগী আর কোনও সম্পত্তি থাকিল না, তখন তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবহার্য্য স্বর্ণনির্ম্মিত কোশাকুশী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। যখন দানের উপযোগী আর কিছুই থাকিল না, তখন তিনি ৺কাশীধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে আতপুর রাজবাটীতে আসিয়া তথা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া সেওড়াফুলিতে আসিয়া কন্যাকে দেখিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইলেন। কন্যার নাম জগদম্বা দেবী। সেওড়াফুলির মল্লিকবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় পূর্ব্বে আর কখনও কন্যার বাটীতে আসেন নাই। কন্যা জগদম্বা দেবী যখন শুনিলেন, পিতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন, তখন মাতা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই ভাবিয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা শ্রীকণ্ঠরায় মহাশয়ের পত্নীর নাম রাণী অন্নপূর্ণা দেবী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নাম বাণীকণ্ঠ রায়। কন্যার অনুরোধে ও সুব্যবস্থায় পত্নী ও পুত্রকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে পরম জ্ঞানী রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় তাঁহার কন্যা জগদম্বা দেবীকে আহ্বান করিয়া বলেন, “মা, আমার সময় উপস্থিত, আর ৺কাশীধামে গমন ঘটিল না, আমাকে ৺গঙ্গাতীরে বালুকা শয্যা করিয়া তথায় রক্ষা কর।” তদনুসারে ৺গঙ্গাতীরে বালুকা শয্যা করিয়া রাখা হইলে, রাজা পিপাসা শান্তির জন্য কন্যা জগদম্বা দেবীর নিকট জল চাহিলেন। এই সময়ের একটী দৈব ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কন্যা ব্যস্ততার সহিত গঙ্গা হইতে জল লইয়া আসিতেছেন, পিতা যেদিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ান ছিলেন, হঠাৎ তদ্বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লওয়ায় রাজা মহাশয়ের মস্তকে কন্যার পদস্পর্শ হইল। এই আকস্মিক ঘটনায় কন্যা জগদম্বা দেবী আপনাকে মহা অপরাধিনী মনে করিয়া জিভ্ কাটিলেন। এই সময়ে দৈববাণী হইল। রাজা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্বর্গগতা জননীই কন্যারূপে তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই পাদস্পর্শে অদ্য সকল অপরাধের মোচন হইল। তখন রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয়ের স্মরণ হইল, বাস্তবিক তাঁহার অসাধারণ

দানের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হওয়া আশঙ্কা করিয়া তাঁহার জননী অসন্তুষ্টা ছিলেন, এবং অসন্তুষ্টাবস্থায় লোকান্তর গমন করায় রাজা বহু পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার মনে এই স্মৃতি জাগরুক ছিল, অদ্য কন্যারূপিণী জননীর পদধূলি মস্তকে সংলগ্ন হওয়ায় সর্ব্বাপরাধ বিনির্ম্মুক্ত মনে করিয়া শান্তিলাভ করিলেন, কিন্তু দৈববাণীর সময়ে উলঙ্গ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিলেন, "আমি মায়ের উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম কেন? যাহা হউক মায়ের পদধূলি আমার সকল অপরাধের শান্তি করিল।" সেই সময়ে সহসা তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটা তেজ বাহির হইয়া গেল। একটা কিংবদন্তী আছে, যে সময়ে রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় ৺গঙ্গাতীরে বালুকাশয্যায় থাকিয়া উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করেন, ঠিক সেই সময়ে কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেবীর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্নান করান হইতেছিল।

রাজা শ্রীকণ্ঠরায়ের পরলোকগমনকালে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাজা বাণীকণ্ঠ রায় নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় ছিলেন। সম্ভবতঃ তখন পরম দয়ালু মহামতি টাকার (Tucker) সাহেব যশোহরের কালেক্টর ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া বহু চেষ্টায় উক্ত রাজা বাণীকণ্ঠ রায় ও তাঁহার জননীর জন্য ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা গোপীকণ্ঠ রায় নামে রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয়ের এক ভ্রাতা জীবিত থাকা জ্ঞাত হইয়া উক্ত সদাশয় কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে নষ্ট সম্পত্তি সকলের উদ্ধারের জন্য যত্নবান্ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ রাজা গোপীকণ্ঠ রায় মহাশয় স্পষ্ট উত্তর দিয়াছিলেন যে, দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি যে সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, তাহা পুনর্গ্রহণ করা কোন মতেই হইতে পারে না। এইরূপ ভক্তিতে দয়ালু কালেক্টর সাহেব উপায়ান্তরবিহীন হইলেন বটে, কিন্তু অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত রাজা গোপীকান্ত রায় মহাশয়ের দেহান্তকালে তাঁহার দ্বারা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাণীকণ্ঠ রায়ের অনুকূলে এক উইল লেখাইয়া লয়েন। তাহাতে কোনও সম্পত্তির নাম উল্লেখ না করিয়া "যাবতীয়" সম্পত্তি বলিয়া লিখিত হয়। পরে নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া ৺রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় মহাশয়ের বিধবা পত্নী রাণী অন্নপূর্ণা দেবী ও ৺গোপীকণ্ঠ রায় মহাশয়ের বিধবা পত্নী রাণী রাজেশ্বরী দেবী তাঁহাদের স্বামীকৃত দান পুনর্গ্রহণে আপত্তি করেন। তখন সদাশয় কালেকটর সাহেব বুঝাইয়া বলেন, যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া বর্ত্তমানে যাঁহাদের অধিকারে আছে, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ও যথার্থ প্রাপ্য দিয়া সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এই সময় তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে লক্ষাধিক টাকা ঋণ করিয়া বিস্তর চেষ্টা দ্বারা অনেক গুলি সম্পত্তি উদ্ধার করেন, এবং দেনা পরিশোধের জন্য ঐ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের (Court of Wards) তত্ত্বাবধানে রাখেন। বর্ত্তমান জেলা খুলনার অন্তর্গত সাহস পরগণা, চাঁচড়া রাজসরকারের অধিকার ত্যাগের পর যাঁহার অধিকারে ছিল, রেভিনিউ (Revenue) বাকি পড়িয়া ঐ পরগণা নীলাম হইলে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে খাসে উহা খরিদ হইয়াছিল। সদাশয় কালেকটর

সাহেব দয়াপরবশ হইয়া, ঐ সম্পত্তি চাঁচড়া রাজবংশের তাৎকালিক অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মহাশয়কে পুনঃ প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্টে লিখিয়া সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করেন যে, বাৎসরিক প্রায় ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে, অধিকাংশে জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি সাহস পরগণাটী ফিরাইয়া দেওয়াই সুবিধাজনক হইবে, অতএব গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি দেওয়া রহিত করিয়া সাহস পরগণাটী চাঁচড়ার রাজবংশীয়কে ইনাম দেওয়া হউক। তদনুসারে বহু চেষ্টার ফলে রেভিনিউ বোর্ড (Board of Revenue) উক্ত পরগণা ইনাম দেন, ঐ সমস্ত সম্পত্তি চাঁচড়ার রাজবংশধরগণ এখন ভোগ করিতেছেন।

১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইলে পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীকণ্ঠ পরলোক গমন করেন। কালেকটর সাহেবের অনুরোধে রাজা শ্রীকণ্ঠের নাবালক পুত্র ও বিধবা রাণীর জন্য কোম্পানি বাহাদুর মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রাণীর মৃত্যু হইলে মাসিক ১৪৲ টাকা কমিয়া ১৮৬৲ টাকা বৃত্তি হইল। এই সময়ে নাবালক বাণীকণ্ঠ সুপ্রীমকোর্টের মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া সৈয়দপুর পরগণার জমিদার হইলেন। সুতরাং সরকারী বৃত্তি বন্ধ হইল। পরে বিলাত আপীলে ইমাদপুর পরগণারও উদ্ধার হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র বরদাকণ্ঠকে রাখিয়া রাজা বাণীকণ্ঠ স্বর্গারোহণ করেন।

বরদাকণ্ঠের নাবালক অবস্থায় যশোরের কালেক্টর সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল তারিখে বোর্ড অব্ রেভিনিউকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এই রাজবংশের দুরবস্থার কথা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করেন। তাহার ফলে 'চাঁচড়া রাজ এষ্টেট' কোর্ট অব ওয়ার্ডস্এর হাতে যায়, এবং রাজপরিবারবর্গের জন্য মাত্র বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকায় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। ১৮২৩ সালে কতক সম্পত্তি বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় গবর্ণর জেনারেল সাহেবের আদেশ অনুসারে রাজ-এষ্টেটে ফিরিয়া আইসে। তদবধি পরগণা ইমাদপুর ও সৈয়দপুর এবং সাহসের কতকাংশ চাঁচড়া-রাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে রাজা বরদাকণ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হস্তী ও যানবাহনাদি দিয়া সরকারকে সাহায্য করায় ও নানাবিধ সদনুষ্ঠানে অর্থদান হেতু বরদাকণ্ঠ সন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। বরদাকণ্ঠের আভিজাত্যাভিমান বিশেষ প্রবল ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরের মহাশয়জীর বাড়ীর দত্তক পুত্রের মোকদ্দমায় তিনি কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে কায়স্থজাতির হোমে অধিকার রহিয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বরদাকণ্ঠের মৃত্যু হয়। রাজা বরদাকণ্ঠ রায় মহাশয়ও একজন পরম সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ বৎসরে দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের সমুদয় তীর্থস্থান অর্থাৎ হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং হিঙ্গলাজ হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সর্ব্বসাধারণের হিতে রত উদারচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-

৺কুমার ক্ষীরোদকণ্ঠ রায়

জন্ম শকাব্দা ১৮০৪, ৪ঠা ভাদ্র। মৃত্যু শক ১৮৩৪, ৬ই ভাদ্র।

সনের তিনিও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাত্মা ইদানীং প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। গত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট E, J. Barton এই রাজবংশের একটী বিস্তৃত বিবরণী দিয়াছিলেন। রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর মহাশয়ের দত্তক পুত্র ৺কুমার ক্ষীরোদকণ্ঠ রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ বেদকণ্ঠ রায় বর্ত্তমান আছেন। রাজা বরদাকণ্ঠ রায়বাহাদুর মহাশয়েরঅপর পুত্র ৺কুমার মানদাকণ্ঠ রায় মহাশয়ের তিন পুত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত কুমার সতীশকণ্ঠ রায় ও শ্রীযুক্ত কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায় বর্ত্তমান আছেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কুমার নৃপতীশকণ্ঠ রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-গমন করিয়াছেন। কুমার সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয়ের এক পুত্র ও তিন পৌত্র বর্ত্তমান, পুত্র শ্রীমান্ কুমার শ্যামাকণ্ঠ রায়, পৌত্রগণের মধ্যে প্রথম শ্রীমান্ শিবকণ্ঠ রায়, দ্বিতীয় শ্রীমান্ শক্তিকণ্ঠ রায়, তৃতীয় শ্রীমান্ সুধাকণ্ঠ রায়। কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায় মহাশয়ের এক পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলকণ্ঠ রায়।

গাধধপুত্র রাঘববংশ—**ভবেশ্বরের ধারা** ১৮ বিভাকর

১৯ ভবেশ্বর

২০ মুকুট বা মটুকরায়   বিনোদ

২১ রাজা কন্দর্পরায় গোপীনাথ মধুসূদন শ্রীরাম রাজারাম

২২ ,, মনোহর   সন্তোষরায় ভরতরায়   রামচন্দ্র (চারুরায়)

২৩ ,, কৃষ্ণরাম শিবরাম শ্যামসুন্দর বিদ্যাধর

রামেশ্বর শ্যামসুন্দর দেবকী বাণেশ্বর

২৪ ,, শুকদেব রামজীবন

শিবনারায়ণ হরেকৃষ্ণ গোকুল

২৫ রাজা নীলকণ্ঠ

উদয়নারায়ণ ধনঞ্জয়

২৬ রাজাশ্রীকণ্ঠ গোপীকণ্ঠ

২৭ রাজা বাণীকণ্ঠ তৎসুত ২৮ রাজা বরদাকণ্ঠ

২৯ রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ কুমার মানদাকণ্ঠ কুমার হেমদাকণ্ঠ

৩০ কুমার ক্ষীরোদাকণ্ঠ (দত্তক)   ২৯কুমার সতীশকণ্ঠ কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ ক্ষিতীশ কুমার নৃপতীশকণ্ঠ (দত্তক)

৩১ ,, বেদকণ্ঠ   ৩০ ,, শ্যামাকণ্ঠ   ,, নির্ম্মলকণ্ঠ

৩১ কুমার শিবকণ্ঠ কুমার শক্তিকণ্ঠ কুমার সুধাকণ্ঠ

মাধবপুত্র রাঘববংশ যজ্ঞেশ্বরের ধারা

মাধববংশ রাঘবের ধারা

- ১৩ মাধবসিংহ
  - ১৪ রাঘব
    - ১৫ শ্রীকৃষ্ণ
      - ১৬ শতানন্দ
      - সনাতন
        - ১৭ হরানন্দ
          - ১৮ হরিরাম
            - ১৯ রামগোপাল
              - ২০ দয়ারাম
          - রঘুরাম
        - কমলনয়ন
          - বলরাম
            - শ্রীরাম
              - কামদেব
                - ২১রামশরণ
                  - ২২ কৃষ্ণসিংহ
                - হৃদয়রাম
                - বিষ্ণুরাম
              - পরশুরাম
                - রাধু
                  - কিশোর
                  - বিদ্যা
                - কালী
                - সন্তোষ
              - নিধিরাম
                - মকলি
            - রামেশ্বর
              - রামভদ্র
            - রত্নেশ্বর
              - রাজেন্দ্র
                - নসিরাম
                - চরণ
              - নন্দরাম
                - দুর্লভ
                - পাঁচু
          - অনন্ত
      - ১৬ জনার্দ্দন
        - উদ্ধারণ
          - জগদীশ
            - লক্ষ্মীকান্ত
              - সভাপতি
              - ভূপতি
              - প্রজাপতি
              - গুরুপতি
              - জয়হরি
                - ১৮ শ্রীরাম
                  - ১৯নরসিংহ
                    - ২০কল্যাণ
                      - ২১নন্দরাম
                        - ২২নয়ান
                        - কালীচরণ (হিলোড়া)
                          - ২৩ দীননাথ
                            - ২৪ রূপচন্দ্র (কোপা)
                              - ২৫ গুরুপ্রসাদ
                              - রামেশ্বর
                                - ২৬ নীলমাধব
                                - দুর্গা
                                - ইষ্টপ্রসাদ
                                  - ২৭ সতীশ
                                    - ২৮ প্রমথ
                                    - খুদিরাম
                                  - ইন্দ্রচন্দ্র
                                    - কন্যা
                                - লাল
                                - মহানন্দ
                                  - তারক
                                    - কন্যা
                                  - নগেন্দ্র
                                    - ০
                                - বিপিন
                              - কেশব
                            - গোবিন্দ
                              - শ্রীরাম
                                - রামযাদব
                                  - অতুল
                                  - মহেশ
                                    - ত্রিদিবেশ
                                      - শচীন্দ্র
                                      - তারাব্রহ্ম
                                    - সুশীল
                                      - উমাপদ
                                      - অনিলকুমার
                                  - সেতাব
                              - যজ্ঞেশ্বর
                              - উমাকান্ত
                            - শ্যামাচরণ
                            - গৌরীকান্ত
                          - নবকিশোর
                            - বৈদ্যনাথ
                              - শ্রীরাম
                          - শ্রীকৃষ্ণ
                    - কুশল
                  - রাজারাম
                  - কানু
                  - গোপাল
                  - নারায়ণ
                  - বিনোদ
                - বলরাম
                - চণ্ডীদাস
        - বলভদ্র
      - ১৬ পঞ্চানন

মাধবসিংহ— রাঘবের ধারা

তারাপতি সিংহ-বংশ।

কুলাচার্য্য সদানন্দ তারাপতির কুলপরিচয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"কুল-শশধর বেড়ি দীপ্ত তারাপতি। প্রকাশ জয়কৃষ্ণ তায় লিখি ত্রিসন্ততি ॥
জগৎ ভগবতী শিব ক্রমে লিখি তিন। জগতে কানুয়া আলুগ্রাম কিছু ক্ষীণ ॥
সপুত্র সমুদ্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমধুসূদন। পাঁচথুপী পলসা দাসে ঘোষে বিলক্ষণ ॥

তাহার অনুজ যদুনন্দন বিরাজে।　বিশ্বনাথ হাজরা নন্দিনী ভাল সাজে॥
দ্বিপক্ষে সাবলপুরে দেখি দয়ারাম।　পরে মেহগ্রাম দেখি মিত্রেতে বিরাম॥
তদনুজ মুকুন্দে দেখি বসন্তনন্দিনী।　চতুর্থে অনন্তে ধারা বিখ্যাতি অবনী॥
অনন্তে আকুতা পক্ষে পরে কুলগ্রাম।　উত্তম নন্দিনী দাসে কক্ষা অনুপাম॥
অনন্ত অনুজ সিংহ লিখি যে গোকুল।　বাঁটিতে দুর্ল্লভসুতা তেজে সমতুল॥
ষষ্ঠমে সন্তোষ দর্পনারায়ণ-সুতা।　বাইশা বল্লভবংশে কুলাই বিখ্যাতা॥
পরে হাড়গ্রাম তায় লক্ষ্মীনারায়ণ।　কুলে সে কলগাঁ কিন্তু ডাকে বিলক্ষণ॥
সর্ব্বানুজ কালীচরণ সিংহতে রসড়া।　মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা কয় সানন্দ সে জড়া॥
পরে দর্পনারায়ণ-সুতা বহড়ান।　ঘোষ দাস মিত্রে জগত টীয়ান॥
জগৎ অনুজ সিংহ লিখি ভগবতী।　যাদুদাস-নন্দিনী আদান শুদ্ধগতি॥
কক্ষাতে বামুনিগ্রাম দ্বিপক্ষে রসড়া।　সে ত্রিলোচনে কেবল সনে সুতে তেজ বাড়া॥
দীননাথে অকিঞ্চন দাস বহড়ান।　পরে বৈদ্যনাথ-সুতা বাটীতে আদান॥
দাসের দৌহিত্র নিজে দাস অভিলাষী।　নাম তারাপতি মাত্র কেবল কান্দিবাসী॥
কার্ত্তিক কুলাই দীপ্ত পরে অকিঞ্চন।　সুত বিশ্বনাথে কৃষ্ণ মল্লিক মিলন॥
উচিতে ভগবতী-সুতা দেখি হরিহরে।　অপরা ভিখারী ঘোষে নন্দী বাণেশ্বরে॥
কার্ত্তিক নন্দিনী মুনি মাণিকে জড়িত।　জয়াত্মজ নন্দঘোষ সুতেতে মার্জ্জিত॥
কন্যায় জগৎ মিত্র মধু পাঁচথুপী পলসা।　উচিতে তনয়া শ্যামাচরণাভিলাষা॥
অনুজ যদু পঞ্চথুপী মেহগাঁ সাবলপুরে।　সুতা কারফরমা কুলে শ্রীচন্দ্রশেখরে॥
তৃতীয়া মাণিকে দীপ্ত পরে ভিক্ষাকরে॥　শ্রীবংশীবদনে শ্যামসুন্দর তাপরে॥
জগৎসুত অনন্ততে আকুতা কলগ্রাম।　দুই পক্ষে চারি পুত্র কক্ষে অনুপাম॥
জ্যেষ্ঠ কানুসিংহে রাজা হাজরা-নন্দিনী।　হীরারামে যাদু-সুতা দাসে অগ্রগণি॥
মোহনে কুলাই রামদেবের দুহিতা।　জ্যেষ্ঠ পক্ষে নেত্র পুত্র দ্বিপক্ষ বিখ্যাতা॥
শেষ পক্ষে মহাদেবসিংহকুলে মুনি।　আদান উচিতে তুঙ্গ সুদাম-নন্দিনী॥
অনুজা মাণিক মুনি খ্যাত বৈদ্যনাথ।　পাঁচথুপী রসড়া জড়া জয়যান বিখ্যাত॥
গোকুল আনন্দী সিংহে আদান মল্লিকে।　প্রথমা গৌরীতে মহীপতিপুর তাথে॥
তনয়া উচিতে দেবী সুদাম নন্দনে!　আর্ত্তি ক্ষেম্য কুলে দীপ্ত বিবিধ বিধানে॥
কানুরাম-তনয় বেদ জ্যেষ্ঠ বিজয়রাম।　বিজয়ে রসড়া কুলাই শোভারাম নাম॥
বাবুরাম অনুজ শিবু ক্রমে বেদ ভাই।　অনুজা পাঁচথুপী জড়া রসড়া কুলাই॥
হীরারাম-সুত পঞ্চ ক্ষীরোদ অগ্রগণি।　আদান কুলায়ে দুখু ঘোষের নন্দিনী॥
মুলুকরাম দেবী মাণিক হীরারামে পাই।　ভগবতী অনন্ত সমবংশে তুল্য নাহি॥
কুলপতি পুণ্ডরী গোত্রে আদ্যোপান্ত মান।　ভণে সদানন্দ তারাপতি মূর্ত্তিমান্॥”

(৭৫ পৃষ্ঠায় তারাপতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।)

তারাপতি সিংহবংশ

১৪ রুদ্রসিংহ (৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৫ উদ্ধারণ ১৫ গণপতি
১৬ মণ্ডল বল্লাল
১৬ তারাপতি
১৭ কমল চাঁদ রাজবল্লভ
১৭ জয়কৃষ্ণ
১৮ বেণীনাথ দুর্গারাম
১৮ জগৎ
ভগবতী
শিব
মুরারি হরেকৃষ্ণ
ত্রিলোচন দীননাথ
বিশ্বনাথ যদু
সমুদ্র ? ১৯মধুসূদন যদুনন্দন মুকুন্দ অনন্ত গোকুল সন্তোষ কালীচরণ
২০ কানু
হীরারাম মোহন মহাদেব
২১ বিজয় শোভারাম বাবুরাম শিবরাম ২১ ক্ষীরোদ মুলুক রাম দেবী মাণিক
২২ কুশল
২৩ ব্রজকিশোর (বাস জুবুটিয়া)
২৪ গুরুপ্রসাদ
হরিপ্রসাদ
২৫ নীলকণ্ঠ
রাধাবিনোদ রাধারমণ রাধাচরণ
২৬রাধামাধব বেণীমাধব নবানমাধব বনওয়ারিমাধব কৃষ্ণসুন্দর মনোমোহন চন্দ্রকান্ত
রামরঞ্জন থাককৃষ্ণ
২৭মাখনলাল মণিলাল
আশুতোষ কেদারনাথ রজনীকান্ত শচানন্দন
২৮পান্নালাল প্রদ্যোৎকুমার কপালীপ্রসন্ন করালীপ্রসন্ন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ
ত্রিভঙ্গ নগেন্দ্রনাথ সত্যগোপাল বাসন্তী কুমুদবন্ধু জয়ন্ত প্রতাপ ভূপতি পশুপতি পঞ্চানন নারায়ণ

তারাপতিসিংহ বংশ

১৫ উদ্ধারণসিংহ
(৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
বল্লাল ১৬ তারাপতি
১৭ গৌতম কুবের শ্রীবৎস
রামেশ্বরসিংহ (বিশ্বাস) ১৮সদানন্দ কাশীশ্বর ভবেশ্বর
বংশীধর রতিনাথ ১৯ মুকুন্দ ধরাধর রামচন্দ্র জগন্নাথ হৃদয়রাম
২০ হরিরাম রমানাথ কানু
গোপীবল্লভ ২১গঙ্গারাম কৃষ্ণবল্লভ
২২ রামনারায়ণ
অযোধ্যারাম গোবিন্দরাম মধুসূদন ২৩কৃষ্ণচরণ রামচন্দ্র
রামদেব ব্রজবল্লভ বিনোদ সীতারাম হরিবংশ ২৪ বল্লভীকান্ত গৌরাঙ্গ
২৫ দুর্গাকান্ত
২৬ ভাগবতচরণ
২৭ দোকড়িলাল
২৮ গয়ানাথ ২৮ কালীপদ
২৯ শ্যামাচরণ

মণ্ডল বল্লাল সিংহের বংশ।

মণ্ডল জীবধরের পর রুদ্রসিংহের পৌত্র বল্লালসিংহ বাদশাহের নিকট 'মণ্ডল' উপাধি লাভের সহিত বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কুলপরিচয় সম্বন্ধে সদাশিব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রাজার কোলে রুদ্র দোলে উভয় পক্ষ তাথে। জ্যেষ্ঠ উদ্ধারণ সিদ্ধিদাতা গণেশসিংহ যাথে॥
উদ্ধারণে উদয় দেখি বেণীনাথ শ্রেষ্ঠ অংশেতে ডিহি কান্দি লিখি কুল কমলে পষ্ট॥
কমল মাঝে চাঁদ বিরাজে রাজবল্লভ শেষে। চাঁদের গ্রহণ দাস পলসার অবধান কেশে॥
পশ্চাতে রসড়া জড়া রামকৃষ্ণসুতা। অনুজ দুর্গারামে রামকৃষ্ণ সেয়াকুতা॥
দুর্গারামে দুই পুত্র সুবিক্ষ চৌধুরী। দেখ কি দোষে বিকাশে শেষে কমল মুরারি॥
নন্দী-বাণেশ্বরে সে অযোধ্যারামে পাই। অনুজ হরেকৃষ্ণ সিংহ বিখ্যাতি কুলাই॥
ভুবনে উদিত তিন বেলুন বিদিত আত্মারাম। বহড়ানে দ্বিপক্ষে ভৃগুরাম অনুপাম॥
বিজয় মূরলী জয়যানে শুকদেবে। কলগ্রামে মিত্রপক্ষ বিরাজিত এবে॥
আগে সিংহ ঈশ্বর দ্বিপক্ষে কলগ্রাম। অনুজে সাবলপুর চান্দে সে বিরাম॥
দানে তুঙ্গ সাধু সঙ্গ সদাই উল্লাস। দেখ মণ্ডল বল্লালকুলে কমল প্রকাশ॥
উচিতে উচিত কালীচরণ নন্দনে। প্রদান তনয়া তুঙ্গ প্রদীপ্ত ভুবনে॥
জ্যেষ্ঠ বেণীনাথ সুত রাম চন্দ্র সুতে। উভয় কুল ক্ষেম্য পঞ্চথুপী কক্ষ যুতে॥
তনয় মূরলীধরে দেখি সত্যজীব। স তুঙ্গ বল্লালে ধারা ভণে সদাশিব॥"

মণ্ডল বল্লালের বংশ অধিকাংশই লুপ্ত প্রায়। এ সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—
"বল্লাল করিলা গ্রাম নামে বোয়ালিয়া। তেজেতে হইলা হ্রাস ছাড়ি দোয়ানিয়া॥
তাহার যতেক বংশ নাম নাহি করে। লুকালুকি মিশামিশি নারদের ঘরে॥"

কান্দীর নিকট জেমো রূপপুর ও কাশিমবাজারের নিকট গড়বাটী গ্রামে এই বংশের কএক ঘর বাস করিতেছেন। গড়বাটীর বংশ এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন—

"খোলা, খালী, বাটী, চরে। এই কয় ঘর কায়েত পারে॥"

এক সময় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সকলেরই গঙ্গার পশ্চিম পারে বাস ছিল, কেবল খোলা (ঝাউখোলা), খালী (চুণাখালী), বাটী (গড়বাটী) ও চর (বালুচর) এই চারি ঘর মাত্র গঙ্গার পূর্ব্ব পারে বাস করিত। গড়বাটীর বল্লালবংশে সত্যজীব সিংহ চৌধুরী একজন খ্যাতনাম পুরুষ ছিলেন। কুলকারিকায় ইহার পরিচয়, আছে তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে সত্যজীবের বংশ দেওয়া গেল—
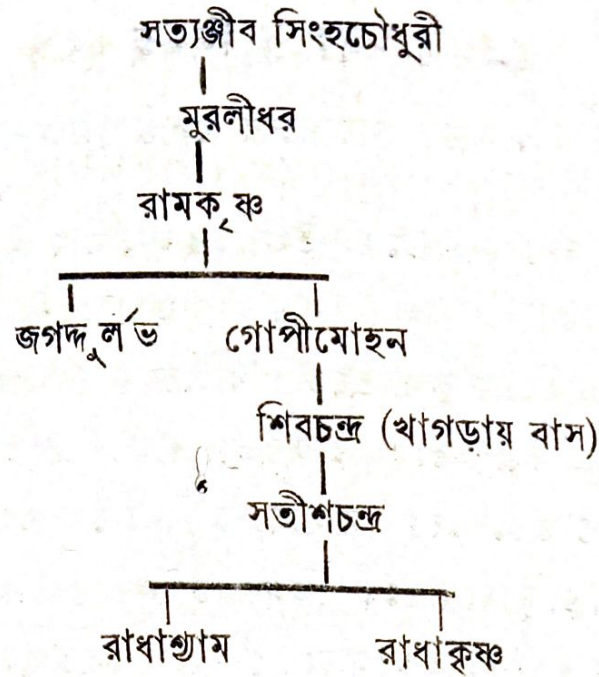
জেমোরূপপুরে যে বল্লালসিংহের ধারা আছে—তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণ শিক্ষক গোবিন্দলাল সিংহ বর্ম্মাই প্রধান। তিনি মাত্র ৮ পুরুষের পরিচয় পাঠাইয়াছেন যথা—
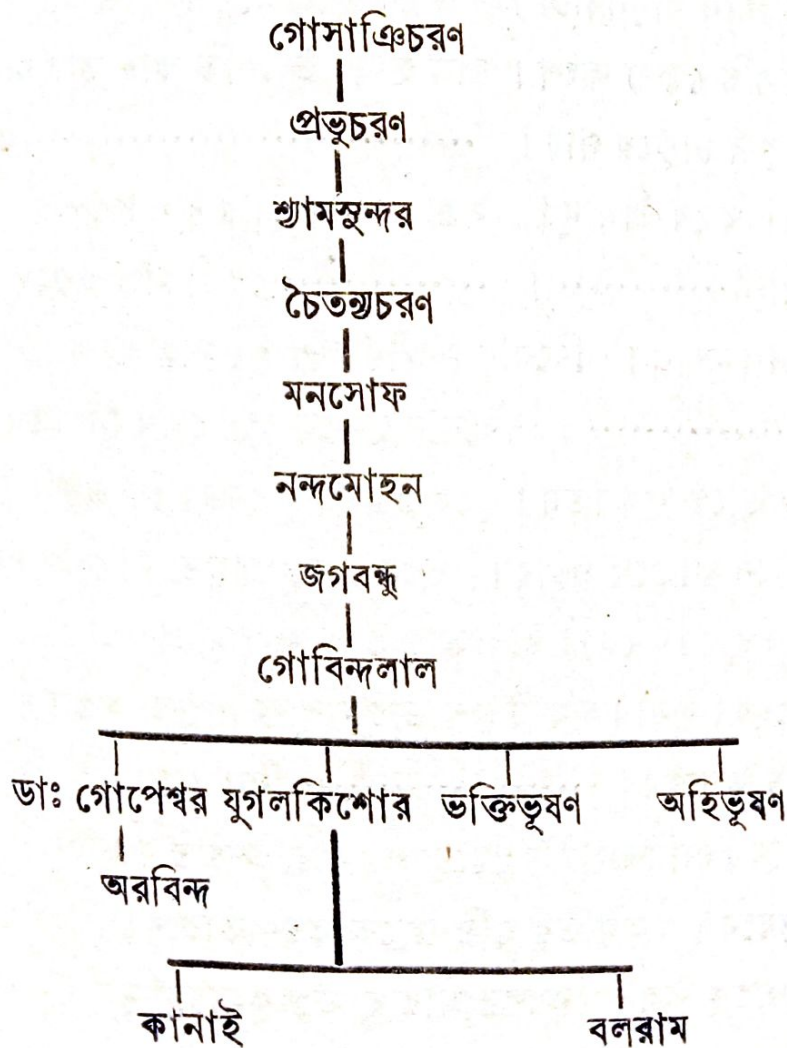
জ্যেষ্ঠ গদাধর সিংহ বংশ

প্রাচীন কুলদীপিকায় করণগুরু লক্ষ্মীধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গদাধরের এইরূপ বংশপরিচয় আছে—

"গদাধরসুত শ্রীমান্ উৎসাকরঃ গুণাশ্রয়ঃ। উৎসাকর লুপ্ত নাম প্রসিদ্ধি ঝাড়ু সিংহকঃ॥
ঝাড়ু সিংহসুতাবেতৌ মাধগঙ্গাধরাখ্যকৌ। মাধসিংহ সুতাবেতৌ দ্বিপক্ষে পঞ্চ পুত্রকৌ॥
সিংহমাপ্নোতি বিখ্যাতৌ জ্যেষ্ঠপক্ষে কুলাশ্রিতৌ। খ্যাতো মাধবসিংহশ্চ রাজপুত্রী-বিবাহিতঃ॥
তদ্বংশোদ্ভব দৃষ্ট্বাপিণ্ডং দত্বা উমাপতিঃ। রাজপুত্রীসুতাগর্ভে জাতাশ্চত্বারঃ পুত্রকাঃ॥
জিঙ্গনা তিঙ্গনাশ্চৈব মধ্যমশ্চ ততঃপরং। নীলাম্বরশ্চ বিখ্যাতো পক্ষান্তে মাধপুত্রকাঃ॥
পাবনামা কুলজ্যেষ্ঠ বাপ ছাড়া ত্বুমাপতিঃ। জিঙ্গনাশ্চ জিতাস্তমী কলগ্রামে চ সিংহকাঃ॥
কোঽপ্যস্ত পাবনামানাং কোঽপ্যপূর্ণাহিকং গতঃ। কোঽপি কলগ্রামে চ স্থাপি চ জিঙ্গনাকুলাঃ॥
ততো গঙ্গাধরস্যাংশে ডিহি কান্দী সুখস্থলী। ততো মদনপুরাখ্যাতৌ গঙ্গাধরকৃতা মহী॥"

জ্যেষ্ঠ গদাধরসিংহের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এইরূপ কারিকা আছে—

(বাস বড়গাঁ বর্ত্তমান বামুনঘাটা)

"জ্যেষ্ঠ গদাধরবংশে লিখি ক্ষেম্য অংশ। বাপ ছাড়া উমাপতি কহি তার বংশ॥
দধিতে দ্বিধারা ভাবে পূর্ব্ব ঢাকুরে গায়। ....নির্ণয়॥
সুত দামোদরে দীপ্ত দেখি যে শ্রীমান্॥ সত্যবানে শম্বরারি কুল বিচক্ষণ॥
শম্বরারি পুত্র চারি গোপী............। ....গৌরীকান্ত অনুজে বংশপাত॥
সুত মৃত্যুঞ্জয়ে লিখি যুগল নন্দন। বিনোদ বিস্তীর্ণ বংশ অনুজ হরিচরণ॥
..................................। বিনোদ নন্দনে বংশ দেখি নিপাতন॥
বামেতে বিকল শোভে তাথে পুত্র তিন। জ্যেষ্ঠ মনসুক্ ধনঞ্জয় সে প্রবীন॥
....................দাসে কাশ্যপে পরাণ। সুতে বিশ্বঘোষসুতা না দেখি সন্তান॥
ধনঞ্জয়সুত দুই জাগ্রত করণে। জ্যেষ্ঠ রাধাকান্ত শ্রেষ্ঠ আদান প্রদানে॥
তৎপরে গ্রহণ দেখি সাহেবনন্দিনী। ঘাটিবংশ ডাকে পাক মারুড়া অগ্রগণি॥
উদিত তনয় তিন জাগ্রত করণে। ....সিন দানে॥
রাজীবে গ্রহণ দীপ্ত শ্রীরাম গোবিন্দ। দিগম্বরে তুঙ্গ ধারা জাগ্রত কোবিন্দ॥
তদনুজ কমল প্রকাশ ভুবনে। অগতির গতি ডাকে করণ কারণে॥
শুন শুন কুলবর ডাকে পাকে কুল। কুলের আরাধ্য বস্তু কুলাচার্য্যমূল॥
গদাধর বংশধর তুঙ্গ বংশচূড়া। ঘটক গণেশ-ঘটে ভক্তি রাখো বাড়া॥"

জ্যেষ্ঠ গদাধরবংশীয় রাইপুরের সিংহবংশ

করণগুরু রাজা লক্ষ্মীধরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গদাধরসিংহের এক ধারা জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় বাস করিতেন। চন্দ্রকোণা বস্ত্রশিল্পের জন্য চিরদিনই বিখ্যাত। সুতরাং এই সিংহবংশও এই বস্ত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই বংশে লালচাঁদ সিংহ চন্দ্রকোণা

হইতে বহুসংখ্যক তন্তুবায় সঙ্গে আনিয়া অজয়নদীর উত্তরতীরে রাইপুরে বাস করেন এবং তন্তুবায়দিগকে রাইপুরে ও তন্নিকটবর্ত্তী সুপুর, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। তৎকালে মেদিনীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ যাইবার যে "সরাণ" বা রাস্তা ছিল তাহার উপরেই এই সকল স্থান ছিল। সুতরাং এই স্থানটী বস্ত্র বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। লালচাঁদের পুত্রশ্যা মকিশোর রাইপুরের এক ক্রোশ উত্তরে সুরুল গ্রামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্সিতে মুৎসুদ্দির কার্য্য করিতেন। জাহাজের পাল ও নাবিকদিগের পোষাক জন্য "গারার থান" নামে একপ্রকার মোটা থান এই এজেন্সিতে খরিদ হইত। কথিত আছে লালচাঁদ সিংহের আনীত তন্তুবায়গণ দ্বারা এই সকল থান প্রস্তুত করাইয়া শ্যামচাঁদ এজেন্সিতে খরিদ করাইতেন। প্রত্যহ বহু পরিমাণে উক্ত থান খরিদ হইত, তাহাতে শ্যামকিশোর বিশেষ লাভবান্ হইতে লাগিলেন। তিনি রাইপুরে সিংহপরিবারের বাস জন্য চারিতলা উচ্চবাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই বাটী প্রায় ৬০/ বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার মধ্যে ছোটবড় ৫টী পুষ্করিণী রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী পুষ্করিণীর তল ও চতুঃপার্শ্ব ইষ্টক দিয়া বাঁধান ও চুণকাম করা রহিয়াছে। প্রসিদ্ধি যে শ্যামকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহনসিংহের বিবাহকালে এই পুষ্করিণীতে তৈল রাখা হইয়াছিল। উক্ত প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ীমধ্যে ৺নারায়ণের মন্দির ও নাটমন্দির রহিয়াছে। অন্দরের উঠানটী প্রশস্ত ; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ১৬০ হাত করিয়া হইবে।

শ্যামকিশোর রাজনগরের রাজার নিকট হইতে পরগণা সেনভূমের জমিদারী স্বত্ব খরিদ করিয়াছিলেন। এখনও উক্ত সম্পত্তি উক্ত সিংহবংশের অধিকারে রহিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই পরগণার কালেক্টরী মালগুজারী প্রায় ৫২০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

শ্যামকিশোরের মধ্যম পুত্র ভুবনমোহনের ৬ পুত্রমধ্যে প্রতাপনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ হুগলী কলেজ হইতে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিয়া সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ এখনও উক্ত কলেজে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি প্রথমে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেকটর ছিলেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার ষ্ট্যাম্পকালেক্‌টার ও এক্‌সাইজ কালেক্টর হইয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণের মধ্যমপুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ কিছুকাল সরকারী কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রণজিৎ সিংহ ভাগলপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল। রণজিৎ Law of Service Renures in Bengal নামে একখানি আইনের পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রতাপনারায়ণের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজএষ্টেটে কার্য্য করিতেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। মনোমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ সিংহের একমাত্র পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ও তাঁহার পুত্র সজনীকান্ত হাইকোর্টের

উকীল ছিলেন। মনোমোহনের মধ্যমপুত্র শ্রীকণ্ঠ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। তাঁহার সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এই শ্রীকণ্ঠের নিমন্ত্রণে রাইপুর যাইবার কালে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের নিকটবর্ত্তী মাঠ দেখিয়া তথায় বাড়ী করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীকণ্ঠের পিতার নামে ঐ স্থানটীর নাম হইয়াছিল 'ভুবনডাঙ্গা'। এই ভুবনডাঙ্গা বন্দোবস্ত লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "শান্তিনিকেতন" রাখেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ্র রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর উক্ত 'শান্তিনিকেতনের' উন্নতিসাধন করিয়া তথায় "বিশ্বভারতী" নামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

মনোমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র সিতিকণ্ঠের চারিটী পুত্র—রমাপ্রসন্ন, দেবেন্দ্রপ্রসন্ন, নরেন্দ্রপ্রসন্ন, ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন। রমাপ্রসন্ন সিউড়িতে গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। রমাপ্রসন্নের চারিটি পুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ চারুচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লিগাল এডভাইসার, প্রফুল্ল হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও অনুকূল ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি উদয়পুরের মহারাণার ষ্টেটে কার্য্য করিতেছেন।

নরেন্দ্রপ্রসন্ন এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে পড়েন ও তথা হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য ভ্রাতা সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে সঙ্গে লইয়া বিলাত-গমন করেন। তথা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীনে সিভিলসার্জ্জন নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ২৪ মার্চ্চ। বীরভূম জেলাস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্র বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে মাহাতাগ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, অধ্যয়নকালে সত্যেন্দ্র নরেন্দ্রর সহিত বিলাতগমন করেন। বিলাতে গিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নকালে কয়েকটী বৃত্তি ও মেডেল পাইয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম তিনি নিরুৎসাহিত হইয়া চাকরি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী-গণের উপদেশে তিনি চাকরি করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তৎপরেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে তিনি উত্তরোত্তর নূতন নূতন পদ পাইতে লাগিলেন। প্রথমে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (১৯০৩), তৎপরে এডভোকেট জেনেরাল (১৯০৬) এবং তদনন্তর ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক তিনি আইনসদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯০৮)। তৎপূর্ব্বে কোনও ভারত-বাসীকে এরূপ সম্মানের পদ দেওয়া হয় নাই। আইন ব্যবসায়ে যেরূপ অর্থাগম হইয়াছিল এই পদে সে সুযোগ না থাকায় তিনি অধিকদিন এই পদে কার্য্য করেন নাই। পুনরায় হাইকোর্টে স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন আরম্ভ করিলেন।

১৯০৫ সালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হন ও ঐ সালে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইনগরে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড এবং ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের আইনজ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে বিলাতে ডাকেন ও তথায় ভারতসম্রাটের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। সম্রাট্ তৎপ্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে ইম্পিরিয়াল ওয়ার কন্‌ফারেন্সে ভারতসচিবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সত্যেন্দ্রকে বিলাত যাইতে হয়। অল্পদিন পরেই তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেঙ্গল একসিকিউটিভ্ কাউনসিলের সদস্য মনোনীত হন।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে ইংলণ্ড, জার্‌মেনি, ফ্রান্স, ইটালী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিসমূহের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া সন্ধিপত্রের মুসাবিদা স্থির করিবার জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল, উক্ত সভায় সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলি ইংলণ্ডের ও ভারতের ক্ষতিকর না হয় তাহা দেখিবার জন্য এবং ভারতবাসীর পক্ষ হইতে উক্ত সন্ধিপত্রে সহি করিবার জন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও বিকানীরের মহারাজ বাহাদুরের উপর ভার অর্পিত হয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এই সভায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি K, C, উপাধি লাভ করেন।

সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ এবং ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজামাত্যগণ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসী যাহা স্বপ্নেও কখন লাভ করিবার কামনা করিতে পারেন নাই—সন ১৯১৯ সালে তাঁহাকে সেই "লর্ড" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া এতদ্দ্বারা সমস্ত ভারতবাসীকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ভারতসচিবের সহকারী বা আণ্ডার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগ পার্লিয়ামেণ্টের হাউস্ অব কমন্স সভায় কার্য্য করিতেন। সুতরাং সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের ভাগ্যে হাউস্ অব লর্ডস্ সভায় কার্য্য করিবার ভার পড়িল। যেদিন তিনি প্রথম পার্লিয়ামেণ্টে যাইবেন ও তথায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা বিস্তার সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন সেইদিন অপরাহ্নে তাঁহার পুত্রবধূ—সার্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা—পরলোকগমন করেন। মৃতদেহের সৎকার না করিয়াই কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সন্ধ্যার পর যথাকালে পার্লিয়ামেণ্টে গিয়া আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিলেন এবং চিরাভ্যস্তের ন্যায় নিজ বক্তব্য বলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত লর্ডগণ বলিয়াছিলেন "এই সভার কোনও সভ্যই প্রথম দিন এখানে আসিয়া এরূপ অকম্পিতকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে পারেন নাই।" পরে তাঁহার পুত্রবধূর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িলে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল উক্ত পদে কার্য্য করিবার পরে ভারতসম্রাট্ তাঁহাকে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। ভারতে আসিয়া ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র বিহারবাসী উন্মত্ত ছিল। এজন্য

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সর্ব্বত্র বিশেষ সম্মানলাভ করিতে না পারিলেও যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মত স্থিরবুদ্ধি শাসনকর্ত্তা না থাকিলে তৎকালে বিহারে অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিত। একবৎসর মাত্র (১৯২১, ডিসেম্বর) কার্য্য করিবার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ পরিত্যাগ করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ব্যতীত অপর কোনও ভারতবাসী এপর্য্যন্ত ইংরাজ অধিকার মধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনিই ভারতবাসীর জন্য পথ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার পরে তিনি K. C. S. I. উপাধি ও The Freedom of the city of London পাইয়াছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাট্ তাঁহাকে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকের পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল এই কার্য্য করিবার পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আইসেন। পুনরায় বিলাত ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সকলের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সুশীল মুর্শিদাবাদ জেলার জজের কার্য্য করিতেছিলেন, এজন্য পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন নাই। পুত্রকে দেখিবার জন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বহরমপুর গিয়াছিলেন। তথায় ১৯২৮ খৃঃ অব্দে ৪ মার্চ্চ তারিখে কাশিমবাজারের মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্রনন্দী বাহাদুরের বাটীতে সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়া রাত্রে পুত্রের বাড়ীতে আহারাদি করিয়া শয়ন করেন। সকালে উঠিয়া দেখা যায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ভারতের অত্যুজ্জ্বল দীপটী এইরূপে নিবিয়া গেল।

সমাজ ও ধর্ম্মত্যাগ করিলেও সত্যেন্দ্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশজ এজন্য তাঁহাদের নামও এই ইতিহাসে দেওয়া হইল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যে সময় বিলাত গমন ও ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সমাজের শাসন যেরূপ কঠোর ছিল তাহাতে সত্যেন্দ্রকে অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমানকালে সমাজে প্রকাশ্যভাবে যে সকল ব্যভিচার অনুমোদিত হইতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে সত্যেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

[পর পৃষ্ঠায় রাইপুরের সিংহ বংশের বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

জ্যেষ্ঠ গদাধর সন্তান—রাইপুর সিংহবংশ
৯ গদাধর সিংহ
উমাপতি
১০ হাউ
সাউ
গাউ
জিঙ্গন
তিঙ্গন
পদু
নীলাম্বর
ওরফে
সাউসিংহ
১১উৎসাকর ওরফে
মঙ্গলসিংহ
১২ দিগম্বর
১৩ পরমানন্দ
১৪ জগদানন্দ
১৫ গঙ্গাধর
নয়নানন্দ
২৬ প্রমথনাথ
১৬ অনুকূল
১৭দেবিদাস
ব্যাকুল
১৮ রামপ্রসাদ
১৯ রূপরাম
সুন্দর
২০পরাণ
২১ লালচাঁদ
২৭দীপনারায়ণ
উজ্জ্বলনারায়ণ
কমলনারায়ণ
২৭ধ্রুবনারায়ণ
প্রেমানন্দ
যোগানন্দ
সদানন্দ
দ্বিজানন্দ
পূর্ণানন্দ
সচ্চিদানন্দ
২১ লালচাঁদ
পঞ্চানন
রামকিশোর
২২শ্যামকিশোর
২৩জগমোহন
ব্রজমোহন
২৪বিশ্বম্ভর
বৃন্দাবনচন্দ্র
২৫গৌরাঙ্গসুন্দর (পোষ্যপুত্র)
২৩ ভুবনমোহন
২৩ মনোমোহন
নীলকণ্ঠ
শ্রীকণ্ঠ
বাণীকণ্ঠ
২৪সিতিকণ্ঠ
রুদ্রপ্রসন্ন
সজনীকান্ত
২৪ কন্দর্পনারায়ণ
দর্পনারায়ণ
প্রতাপনারায়ণ
উদয়নারায়ণ
সূর্য্যনারায়ণ
২৪ চন্দ্রনারায়ণ
তীর্থনারায়ণ
ভূপেন্দ্র
২৫ ব্রহ্মপ্রসাদ
জ্যোতিপ্রসাদ
২৫হেমেন্দ্রনারায়ণ
রবীন্দ্রনাথ
২৫নৃপেন্দ্র
গিরীন্দ্র
রাজেন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
২৬ছক্কনলাল
২৬ রণজিৎ
জ্ঞানেন্দ্র
সুরেন্দ্র
নগেন্দ্র
সুবোধ
ধনপৎ
ইন্দ্রপৎ
২৬ সৌরেন্দ্র
রাধিকা
২৫রমা
কৃষ্ণ
দেবেন্দ্র
নরেন্দ্র
২৫সত্যেন্দ্র
(লর্ডসিংহ)
মোহিত
২৬চারু
প্রফুল্ল
শরৎ
অনুকূল
২৭সুবোধ
সুশীল
২৬ সুরেশ
প্রকাশ
রমেশ
যতীশ
রাজেশ
লর্ড অরুণ
শিশির
সুশীল
তরুণ

জ্যেষ্ঠ গদাধর—নয়নানন্দসিংহবংশ

পূর্ব্ব বাস ডিহি কান্দী বর্ত্তমান বাস লক্ষ্মণপুর

সমাজ লক্ষ্মণপুর (ভাগলপুর)

জ্যেষ্ঠ গদাধর—নয়নানন্দ-সিংহবংশ
১৭ শ্রীমৎ
(২১৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৮ চতুর্ভুজ
১৯ প্রয়াগ
২০ রমানাথ
২১ গরীবরাম
২২ দিগম্বর
২৩ ভৈরব
বসাওন
২৪ ডোমন
২০ সেবক
কুমার
অভয়রাম
সীতারাম
গোবিন্দ
রঘু
অবধূত
সাহেবরাম
জুড়াওন
১৮ হরশঙ্কর
১৯ খেতু
খেমন
২০ নারায়ণ
অযোধ্যা
শ্রীধর
২১কল্যাণ
অজব
২২ভোরাসিংহ
বিক্রম
২৩ভগীরথ
সোনমন
২৪ ব্রজকিশোর
২৫ ঝটুলাল
২৬ তুলসীপ্রসাদ
২৭ দর্শনলাল
প্রসন্নকুমার
নন্দলাল
হাজারীলাল
সেতাবলাল
অমৃতলাল
জিতেন্দ্র
খোকা
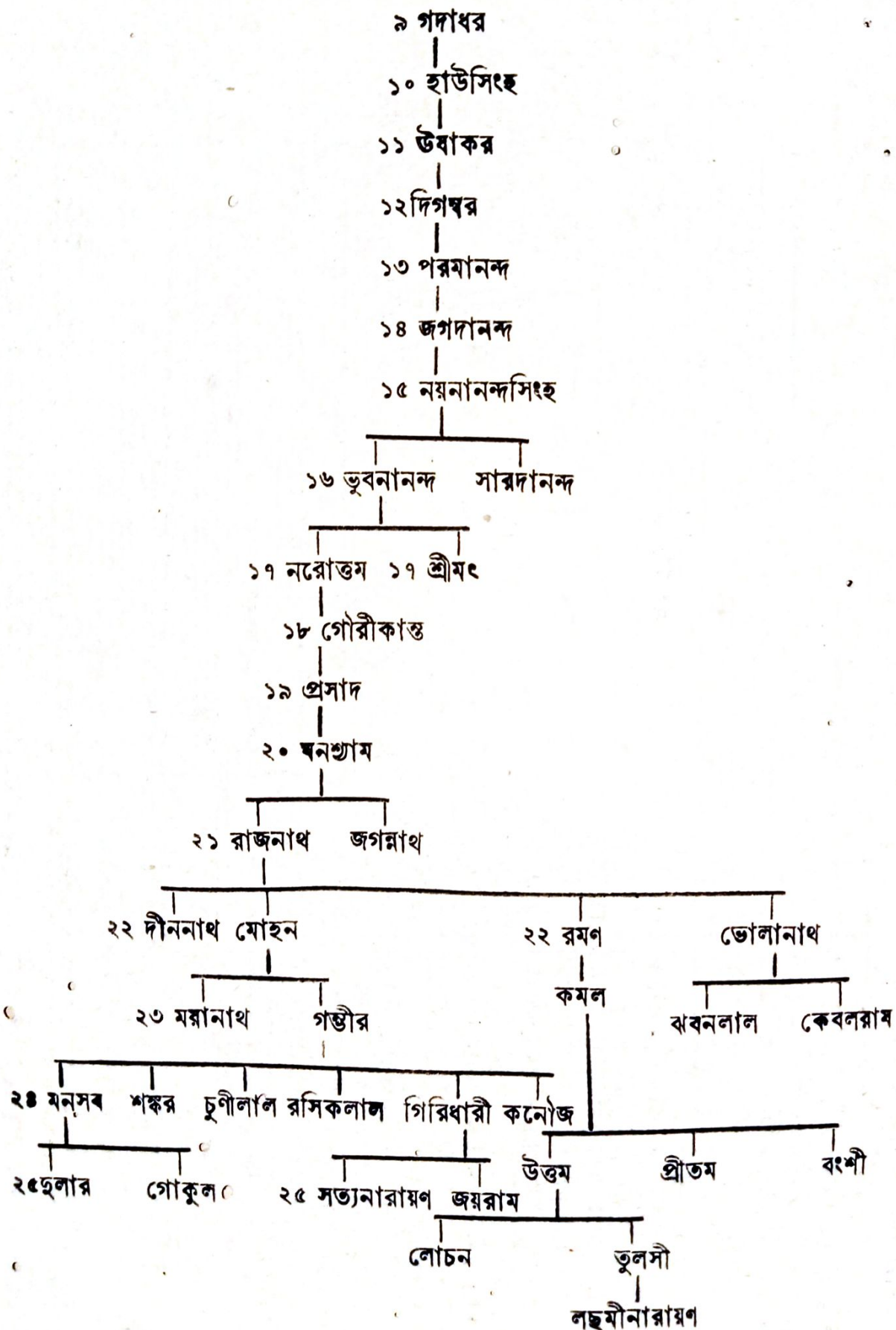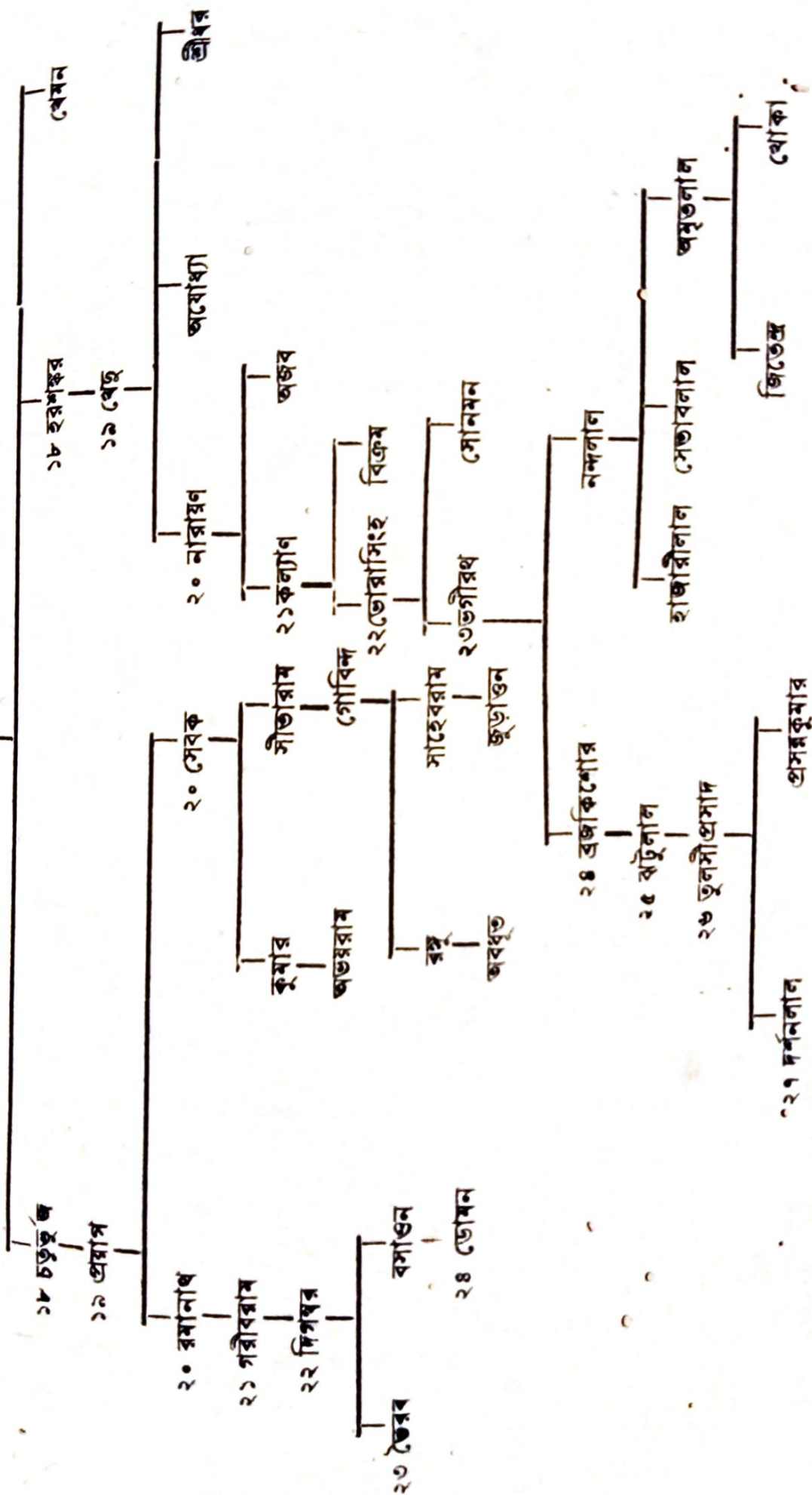
জ্যেষ্ঠ গদাধরবংশ—নয়নানন্দের ধারা
২১ জগন্নাথ
(২১৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
২২ বেণীরাম
২৩ ফেকুরাম
লছুরাম
ভবানীরাম
২৪ ভৈরবনাথ
২৪ প্রেমলাল
সেবকরাম
কৃষ্ণরাম
২৫ শম্ভুনাথ
ঝকড়িনাথ
২৫ গোবিন্দরাম
জসাহির
রামদয়াল
রতিলাল
পঞ্চানন
কারুলাল
মোহরলাল
হরিলাল
২৬ বস্তিলাল
হাজারিলাল
মৌজীলাল
উমানাথ
ফেকুলাল
আনন্দগোপাল
মন্নুলাল
বদনচাঁদ
রাধামোহন
বিশ্বনাথ
তিতুলাল
রাজকুমার
মটরুলাল
গদাধর
জ্যোতিষচন্দ্র
ইন্দ্রচাঁদ
লাড়লীমোহন
নদীয়াচাঁদ
ব্রজমোহন
কামিনীমোহন
মহীন্দ্রনারায়ণ
জ্যোতিষচন্দ্র
উপেন্দ্র
শশিচাঁদ
নবীনচাঁদ
২৭ জয়চাঁদ
শিবনারায়ণ
গিরিচাঁদ
২৮ প্রতাপনারায়ণ
জঙ্গলিপ্রসাদ
নবকান্ত
বামাচরণ
রঘুনাথ

জ্যেষ্ঠ গদাধরবংশ—নয়নানন্দের ধারা
(নয়নানন্দ হইতে ৫ম অধস্তন) ১৯ খেড়
নারায়ণ ২০ অযোধ্যা ২০ শ্রীধর
২১ শীতল
শ্যাম
ফেকু
টেকু
কনক
২২ রাম
বকতৌর দৌলত
বালাসিংহ
২৩ রঘুনাথ
হীরালাল
জবাহির
২৪ মনোহর
২৫ উমানাথ
ভিখারী
লোচনলাল
মঙ্গলিরাম
দামোদরলাল
২৬ দীননাথ
মথুরানাথ
ঝুপলাল
মন্যুরাশ
জগমোহন
অমৃতলাল
বৃন্দাবন
দরবারিলাল
তারিণীপ্রসাদ
নৃপৎ
ভুজঙ্গী
বুন্দী
নদীয়াচাঁদ
কোকনলাল
রমাকান্ত
সূর্য্যকুমার
টেকনারায়ণ
২৭ মোহরদয়াল
বিশ্বনাথ
বৈদ্যনাথ
ভৈরবনাথ
ভবানীচরণ
২০ শ্রীধর
২৮গিরিজাপ্রসন্ন
খোকা
বদন
২১ মদন
শ্রীনাথ
বৈজু
২২ দীনা
মহিম
বংশীবদন
২৩বালকরাম
বিজয়রাম
অভয়রাম
গোসাঞিরাম
কীরতরাম
জগমোহন
সুবংশ
মৌজী
চণ্ডীচরণ
রামাপ্রসাদ
২৪ হুল্লাস
রূপচাঁদ
গঙ্গারাম
বসন্ত
জগমোহন
রামমোহন
তরোসি
২৬সিংহেশ্বর
জালিম
২৫বটেশ্বর
রতন
উমরার
সূর্য্যনারায়ণ
সতীশ
জ্যোতিষ
খোকা
২৬ সিংহেশ্বর
দরবারি
দ্বারিক
২৭ত্রিলোক
ভোমন
ভোলানাথ

কড়ার বামদেব বংশ

এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ ভট্টবাটীর বঙ্গাধিকারি-বংশের উদ্ভব। ঘটক সদানন্দ এইরূপ বঙ্গাধিকারিবংশের কুলকারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"সিংহকুলে তুঙ্গ মেলে দীপ্ত অনাদিবর। অঙ্গবঙ্গ তেজে তুঙ্গ প্রদীপ্ত কোঁয়র॥
ভূপতি পূজিত অতি অযোধ্যা-নিবাসী। সুত সূর্য্যসিংহ তায় বরাহ তপসী॥
বরাহে ভৈরব সুত ভৈরবে ডোমন। ডোমনে এমনসিংহ তেজে বিলক্ষণ॥
এমনসিংহ সুত লক্ষ্মীবর অগ্রগণ্য। সুত গদাধর ভগীরথ ব্যাস ধন্য॥
ব্যাসপুত্র বনমালী আর বামদেব। বনমালী কুলে ডালি কক্ষে যার জেব॥
বামন এমন কুলে চন্দ্রের কিরণ। নিবাস কল্যাণপুরে বিদিতাখ্যাতন॥
বঙ্গ মাঝে চণ্ড সাজে দৈবকীনন্দন। শুদ্ধ মেলে তুঙ্গ কুলে শোভিত চন্দন॥
বেদ পক্ষে দীপ্ত কক্ষে প্রায় ছয় ধারা। বঙ্গপতি সমগতি চন্দ্র বেড়ি তারা॥
জ্যেষ্ঠ জগতসিংহ নামে সিংহ প্রায়। অনুজ গোপাল ভাল বিরাজিত তায়॥
তৃতীয় নৃসিংহ চকদিলালপুরবাসী। চতুর্থ পক্ষেতে রাজা মুনি অভিলাষী॥
বিশ্বেশ্বর পঞ্চম তায় পরে ভগবান্। বিনোদ বিদিত পদে না দেখি সন্তান॥
ভগবান্ তনুজ রঘুনাথ সুবিখ্যাত। সুত পঞ্চ তেজঃপুঞ্জ সমতম তাত॥
শ্রীহরিনারায়ণ নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। মনোহর অনুজ রূপসিংহ প্রকাশিত॥
রূপের কনিষ্ঠ লিখি শ্রীরাজবল্লভ। শিবনারায়ণ পঞ্চ কক্ষায় দুর্ল্লভ॥
সুতা দাসে অনায়াসে বহড়ান ধাম। সুফল বিফল কুলে অপরা বিশ্রাম॥
তায় হরিনারায়ণে প্রসাদ অগ্র গণি। বামুনি গাঁ সদীপ্ত পরে রাঘবনন্দিনী॥
দত্ত-কুলে টেঞ্রা-বাসী কুলে কিছু হ্রাস। দুই পক্ষে নেত্র পুত্র তেজেতে প্রকাশ॥
বঙ্গচূড়ামণি জয়নারায়ণ রায়। মহাদেব ইন্দ্রমণি-রায় অনুজ তায়॥
বিবাহ যাদব-সুতা বরকুণ্ডা ঘোষে। শাণ্ডিল্য দোষেতে দুষ্ট ঘনশ্যাম দোষে॥
সুত কাশীনাথ ভাসী তায় জড়া বাঁটী। না দেখি করণে তাজা ডাকে পরিপাটী॥
পক্ষশেষে ভরত যাদবেন্দ্র দুই ভাই। আদান পলসা দাসে পাটুলি মিশাই॥
ভুবনে নন্দিনী দান শ্রীবংশীবদনে। পরে বিদ্যাধরে তম ভরত সন্তানে॥
তুঙ্গ কৃষ্ণপ্রসাদে··· ··· ··· । ··· ··· ··· দাসে দীপ্তিমন্ত তায়॥
বঙ্গনাথে সানন্দেতে নরেন্দ্রনন্দিনী। পরে নন্দদুলালে হাজরা দণ্ডপাণি॥
দুলাল করণে তম জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ছিল্যা। ··· ··· ··· চিরঞ্জীব দীপ্ত কল্যা॥
প্রেমনারায়ণে হটুঘোষের নন্দিনী। দ্বিপক্ষে রায় কৃষ্ণসুতা দত্তে দেখি তনি॥
জ্যেষ্ঠ পক্ষে শম্ভু কক্ষে ··· ···। ··· ··· ··· হাজরা সুত রামরামে অনুজা॥
জয়যানে কবীন্দ্রকুলে দেখি রামনা·· ঘোষ বাণেশ্বরে দুর্গাচরণ বিখ্যাত॥

... ... কুবির। আদ্যোপান্ত তেজাধারা কক্ষায় গতির॥
বঙ্গতে প্রচণ্ড ধারা রায় মহাশয়। অনুজ মহেন্দ্রসিংহ কুলে সদাশয়॥
... ... বাণেশ্বরে পক্ষে ধর্ম্মনারায়ণ। রুদ্র সম রুদ্রদেব কক্ষায় টীকন॥
বঙ্গচূড়ামণি সিংহ রুদ্রসম তেজা। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে সর্ব্বদা করে পূজা॥
... ... সঙ্গ প্রচণ্ড প্রতাপে। তুষ্ট দান্ত দিনে সান্ত তেজে বিশ্ব কাঁপে॥
ভণে সদানন্দ ঘটকচন্দ্র সারোদ্ধার। বংশ মাঝে তুঙ্গ সাজে ... ...॥
ঐহিকে ভাবনা রুদ্র অন্তে নারায়ণী। আদান প্রদান তুঙ্গ বঙ্গচূড়ামণি॥"

পরে শুকদেব সিংহ ভট্টবাটীর বঙ্গাধিকারী সম্বন্ধে এইরূপ কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন—

"সিংহ বংশ খ্যাত অংশ বামদেব বংশেতে। দীপ্তিমন্ত তুষ্ট দান্ত বঙ্গে বঙ্গ গণ্যতে॥
পাতসাইতি দৈবকীতি বঙ্গনাথ লিখ্যতে। তৎসুত শ্রীরামরায় ভগবানাখ্য দীপ্যতে॥
তৎসুতাখ্য বঙ্গবিখ্য কক্ষ মুখ্য ভূতলে। চণ্ডবন্ত তুষ্ট সান্ত রঘুনাথ তৎকুলে॥
তুঙ্গ বোধরায় বিনোদরায় কুলে স্কৃতি। বংশজাত রঘুনাথ পঞ্চ পুত্র তৎকৃতি॥
জ্যেষ্ঠে তায় বিশ্বে গায় হরিনারায়ণ রায়তে। রূপরায় অনুজ তায় মনোহর লিখ্যতে॥
অনুজ তস্য বঙ্গখ্যাত কক্ষ দীপ্ত রাজবল্লভে। কনিষ্ঠ সর্ব্ব তুঙ্গ গর্ব্ব শিবনারাণী সম্ভবে॥
কক্ষে সুর কেমপুর রঘুনাথনন্দিনী। ঘোষে ... ... সুফল বসতে শুনি॥
মান তুঙ্গ দাস সঙ্গ বিখ্য হরিনারাণী।
প্রসাদ কন্যা রাঘব পুত্রী তৎপরে। দাস পক্ষে বিখ্য কক্ষে ... তেজধরে॥
প্রচণ্ড কক্ষ বিশ্ববিখ্য নরেন্দ্রাখ্য কন্যকা। দীপ্তাক্ষ গণি দণ্ডপাণি দুলাল নন্দ আখ্যকা॥
অনুজে যে মহাদেব ইন্দ্রমণি ভরতাই। ইন্দ্রে কাশীনাথ যশী পঞ্চথ্ পীতে পাই॥
বরকুণ্ড ভরতে চণ্ড যাদবেন্দ্রতে পূজে। ক্রমে পাই তুল্য নাঞি লিখি পক্ষশেষে॥
শেষ পক্ষে তুল্য কক্ষে ভুবনাখ্য নন্দিনী। বংশে মুনি অগ্রগণি বিখ্য কক্ষা মেদিনী॥
... ... বিদ্যাধর ঘোষতে। তাপরাক্ষ সানন্দাখ্য প্রসাদকৃষ্ণ পূজিতে॥
দাসে গাড়া যে সুরুড়া তায় রামচন্দ্রেতে।"

(ইহার পর পুথি খণ্ডিত)

উক্ত সদানন্দ ও শুকদেবের কারিকা হইতে এইরূপ বংশলতা পাওয়া যায়—

কড়ার বামদেবসিংহ—ভট্টবাটীর বঙ্গাধিকারি-বংশ
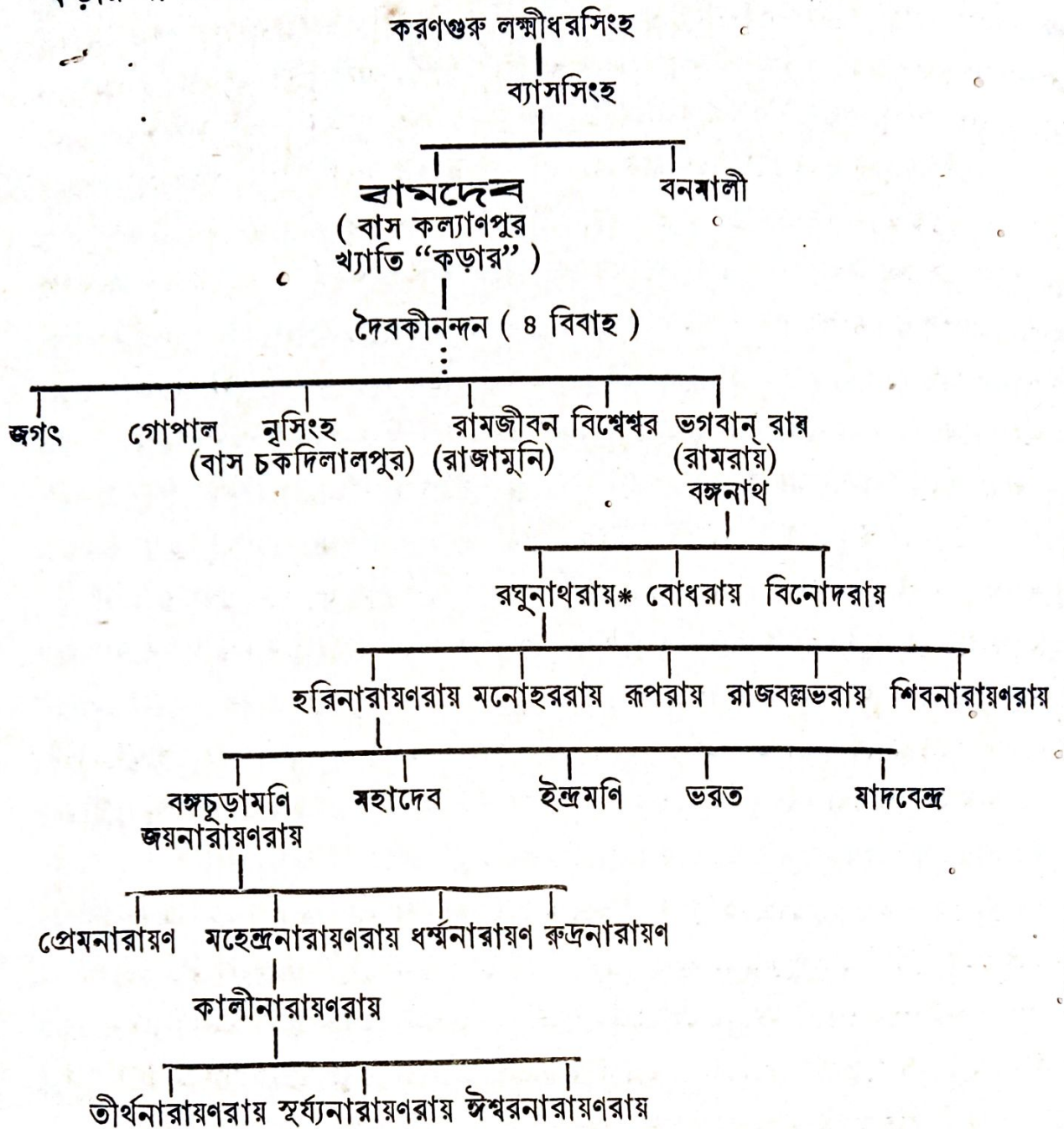
করাতিয়া ব্যাসসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বনমালীসিংহ কান্দীতে থাকেন। কিন্তু বামদেব সিংহ চরিত্রদোষে সমাজে নিন্দিত হওয়ায় কল্যাণপুরে গিয়া বাস করেন। উক্ত বংশের কারিকায় ধারাবাহিক সকলের নাম উল্লেখ দেখা যায় না। তবে দৈবকীনন্দনসিংহ মুসলমান নৃপতিগণের অধীনে কোনও উচ্চপদে কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সময় হইতে ভট্টবাটীর "বঙ্গাধিকারী" রাজবংশের ধারাবাহিক কারিকা লিখিত হইয়াছে। দৈবকীনন্দন সম্বন্ধে "বঙ্গ মাঝে চণ্ড সাজে দৈবকীনন্দন" বা "বঙ্গপতি সমগতি" ইত্যাদি বিবরণ কারিকা মধ্যে সন্নিবেশিত থাকায় অনুমান করা যায় তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি

* নিখিল বাবুর মতে রামজীবনের পুত্র রঘুনাথ।

ছিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তাঁহার মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর বঙ্গাধিকারী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বাদশাহ অরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বৎসরে রঘুনাথ নামক একব্যক্তি কানুনগোই ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী দৈবকী উক্ত পদের প্রার্থনা করিলে, তাঁহার নিকট হইতে ত্রিশ হাজার টাকা পেশ কশ লইয়া অর্দ্ধাংশ কানুনগোর ভার প্রদান করা হয়। অরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে রামজীবনের আবেদনে জানা যায় যে দেবকীর প্রদত্ত অর্দ্ধাংশ কানুনগোর ভার আজিও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এই জন্য রামজীবন দৈবকীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না জানিয়া, অর্দ্ধাংশ কানুনগোর ভার প্রদানের আদেশ হয়। সুতরাং একই ফর্ম্মান হইতে আমরা উভয় কানুনগোর নিয়োগের আদেশ জানিতে পারিতেছি। এই দৈবকী ও রামজীবন ভট্টবাটী-বংশের কানুনগোগণের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত।" কুলগ্রন্থে দৈবকীনন্দনের পূর্ব্বপুরুষগণের ধারাবাহিক নাম নাই। সুতরাং পূর্ব্বতন রঘুনাথের ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু দৈবকীনন্দনের একটী পৌত্র রঘুনাথের নাম পাওয়া যাইতেছে। বাদসাহ অরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বর্ষে দৈবকী-নন্দনের কানুনগোই ফর্ম্মান প্রাপ্তি ঘটিলে তাহা খৃষ্টীয় ১৬৬৮ সালে হইয়াছিল। গয়তার রাজবংশের প্রাচীন কাগজে দেখা গিয়াছে রাজা রামরায় চৌধুরীর পিতা রাজা রঘুনাথ রায় চৌধুরী কিছুকাল কানুনগোই কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত বাদসাহী পাঁচ হাজার সৈন্য থাকিত। রাজা রামরায়ের জন্ম বাঙ্গলা সন ১০৪৬ সালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৪০ সালে। সুতরাং দৈবকীনন্দনের ফর্ম্মান্ প্রাপ্তির পূর্ব্বে রঘুনাথ জীবিত ছিলেন জানা যায়। উক্ত রঘুনাথ রায় দৈবকীনন্দনের মাতামহ ছিলেন কি না তাহা অনুসন্ধেয়। রাজা রামরায়ও বঙ্গাধিকারী অধীনে কয়েকটী পরগণার কানুনগোই ছিলেন জানা যায়।

রামজীবনের পরে তাঁহার ভ্রাতা ভগবান্ রায় ওরফে রামরায় কানুনগোর পদে কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তিনি "বঙ্গনাথ" নামে খ্যাত ছিলেন। তৎপুত্র রঘুনাথ রায়, তৎপরে হরিনারায়ণ রায় ও তৎপরে জয়নারায়ণ রায় কানুনগোই হইয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে রাজ-ধানী উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলে প্রধান কানুনগোই দর্পনারায়ণ রায় এখানে আসিয়া ডাহাপাড়ায় ও দ্বিতীয় কানুনগোই জয়নারায়ণ রায় ভট্টবাটীতে বাস স্থাপন করেন। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ একদা বাদসাহ অরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার কালে রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ পত্র সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া উক্ত কাগজে প্রধান কানুনগোই দর্প-নারায়ণকে স্বাক্ষর করিতে বলিলে তিনি স্বীয় প্রাপ্য রসুম না পাইলে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় কানুনগোই জয়নারায়ণ উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করিলে নবাব তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। জয়নারায়ণ 'বঙ্গচূড়ামনি' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। জয়-নারায়ণ ভট্টবাটীতে বহু কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত কানুনগোইর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ডাহাপাড়ার প্রধান কানুনগোই ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ

রায়। ১৭৫৭ সালে ৯ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজদের সহিত সিরাজউদ্দৌলার যে সন্ধি হইয়াছিল উভয় সন্ধিপত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্বাক্ষর রহিয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জ্যেষ্ঠতাত গৌরাঙ্গ সিংহ এই মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহের অধীনে ভট্টবাটীর কানুনগোই সেরেস্তার কার্য্য করিতেন। গৌরাঙ্গ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি যেখানেই থাকিতেন প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এজন্য ভট্টবাটীতে শ্রীশ্রী৺গিরিধারী জীউর সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে রাধাকান্তসিংহ ও তৎপরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভট্টবাটীতে থাকিয়া কানুনগোই সেরেস্তার কার্য্য এবং শ্রীশ্রী৺গিরিধারীজীর সেবা পরিচালন করিতেন। ডাহাপাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মৃত্যুকালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে স্বীয় পুত্র সূর্য্যনারায়ণের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য ডাহাপাড়ার কানুনগোই সেরেস্তার কাগজ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হস্তগত হয়। ভট্টবাটীর কাগজ পত্র পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হাতে ছিল। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ এই সকল কাগজ পাইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সদানন্দ ঘটকের উদ্ধৃত 'বঙ্গাধিকারী-কারিকা' হইতে জানা যায়—মহেন্দ্রনারায়ণের পর ধর্ম্মনারায়ণ ও তৎপরে রুদ্রনারায়ণ বঙ্গাধিকারি হইয়াছিলেন। রুদ্র সম্বন্ধে 'বঙ্গচূড়ামণি সিংহ' 'প্রচণ্ড প্রতাপে', 'তেজে বিশ্বকাঁপে' 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সর্ব্বদা করে পূজা' ইত্যাদি উক্তি হইতে মনে হয় যে রুদ্রনারায়ণ রায়ের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়কারী কানুনগোদিগের অধিনায়করূপে পূজিত হইতেন।

বঙ্গচূড়ামণি বা বঙ্গাধিকারীগণ সমাজে 'রাজা' বলিয়াই সম্মানিত হইতেন। আজকাল বিভাগীয় কমিশনারগণের উপরওয়ালা অর্থাৎ Member, Board of Revenue পদ হইতে বঙ্গাধিকারীর পদ কোন অংশে হীন ছিলনা। Divisional Commissioner বা Member, Board of Revenue অধুনা যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে অক্ষম, বঙ্গাধিকারিগণ কেবল রাজস্ব বিভাগে বলিয়া নহে, এক সময়ে শাসনবিভাগেও সে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন। বাঙ্গালার সমস্ত জমীদার বঙ্গাধিকারিগণের হাতের মুঠার মধ্যে ছিলেন। মিত্রকুলের বঙ্গাধিকারি-বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত সকল স্থানের কানুনগো পদ উঠিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাধিকারিগণের রাজকীয় ক্ষমতা বিলোপের সহিত তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়।

মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণ রায় ও তৎপুত্র সূর্য্যনারায়ণ রায়। সূর্য্যনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি দত্তক গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহকে নিকটে রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কালীপদ সিংহ বহু কষ্টে ভট্টবাটীর রাজবাটীর ভগ্ন গৃহে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন।

এই ভট্টবাটী গ্রামের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীসনাতন গোস্বামী

যৎকালে গৌড়ের বাদসাহের প্রধান অমাত্যরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। তৎকালে প্রায় চারিশত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রয় লাভের জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাদিগকে গঙ্গাতীরে বাস করাইয়াছিলেন। ভট্টব্রাহ্মণগণের বাস বলিয়া এই স্থানের নাম ভট্টবাটী হইয়াছিল।

বঙ্গাধিকারী সিংহবংশের অধিষ্ঠানভূমি ভট্টবাটী গ্রামে প্রবেশ করিলেই একটী শোকের স্রোত আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে। সম্প্রতি বঙ্গাধিকারি-বংশ বা তাঁহাদের দৌহিত্র বা আত্মীয় কোন কায়স্থই ভট্টবাটী গ্রামে বাস করেন না। তথায় অন্যান্য জাতির বাস রহিয়াছে। রাজবাটী ধ্বংসপ্রায় ও তৎসংলগ্ন ভূখণ্ড জঙ্গলে পরিণত।

রাজবাটীর দেব বিগ্রহসেবা বহুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিগ্রহের সেবা সম্প্রতি ৺গৌরাঙ্গসিংহের শ্রীশ্রীগিরিধারী মন্দিরে হইতেছে। কান্দীর রাজবংশের তত্ত্বাবধানে না থাকায় উপস্থিত কোনও ব্রাহ্মণ দেবসেবার ভার লইতে ইচ্ছুক নহেন, আপাততঃ জনৈক বৈষ্ণব উক্ত সেবা চালাইতেছেন। একটী পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরও রহিয়াছে। মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য। মন্দিরগাত্রের চতুঃপার্শ্বে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি বিশেষতঃ রামলীলা কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বহুলীলার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরের দ্বারের চৌকাঠ অতি মসৃণ কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ, ওজন অনুমান ৫।৬ মণ হইবে। উক্ত শিবের ও পুরাতন হাটতলার শিবের সেবা পরিচালন জন্য লালবাগ মহকুমার জনৈক সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট কাশিমবাজারের মহারাজের ও নশীপুরের মহারাজের নিকট হইতে মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল ঐ ভাবে সেবা চলিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি দুর্ব্বৃত্তগণ শিবলিঙ্গটীকে উৎপাটিত করিয়া গৃহ মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে ও অর্থ-প্রত্যাশায় গৌরীপট্টের নিম্নস্থ ভূমি খনন করিয়াছে। আর শিবের সেবা হয় না।

কড়ার বামদেববংশ কুলাভাবহেতু কুলাচার্য্যগণ ধারাবাহিক বংশলতা রক্ষা করেন নাই। সমাজে হীন ভাবিবে মনে করিয়া এই বংশীয় অনেকেই আত্মগোপন করিয়াছেন। একারণ দুই এক স্থানে মাত্র কড়ার বামদেব-বংশের সন্ধান পাওয়া যায়।

রাণা মদন সিংহের বংশ

অনাদিবর সিংহের পুত্র পরম তপস্বী সূর্য্যসিংহ, তৎপুত্র বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র গুণবান্ বরাহসিংহ। বরাহের দুই পুত্র—ভৈরব ও মদন। এই মদন সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"অস্বাভাবিক সুরাপান করিল মদন। পিণ্ডদান ত্যাগ হেতু হিলোড়া গমন॥
যাজীগ্রামে রাজা হইলেন রাণা মদন। তাহার জন্মিল দুই পুত্র বিচক্ষণ॥
মন্মথ মুকুল নামে রাণা খ্যাতিমান। ঢেকুর করিল জয় মুকুল ধীমান্॥
প্রতাপ নামেতে পুত্র বড়ই প্রবল। তার পুত্র মহারাণা সিংহবংশোজ্জ্বল॥"

উপরোক্ত প্রমাণ ও কুলবৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায় যে রাণা মদন একজন মহাশাক্ত ছিলেন। সময়ে সময়ে অত্যধিক সুরাপান করিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। এক সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান না করিয়া উঠিয়া আসেন, তাহাতে আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার নিন্দা করেন এবং তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে অগ্রসর হন। তিনি সমাজে নিগৃহীত হইবার ভয়ে সপরিবারে হিলোড়া যাজিগ্রামে চলিয়া আসেন। এখানে আসিয়া নিজ বাহুবলে পূর্ব্বতন ভূম্যধিকারীকে তাড়াইয়া যাজিগ্রামের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে হিলোড়া-যাজিগ্রাম উত্তররাঢ়ীয় সমাজের পূর্ব্বোত্তর শেষ সীমা বলিয়া গৃহীত হয়। আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগের সহিত তাঁহার হৃদয়ে নিজ প্রভুত্ব বিস্তারের উৎকট পিপাশা বলবতী হইয়াছিল। তিনি আপন দুই পুত্রকেও উপযুক্ত যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যান্বেষণের পথ প্রশস্ত. করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে হিলোড়া সমাজের অধিপতি হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ নিজ শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে বহু দলবল একত্র করিয়া ঘোষবংশের নিকট হইতে ঢেকুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়া রাণা মুকুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ গৌড়াধিপ রামপালের একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন। কৈবর্ত্তাধিকার হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার সময় ইনি রামপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে ইনি 'ঢেক্করীয় প্রতাপসিংহ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। কুলগ্রন্থে প্রতাপসিংহের পুত্রের প্রসঙ্গে—

"তার পুত্র মহারাণা সিংহবংশোজ্জ্বল।"

এইরূপ পরিচয় হইতে মনে হয় যে প্রতাপের পুত্র 'মহারাণা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং উজ্জ্বলসিংহ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ 'মহারাণা' উপাধি গ্রহণের সহিত তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু উদীয়মান সেনবংশের হস্তে তিনি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায় এই বংশের পরবর্ত্তী বংশধরগণের নাম কুলগ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাণা মদনের কার্য্যদোষে কুলাভাব ঘটায় কুলপঞ্জিকায় এই বংশের পরিচয় বাদ পড়িয়াছে। এমন কি রাণা মদনের হিলোড়া সমাজকেও কুলজ্ঞগণ হীনভাবে দেখিতেন। কুলগ্রন্থে মিত্রবংশের ত্রিকণ্টকীভাব প্রসঙ্গে হিলোড়ান্ত করণের উল্লেখ আছে—

"উত্তরান্ত হিলোড়ান্ত করণ পঞ্চকী।
অনুক্রমে কঞা দিল ভাব ত্রিকণ্টকী॥"

(মিত্রবংশ-বিবরণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য)

রাণা মদনসিংহ ও তদ্বংশধরগণের প্রভাব হইতে হিলোড়া-যাজিগ্রাম সিংহের সমাজ বলিয়া গণ্য হয়। অধুনা প্রবাদ শুনা যায় "সিং সিমলা কর, তিনে যাজিনগর।" অর্থাৎ সিংহ ও করবংশীয় কায়স্থ এবং সিমলাঞিগাঞি ব্রাহ্মণ হইতে যাজিগ্রামের খ্যাতি।

যাজিগ্রামের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে কুলেড়া গ্রাম। এই গ্রামে 'কেদার রায়ের ভিটা' ও 'কেদার রায়ের দীঘী' প্রভৃতি কেদার রায়ের স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হয়। [৭ম অধ্যায়ে ঘোষবংশ-

বিবরণ প্রসঙ্গে কেদাররায়ের কথা লিখিত হইয়াছে।] সম্ভবতঃ এই কেদাররায় বা তাঁহার ভ্রাতৃবংশের নিকট হইতে রাণা মদনের বংশধরগণ রাজ্যসম্পদ কাড়িয়া লইয়া স্ব স্ব অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঘোষবংশ ও পরে সিংহবংশ এখানকার সহায় সম্পদ সমস্ত হারাইলেও কেদাররায় ও সিংহবংশের খ্যাতি এখনও স্থানীয় প্রবাদমূলে রক্ষিত আছে। সহায় সম্পদের অভাবের সহিত রাণা মদনের বংশ কুলজ্ঞগণের নিকটে এক প্রকার উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছেন, এ কারণ এই বংশের আদ্যোপান্ত বংশলতা মিলিতেছে না। নিম্নে বীরভূম কনকপুর, ও তৎপরে ভাগলপুরবাসী মদনবংশের একদেশ দেওয়া হইল।

রাণা মদনসিংহ বংশ (বাস কনকপুর, বীরভুম)
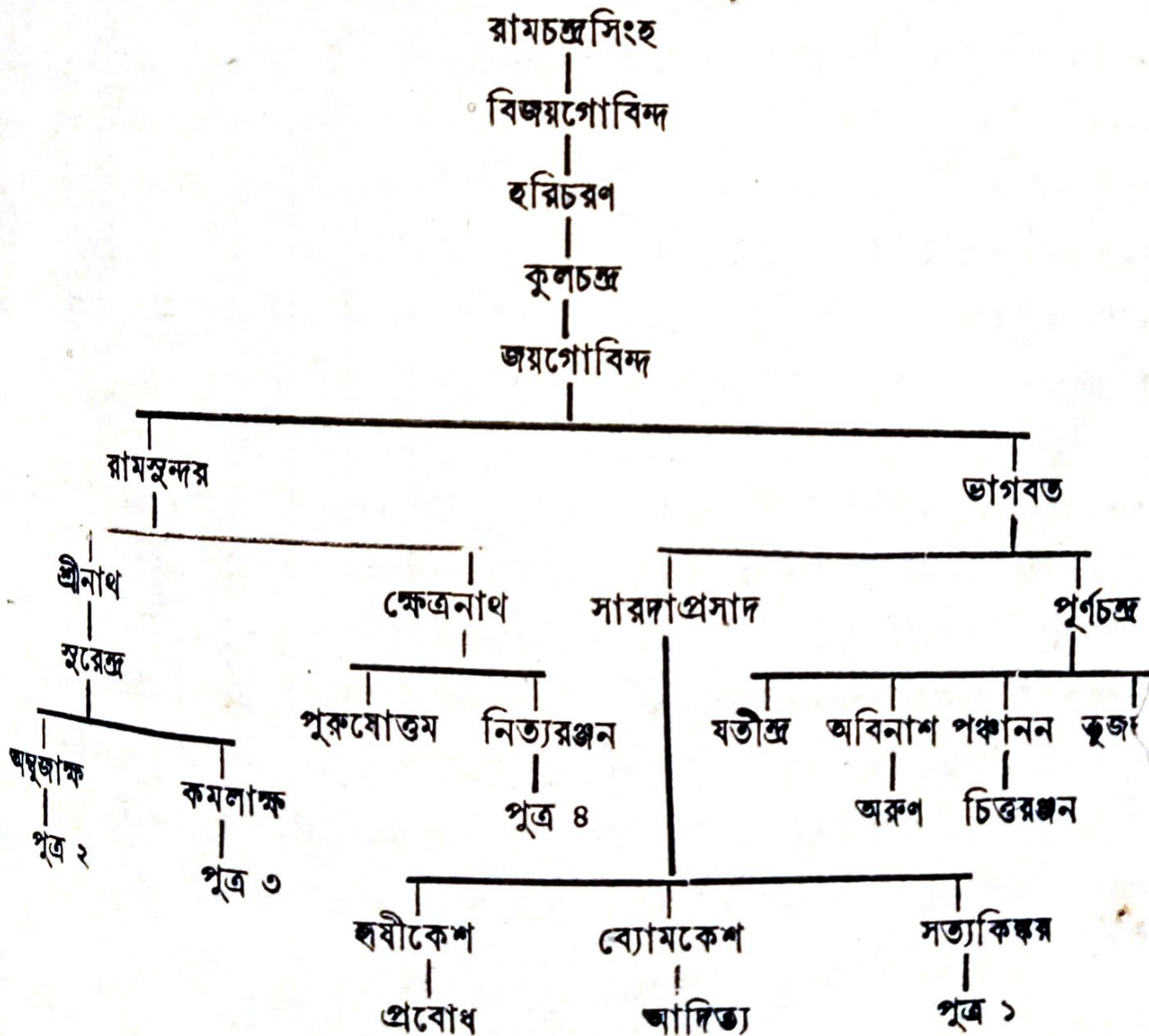
জেলা বীরভূম যাজিগ্রাম নিবাসী রাণা মদনসিংহের বংশ।
পূর্ণচন্দ্রসিংহ
যাদবচন্দ্র
ভগবান্
হরিচরণ (যাজিগ্রাম হইতে ভাগলপুরে বাস)
সুজান
মহারাম
মনসারাম মাণিকচন্দ্র
কালীচরণ
শিবলাল
বেচুরাম
মঙ্গলচাঁদ
রুদ্রনারায়ণ
চণ্ডীনারায়ণ
রামগোপাল
বংশীবদন
তুলসীবদন
দুর্গাচরণ দেবীচরণ রাধাচরণ
পার্ব্বতীচরণ
শ্যামসুন্দর
লক্ষ্মীনারায়ণ
ললিতনারায়ণ
জঙ্গলীপ্রসাদ
রামনারায়ণ
শ্রীনারায়ণ
হরনারায়ণ
সুশীল
উদিত
সুধীর রুধির
ফণীন্দ্র
কুলদীপনারায়ণ রাজেন্দ্রনারায়ণ
টেকনারায়ণ
প্রতাপ
মহেন্দ্র
উপেন্দ্র নরসিংহ
প্রতাপনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণ
হরেন্দ্রনারায়ণ
দেবেন্দ্র যোগেন্দ্র ব্রজেন্দ্র
গৌর
উদয়
শচীন্দ্র ননীগোপাল
সুরেন্দ্র
নরেন্দ্র
যতীন্দ্র
খগেন্দ্র
জনার্দ্দন
শান্তি গোধন ভুজেন্দ্র
যোগেশ
নরেশ
অবোধ
ভবেশ
পুত্র
জ্ঞানেন্দ্র
মণীন্দ্র
গিরীন্দ্র
বিনয়েন্দ্র
রবীন্দ্র

জেলা বীরভূম যাজিগ্রাম নিবাসী রাণা মদনসিংহের বংশ।
হরিচরণ (যাজিগ্রাম হইতে ভাগলপুরে বাস)
সুজান
মহারাম
মনসারাম
মাণিকচন্দ্র
বিশ্বনাথ
রামকুমার
রামলোচন
শঙ্করনাথ
পরেশনাথ
রঘুনাথসিংহ
রামলাল
ভোলানাথ
গোপীনাথ
হরনাথ
রামগোবিন্দ
ব্রজনাথ
দ্বারিকানাথ
সিংহেশ্বর
উমানাথ
কাশীনাথ
ঠাকুরপ্রসাদ
জয়চাঁদ
তেজনারায়ণ
রাজনারায়ণ
উদিতনারায়ণ
বৈজনাথ
দীননাথ
ঈশ্বরচাঁদ
জ্যোতিশচন্দ্র
ভবেশচন্দ্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাৎস্যগোত্রীয় সিংহবংশের ভাব

ঘটকগণ নিজ নিজ সুবিধা ও আবশ্যক মত ভাবের বহু প্রকার তালিকা লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু মহা আর্ত্তি ভাবের কখনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এক প্রকার ভাবের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

বংশ পরিচয়	মহাআর্ত্তি	আর্ত্তি	সুমধ্যম	মধ্যম	সংক্লেশ্য	ক্লেশ্য
১। জীবধর শ্রীকৃষ্ণ (কান্দী)	১	০	০	০	০	০
ঐ বিষ্ণুদাস ঐ	১	০	০	০	০	০
ঐ রঘুনাথ	০	১	০	০	০	০
২। প্রভাকর হরিদাস (কান্দী)	১	০	০	০	০	০
ঐ বিষ্ণুদাস, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ শ্যামদাস, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ মহেশদাস, ঐ	০	০	১	০	০	০
ঐ শিবদাস, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ চণ্ডীদাস, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ রামনাথ, ঐ	০	০	০	১	০	০
ঐ যোগনাথ (ছাতিনাকান্দী)	০	০	১	০	০	০
৩। শ্রীধর রঘুনাথ, (বালিয়া)	১	০	০	০	০	০
ঐ মথুরানাথ, ঐ	১	০	০	০	০	০
ঐ ত্রৈলোক্যনাথ, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ দুর্গাদাস, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ যাদব, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ অশোক, ঐ	০	০	১	০	০	০
ঐ বলভদ্র, ঐ	০	০	১	০	০	০
ঐ রামনাথ, ঐ	০	০	০	১	০	০
ঐ স্থিরানন্দ, ঐ	০	০	১	০	০	০

বংশ পরিচয়	মহাভাঙ্গি	ভাঙ্গি	সুমধ্যম	মধ্যম	সংক্লেশ্য	কোং
৪। গোবিন্দ, (জামুয়া ও ছাতিনাকান্দী)	১	০	০	০	০	০
ঐ দশরথ বিশ্বাস, ঐ	১	০	০	০	০	০
ঐ দেবরাজ (চুণাখালী)	১	০	০	০	০	০
ঐ ভরত (আমুইপাড়া)	০	১	০	০	০	০
ঐ সুরথ (ছাতিনাকান্দী)	০	১	০	০	০	০
ঐ রাজ্যধর শ্রীরাম, (ঝিল্লি)	০	০	১	০	০	০
ঐ রূপসিংহ (ভাটারা)	০	০	১	০	০	০
ঐ বলরাম	০	০	১	০	০	০
ঐ গোপীবল্লভ	০	০	১	০	০	০
ঐ মথুরেশ্বর	০	০	১	০	০	০
ঐ কৃষ্ণদাস	০	০	১	০	০	০
ঐ গোবিন্দ বরাহ	০	০	০	০	১	০
৫। মাধববংশের জয়হরি (জামুয়া)	১	০	০	০	০	০
ঐ রাঘব (হরিশাড়া)	১	০	০	০	০	০
ঐ হরিশ চৌধুরী (জেন্দুর বাটী)	১	০	০	০	০	০
ঐ ভরত (জামুয়া)	০	১	০	০	০	০
ঐ জয়গোপাল ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ গৌরীবর ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ রূপ ঐ	০	০	১	০	০	০
ঐ ঈশ্বর (নূতন গ্রাম)	০	১	০	০	০	০
ঐ শ্রীপতি (জামুয়া)	০	০	১	০	০	০
ঐ শ্রীমুখ, ঐ	০	১	০	০	০	০
ঐ মণিরাম, ঐ	০	০	১	০	০	০
ঐ রূপরাম, ঐ	০	০	০	০	১	০
ঐ গোসাইদাস ঐ	০	০	০	০	০	১
ঐ অভিমন্যু (জোলকুল)	০	০	১	০	০	০
ঐ বিশ্বরূপ, (করুই)	০	০	১	০	০	০
ঐ যজ্ঞেশ্বর (যশোর)	০	০	০	১	০	০
ঐ ভবেশ্বর ঐ	০	০	১	০	০	০

বংশ পরিচয়	মহাভাগিত	ভাগিত	সুমধ্যম	মধ্যম	সংক্লেষ্য	ক্লেষ্য
মাধব, গর্ভেশ্বর, (জামুয়া)	০	০	০	০	১	২
ঐ জিতরাম, ঐ	০	০	০	০	১	২
ঐ হারু, ঐ	০	০	০	০	১	২
ঐ গণেশ, ঐ	০	০	১	০	০	০
৬। তারাপতি, (কান্দী)	০	০	১	০	০	০
৭। বল্লালসিংহ	০	০	০	১	০	০
৮। নন্দন	০	০	০	০	০	১
৯। জ্যেষ্ঠ গদাধর	০	০	০	০	০	১
১০। ভগীরথ	০	০	১	০	০	০

বাৎস্যগোত্রীয় সিংহবংশের বর্ত্তমান বাসস্থান।

জীবধরবংশ— শ্রীকৃষ্ণসিংহের ধারা } মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী জীবধরপাড়া ও রসোড়া। নদীয়া জেলায়—সদরপুর। ভাগলপুর জেলায়—চৌকী নিয়ামৎ-পুর। বর্দ্ধমান জেলায়—মাহাতা। দিনাজপুর জেলায়—দিনাজপুর রাজবাটী ও জগদল। হুগলী জেলায়—সেওড়াফুলী।

জীবধরবংশ— বিষ্ণুদাস সিংহের ধারা } মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী জীবধরপাড়া, বালিয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর। ২৪ পরগণা জেলায়—পাইকপাড়া রাজবাটী ও বেলগাছিয়া ভিলা। কলিকাতায়—হেরিংটন ষ্ট্রীট। ভাগলপুর জেলায়—রাজাপুর।

জীবধরবংশ— কাশীনাথের ধারা } মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী জীবধরপাড়া ও বংশবাটী।

জীবধর কবিরাজ :—মালদহ জেলায়—গিলাহবাটী।

জীবধর রঘুনাথ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—গুরুলিয়া। বর্দ্ধমান জেলায়—বোরহাট।

জীবধর লোহাগড় :—মালদহ জেলায়—যদুপুর। মুঙ্গের জেলায়—লক্ষ্মণপুর। পূর্ণিয়া জেলায়—চাঁদপুর। ভাগলপুর জেলায়—মনোহরপুর।

প্রভাকরবংশ— হরিদাসের ধারা } মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী প্রভাকরপাড়া, পাঁচথুপী, জষান, সাবলপুর।

প্রভাকর হীরা—সিংহ মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী। কলিকাতা। হুগলী জেলায়—সেওড়াফুলী। বর্দ্ধমান—বোরহাট ও ঘোষপাঁচিকা।

প্রভাকর শিবদাস :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বাঘডাঙ্গা। বীরভূম জেলায়—দাসপলসা। হুগলী জেলায়—শিবপুর।

প্রভাকর রঘুনাথ ধল্লারবাটী : মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী জীবধরপাড়া ও ধল্লারবাটী। বীরভূম জেলায়—জগধরী ও কলহপুর।

প্রভাকর শ্যামদাস :—যশোর জেলায়—ব্রাহ্মণডাঙ্গা। মেদিনীপুর জেলায় যসরা বর্দ্ধমান জেলায়—গুরুড়া।

প্রভাকর যোগনাথ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী। বীরভূম জেলায় পাইকপাড়া ও কালুয়া।

প্রভাকর চণ্ডীদাস :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জযান ও জেমো রূপপুর। বীরভূম জেলায়—পাইকপাড়া। সাঁওতাল পরগণা জেলায়—রাজমহল।

প্রভাকর মহেশদাস :—ভাগলপুর জেলায়—মনোহরপুর, জগদীশপুর, রাজাপুর, লছমীপুর, নারায়ণপুর, বড়গাঁ, খয়রা, রামীকিতা, কাশপুর, ভুড়িয়া, মহিয়ামা, মাঝিয়ারা, রতনপুরা ও চোরণ। পূর্ণিয়া জেলায়—ওরলাহা, কুর্শিনারায়ণপুর ও চাঁদপুর। মুঙ্গের জেলায়—লক্ষ্মণপুর।

শ্রীধরবংশ, রঘুনাথ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বালিয়া, জামুয়া বিশ্বাসপাড়া ও জযান। বীরভুম জেলায়—আলিগ্রাম। বর্দ্ধমান জেলায়—করুই। যশোর জেলায়—রামনগর। ভাগলপুর জেলার—খঞ্জরপুর। পাটনা জেলায়—ভিখনাপাহাড়ী।

শ্রীধর মথুরানাথ :—মুর্শিদাবাদ জেলায় বালিয়া, নন্দীবাণেশ্বর, আলুগ্রাম, জযান, বহরমপুর, সিংহারি ও খৈরাটী। বীরভূম জেলায়—কুরুমগ্রাম, চাঁদপাড়া ও চন্দনপুর। বর্দ্ধমান জেলায়—কুলাই ও পিলখুণ্ডী। দিনাজপুর জেলায় দিনাজপুর রাজবাটী ও রাজগঞ্জ দিনাজপুর। হুগলী জেলায়—বালি। মালদহ জেলায়—বাহারাল, কদমতলা ও কমলপুর। ভাগলপুর জেলায়—চৌকী নিয়ামৎপুর।

শ্রীধর ত্রৈলোক্যনাথ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী, সিংহারি, নন্দীবাণেশ্বর ও জযান। বীরভূম জেলায়—বাণীওর। বর্দ্ধমান জেলায় বহড়ান, জগদানন্দপুর, মাহাতা ও করুই। দিনাজপুর জেলায়—জগদল। মালদহ জেলায়—বাখরা ও শিবগঞ্জ।

শ্রীধর স্থিরানন্দ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বালিয়া ও ঘোড়শালা। বীরভূম জেলায়—মেহেগ্রাম, মিরাটী ও আলিগ্রাম। বর্দ্ধমান জেলায়—বহড়ান। মেদিনীপুর জেলায়—যশরা।

শ্রীধর রামনাথ ঃ—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বালিয়া ও কান্দী জীবধরপাড়া। বীরভূম জেলায়—কুরুমগ্রাম। যশোর জেলায়—খানপুর। মেদিনীপুর জেলায়—গোপালনগর। বর্দ্ধমান জেলায়—মাহাতা।

শ্রীধর বলিভদ্র ঃ—যশোর জেলায়—পুড়াপাড়া।

শ্রীধর যাদব ঃ—হুগলী জেলায়—রাজহাট ও শিবপুর। মেদিনীপুর জেলায়—গোপালনগর, খাদিনান্। ২৪ পরগণা জেলায়—কাশীপুর। ভাগলপুর জেলায়—চৌকী-নিয়ামৎপুর, মস্কন বরারিপুর, মুখেরিয়া, রাজাপুর, খয়রা, ওড়ে, মহিমন্তক-পুর, কুনৌনী, রতনপুরা ও মিনকা। মুঙ্গের জেলায়—পিপড়া, বেগমসরাই, বাগরাস্, ভবানন্দপুর, লক্ষ্মণপুর ও কোরিয়া। সাঁওতাল পরগণা জেলায়—ধনবৈ ও কৈলা। বর্দ্ধমান জেলায়—মালের গ্রাম। বীরভূম জেলায়—কুরুমগ্রাম, ময়নাডাল, কুণ্ডিরা, টিকরবেতা ও হরিপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায়—তাঁতিবিরল ও ভোলতা। পূর্ণিয়া জেলায়—চোপরা, বিজৌলী ও ওরলাহা। দরভাঙ্গা জেলায়—মৌ।

গোবিন্দ সিংহ বংশ—দশরথ বিশ্বাস } মুর্শিদাবাদ জেলায় ঃ—জামুয়া বিশ্বাস পাড়া, দক্ষিণ বসড়া, জষান, খোসবাসপুর, এড়োয়ালি ও এরেড়া। বর্দ্ধমান জেলায়—কুলাই ও রাউন্দী। হুগলী জেলায়—শিবপুর

গোবিন্দ শ্রীরাম ঃ—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জয়পুর, খোসবাসপুর, কৈয়র, ভূমিছর, খাসপুর, ও পুণ্ডী। বীরভূম জেলায়—চাঁদপাড়া, কুরুমগ্রাম ও মেহেগ্রাম। হাবরা জেলায়—গুমোডাঙ্গা ও রামকৃষ্ণপুর। মেদিনীপুর জেলায়—কুমারারা। সাঁওতাল পরগণা জেলায় জালালপুর, ভাগলপুর জেলায় রাজপুর কলিকাতায় ৭৪নং ঝামাপুকুর ষ্ট্রীট।

গোবিন্দ রূপ ঃ—বীরভূম জেলায়—জগধরী, মল্লিকপুর, ভালাস ও ছিনপাই। বর্দ্ধমান জেলায়—সুদপুর, চাণক ও আমবোনা।

গোবিন্দ বরাহ ঃ—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জেমো বিশ্বাসপাড়া ও এরেড়া। বীরভূম জেলায়—চাঁদপাড়া, জগধরী, আলিগ্রাম, পাইকপাড়া ও বাণীওর। বর্দ্ধমান জেলায়—ইস্‌লামপুর। মালদহ জেলায়—নিমাসরাই ও দৌলাবিষ্ণুপুর। দিনাজপুর জেলায়—খামরুয়া।

গোবিন্দ দেবরাজ (চুণাখালি) ঃ—বীরভূম জেলায়—মেহেগ্রাম ও কুরুমগ্রাম।

গোবিন্দ ভরত ঃ—মুর্শিদাবাদ জেলায়—দেলুয়া, খোসবাসপুর ও জযান। বর্দ্ধমান জেলায়—বহড়ান। পূর্ণিয়া জেলায়—শন্তনিয়া ও কারারোড। ভাগলপুর জেলায়—মায়াগঞ্জ, সিংহনান, লছমীপুর, খয়রা, কসবা, ইটারি ও মহিমন্তকপুর।

গোবিন্দ সুরথ—ভাগলপুর জেলায় চৌকী নিয়ামৎপুর, মনোহরপুর, জগদীশপুর, লছমীপুর, বড়গ্রাম, খয়রা, ডিসারথ, ভুড়িয়া, সিংহনান, মহিয়ামা, তারাপুর ও চৌরুণ্ণ। সাঁওতাল পরগণা জেলায় পরাশী। নদীয়া জেলায় জগন্নাথপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায় রসড়া (দক্ষিণ)।

মাধবসিংহ রাঘববংশ হরিশাড়া— মুর্শিদাবাদ জেলায় জামুয়া রঘুনাথপুর, কান্দী প্রভাকরপাড়া। বীরভূম জেলায় হরিশাড়া, পাইকপাড়া, লক্ষ্মীবাটী ও চাঁদপাড়া। বর্দ্ধমান জেলায়—কুলাই। পাটনা জেলায় ভিখনাপাহাড়ী। হুগলী জেলায় শিবপুর ও পাঁচঘরা।

মাধব জয়হরি—মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী, আটকুলা, কোল্লা ও কান্দী জীবধরপাড়া। বর্দ্ধমান জেলায়—বহড়ান।

মাধব জেন্দুরের চৌধুরী—মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী, ও রসড়া (দক্ষিণ)। যশোর জেলায় এরেণ্ডা ও খানপুর।

মাধব শ্রীমুখ—মুর্শিদাবাদ জেলায় জামুয়া রঘুনাথপুর। বীরভূম জেলায় বোন্‌তা ও লক্ষ্মীবাটী। নদীয়া জেলায়—সদরপুর। ভাগলপুর জেলায় যোগসর।

মাধবসিংহ গৌরীবর—দিনাজপুর জেলায়—গৌরীপাড়া ও দীঘইন্।

ঐ দস্তিদার ভরত—মুর্শিদাবাদ জেলায় জামুয়া রঘুনাথপুর।

ঐ ঐ মূলোবাড়ী—বীরভূম জেলায় গয়তা ও কুরুমগ্রাম।

মাধবসিংহ দস্তিদার—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বোখারা। বীরভূম জেলায়—আলিগ্রাম।

ঐ রামচরণ—বর্দ্ধমান জেলায়—বহড়ান। হুগলী জেলায়—জোলকুল ও রাজহাট।

মাধবসিংহ দস্তিদার—মেদিনীপুর জেলায়—যসরা।

ঐ গোসাঁইদাস—মালদহ জেলায়—গিলাহবাটী। বর্দ্ধমান জেলায়—ঝাউডাঙ্গা।

মাধবসিংহ ঈশ্বর—হুগলী জেলায়—শিবপুর। যশোর জেলায়—দূর্ব্বাডাঙ্গা। বর্দ্ধমান জেলায়—নারায়ণপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী, গুরুলিয়া ও গোকর্ণ।

মাধবসিংহ রাঘব শ্রীরাম—মুর্শিদাবাদ জেলায়—হিলোড়া। বীবভূম জেলায়—কোপারি। বর্দ্ধমান জেলায়—রাউন্দী। মালদহ জেলায়—গিলাহবাটী। মেদিনীপুর জেলায়—বাকুলদা।

মাধবসিংহ রাঘব ভবেশ্বর—যশোর জেলায়—চাঁচড়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, খড়ঞ্চী ও দেবিদাসপুর। ২৪ পরগণা জেলায়—আঁতপুর।

ঐ ঐ যজ্ঞেশ্বর—যশোর জেলায়—চাঁচড়া, সারাপোল, দেবীদাসপুর ও লাউরী। বর্দ্ধমান জেলায়—করুই ও নারায়ণপুর।

ডী আসসিং[illegible]—যশোর জেলায়—খামুরা ও মবারকপুর।

মাধবসিংহ গণেশ :—যশোর জেলায়—শিবনগর।

ঐ জয়গোপাল :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জামুয়া রঘুনাথপুর। বীরভূম জেলায়—মালঞ্চ, মাড়কোলা ও বড়রা। বর্দ্ধমান জেলায়—বহড়ান, খটনগর ও কুলগাছি।

ঐ মণিরাম :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জামুয়া রঘুনাথপুর ও ছাতিনাকান্দী। বীরভূম জেলায়—বেলুন। ভাগলপুর জেলায়—যোগসর।

ঐ সিংহরায় :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—মেলেনী মহম্মপুর। বীরভূম জেলায়—বোস্তা।

ঐ রূপ :—বর্দ্ধমান জেলায়—বিরামপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায়—এরেড়া। কলিকাতা—কাঁসারিপাড়া।

ঐ গর্ব্বেশ্বর :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—এড়োয়ালি, কেন্দুয়া ও জীবনপুর। বীরভূম জেলায়—মিত্রপুর ও মাড়কোলা। মেদিনীপুর জেলায়—কুমার আরা।

ঐ জন্মেজয় :—বীরভূম জেলায়—কুরুমগ্রাম।

ঐ মঘবন্ শ্রীপতি :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—বাঘডাঙ্গা ও বাচরা। ভাগলপুর জেলায়—মনসুরকিতা, চম্পানগর, রামীকিতা ও আসি।

মাধবসিংহ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—রাইপুর পশ্চিমপাড়া ও বনওয়ারিবাদ। বীরভূম জেলায়—পাইকপাড়া, কালুয়া, দুর্গাপুর ও চণ্ডীপুর। বর্দ্ধমান জেলায়—মরুন্দী, ভিন্ভিন্ গোপালপুর ও নারায়ণপুর। হাবড়া জেলায়—রামকৃষ্ণপুর ও রামেশ্বরপুর। মেদিনীপুর জেলায়—কাশীগড়িয়া। বগুড়া জেলায়—গোপীনাথপুর, প্রতাপপুর ও বড়তারা। মালদহ জেলায়—গিলাহবাটী। দিনাজপুর জেলায়—চেঁচর।

তারাপতি :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী সন্তোষসিংহের বেড়, ছাতিনাকান্দী ও যদুপুর। বীরভূম জেলায়—মেহেগ্রাম, কালুয়া, রতনপুর, যাজিগ্রাম, কলহপুর, গড়গড়া ও জুবুটিয়া। মালদহ জেলায়—খাসকোল। সাঁওতাল পরগণা জেলায়—সুখজোড়া।

নন্দন :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—কান্দী গোপীনাথপুর, ছাতিনাকান্দী, ও কামনগর। বর্দ্ধমান জেলায়—করুই। মালদহ জেলায়—গোপালপুর ও নঘরিয়া। হুগলী জেলায়—রাজহাট।

নারদ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—গোকর্ণ ও পাতাণ্ডা। মেদিনীপুর জেলায়—বাকুলদা।

বল্লালসিংহ :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—জামুয়া রূপপুর, পূণ্যে ও খাগড়া আচার্য্যপা[illegible] ও [illegible] জেলায়—গুমোডাঙ্গা। ভাগলপুর জেলায়—বিহপুর, সুজাপুর [illegible]ন। পূর্ণিয়া জেলায়—ভাটোয়ারা।

গণপতি সিংহ :—বীরভূম জেলায়—কুণ্ডিয়া।

জ্যেষ্ঠ গদাধর :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—পাঁচথুপী (দক্ষিণপাড়া), মোল্লা, রসড়া (উত্তর), গুরুলিয়া, গোকর্ণ, পাতণ্ডা, আলুগ্রাম, ভোল্‌তা, সাঁপলদহ, বিপ্রশিখর, কোমড্ডা, পোপাড়া, মাঠখাগড়া ও কালমেঘা। বীরভূম জেলায়—জগধরী, পাইকপাড়া, কুরুমগ্রাম, সোণারকুণ্ড, কাবিলপুর, ভদ্রপুর, আমডোল, ছাউতরা, কালীপুর, দুর্গাপুর, পল্লসরা, রাইপুর (সিউড়ি পোষ্ট), সীতা-রামপুর হেতমপুর, কুকুটিয়া, গড়গড়া, ময়নাডাল, রাইপুর (রাইপুর-পোষ্ট), রূপপুর, পায়ের, টিকরবেতা, সিমুলিয়া, কেমপুর, পরোটা, গোপালপুর, মহুলা ও রাণীপুর। বর্দ্ধমান জেলায়—বালুটে, চানক, কল্যাণপুর, ভিন্‌ভিন্ গোপালপুর, জিয়ারা, নারায়ণপুর, মাঝের গ্রাম, বুজরুগ নবগ্রাম, গোস্বামীখণ্ড ও ধনকোরা। মুর্শিদাবাদ জেলায়—দক্ষিণখণ্ড ও বনওয়ারিবাদ। হাবরা জেলায়—গুমোডাঙ্গা, গাজিপুর, নারিট, আঁইয়ে, মাতো, ও শালিখা। যশোর জেলায়—বেজপাড়া। মেদিনীপুর জেলায়—গোপালনগর, খাদিনান, তমলুক, দোরো জুলুটে, শঙ্করপুর, বিবিগঞ্জ, কুমারআরা, বেলবুনী ও কাঁকড়া। ভাগলপুর জেলায়—চৌকী নিয়ামৎপুর, মস্কনবরারিপুর, সুজাপুর, কলাপুর, মুখেরিয়া ও চৌঢ়ন। পূর্ণিয়া জেলায়—চাঁপি, বিজৌলী, ভাঙ্গাহা, ছোহার ও চাঁদপুর। মুঙ্গের জেলায়—জগদীশপুর ও লক্ষ্মণপুর। মালদহ জেলায়—শাহাপুর, বাচামারি, সুলতানপুর, রাণীপুর, বাখরা, খাসকোল, যদুপুর, ও দরবারপুর। সাঁওতাল পরগণা জেলায়—সেরাসিন, গোয়ালখোর ও মহারাজপুর। বাঁকুড়া জেলায়—বিষ্ণুপুর, কাদাকুলী, রাজগ্রাম, জেল্লা, গামিস্থে, অযোধ্যা, ডিঙ্গান, পরীক্ষাপাড়া ও ধোক্রাহল। দিনাজপুর জেলায়—তিওড় ও করুইবাড়ী।

দামোদর সিংহ :—মুর্শিদাবাদ জেলায় - বংশবাটী। বীরভূম জেলায়—বিলাসপুর ও অভি-রামপুর।

রাণা মদন :—মুর্শিদাবাদ জেলায়—হিলোড়া ও কেন্দুয়া। বীরভূম জেলায়—পাইকপাড়া, কনকপুর, যাজিগ্রাম, কলহপুর। দিনাজপুর জেলায়—মানপুর ও খামরুয়া সাঁওতাল পরগণা জেলায়—গোয়ালখোর। মালদহ জেলায়—খাসকোল ও। খিদিরপুর। বগুড়া জেলায়—গোপীনাথপুর ও কলন্দরপুর। ভাগলপুর জেলায়—মস্কন বরারিপুর, সুজাপুর, মুখেরিয়া, ওরে, বনিয়াডিহি ও কৈরী।

...দেব—বর্দ্ধমান জেলায়—মোহনপুর, হরিবাটী ও কাশিয়ারা। বীরভূম জেলায়—বাউটিয়া ও বাতিকার। মুঙ্গের জেলায়—লক্ষ্মণপুর।

...হ :—ভাগলপুর জেলায়—ডুমরামা ও রূপসা। মুঙ্গের জেলায়—লক্ষ্মণপুর।

...চাঁ আসসিং

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ